ঔষধী গাছপালা

ভারত—দেশ ও দেশবাসী

ঔষধী গাছপালা

এস. কে. জৈন

অনুবাদ

প্রভাত মুখোপাধ্যায়

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া

ISBN 81-237-1296-0

প্রথম প্রকাশ : 1995 (শক 1916)
দ্বিতীয় মুদ্রণ : 1999 (শক 1921)

Medicinal Plants *(Bangla)*
মূল্য : 40.00 টাকা
নির্দেশক, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ইণ্ডিয়া, এ-5 গ্রীন পার্ক
নয়াদিল্লি-110016 কর্তৃক প্রকাশিত

প্রস্তাবনা

বনৌষধি কথাটা কানে এলেই মনটা কোন এক অলৌকিক অথবা দৈবী ওষুধ সম্পর্কে সজাগ হয়ে ওঠে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে বনৌষধি দিয়ে দূরারোগ্য ব্যাধি চিকিৎসার বিবরণই শুধু নয় তাদের অলৌকিক এবং অবিশ্বাস্য দৈবী ক্ষমতারও বহু উল্লেখ আছে। যেমন, অমুক গাছের শিকড় মন্ত্রপূত করে কোন মানুষের গায়ে ফেললে তাকে বশে আনা যায় বা অমুক ফলের বিচি চিবিয়ে বাঁচার মেয়াদ বাড়ান যায় অথবা অমুক পাতার রস দু চার ফোঁটা দিয়ে মরা মানুষকেও বাঁচিয়ে তোলা যায়।

প্রাচীনকালে অনুসন্ধান এবং অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ওষুধের গুণাবলীর চাইতে সাধু ফকিরের দেওয়া ওষুধের মর্য্যাদা ছিল অনেক বেশী। সম্ভবতঃ এই ধরণের সহজ এবং সাধারণ বিশ্বাসের মূলে ছিল সেই সময়কার পরিস্থিতি এবং মানসিক মূল্যবোধ।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ যখন সাধারণভাবে সব কিছুকেই যুক্তির ওজনে মাপতে শুরু করল তখন বহু পুরানো বিশ্বাসকে নিরর্থক বলে বাতিল করে দিল। তার ফলে অতীত গরিমা সত্ত্বেও ঔষধী গাছপালার ব্যবহার আস্তে আস্তে কমতে শুরু হল। আজ তাদের মাহাত্ম্য নিয়ে, উপযোগিতা নিয়ে, তাদের উন্নতি এবং প্রসারের প্রশ্ন নিয়ে তর্কালোচনাই বেশী, গবেষণা কম। এর কারণ কি?

যখন উন্নত দেশগুলো নিজেদের দেশজ গাছপালা নিয়ে গবেষণায় ব্যস্ত ছিল আমরা তখন শুধুই অতীতের গরিমা নিয়ে গলা ফাটিয়ে চিৎকার করেছি, তাদের অলৌকিক শক্তির স্বপ্ন দেখেছি, জ্ঞানের গর্ব করেছি কিন্তু আসল কাজ কিছুই করিনি। শুধু তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে বিদেশাগত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ এমন ব্যাপ্ত উৎসাহে গ্রহণ করায় তৎপর হয়েছি যে দেখতে দেখতে সময় এবং সুফলসিদ্ধ আয়ুর্বেদীয় আর উনানী ওষুধগুলোকে অবলীলাক্রমে উপেক্ষা করতে করতে তাদের কথা ভুলেই গেছি। আমাদের মধ্যে অধিকাংশ মানুষই ভুলেও কখন ভাবে না বা জানতেও চেষ্টা করে না যে দেশজ ঔষধী গাছপালার সত্যিই কোন গুণ আছে কি না এবং থাকলে সেগুলো কি বা কতখানি।

আন্দাজ পঞ্চাশ বছর আগে পর্য্যন্ত আমাদের ঔষধী গাছপালা নিয়ে বৈজ্ঞানিক বিধিমতে কোন গবেষণা কখন হয়নি বলে তাদের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দৃঢ় বিশ্বাসে কিছু বলার ছিল না। কোন এক কালে তাদের বিষয়ে যা বলা বা লেখা হয়েছিল, পরবর্তী প্রকাশনে সেই সবেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছে, কখনো প্রত্যক্ষ অনুবাদে, কখনো পরোক্ষ অভিযোজনায়। ফলে অনেক অসিদ্ধ, অনুপযুক্ত এবং অনাস্থাসূচক তথ্য ঔষধী প্রাসঙ্গিক রচনায় স্থান পেয়ে স্থায়ী ভাবে থেকে গেছে। এই ধরণের কিছু সমস্যা এই বইয়ের প্রস্তাবনায় আলোচিত হয়েছে।

ভারতীয় ঔষধী গাছপালা নিয়ে ছোট বড় বহু লেখা হয়েছে. তাদের মধ্যে অধিকাংশই

বিশেষজ্ঞদের পক্ষে উপযোগী যেমন, আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসক, উদ্ভিদ বিজ্ঞানের সাধক, রাসায়নিক ইত্যাদি। যে ধরনের পাঠককে উদ্দেশ্য করে ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট "ভারত—দেশ এবং দেশবাসী" প্রাসঙ্গিক পুস্তকমালা প্রকাশে অগ্রণী হয়েছেন, তাঁদের উপযোগী এই বিষয়ের কোন বই এ পর্যান্ত ছিল না। ঔষধী গাছপালাকে এই পর্য্যায়ের উপযুক্ত বিষয় বলে মনে করার জন্য তাঁরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দনযোগ্য। এই গ্রন্থমালায় তাঁদের প্রকাশিত বিভিন্ন বই এক পলক দেখলেই বোঝা যায় যে আপন আপন বিষয়ে তারা অন্যভাবে ব্যতিক্রম এবং পূর্ব প্রকাশিত অনুরূপ রচনাবলী থেকে সম্পূর্ণ অথচ সুষ্ঠুভাবে আলাদা।

এই বইতে গবেষণাসিদ্ধ এবং বিশ্বস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে আন্দাজ 100 রকম ঔষধী গাছপালার বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। ঔষধী গাছপালা প্রাসঙ্গিক মুদ্রিত রচনা এমনই বিস্তৃত এবং ব্যাপ্ত যে সাম্প্রতিক কিছু কিছু তথ্য আমার দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়ে থাকলে আশ্চর্য্য হওয়ার কিছু নেই। আসলে, সেটা খুবই সম্ভব। এ বিষয়ে কারো যদি কিছু কার্য্যকরী বক্তব্য থাকে আমি আন্তরিক আনন্দে তা গ্রহণ করে কৃতার্থ হব।

এই বইয়ের প্রথম দুই সংস্করণ প্রশস্ত সমালোচনায় প্রভূতভাবে সম্বর্দ্ধিত হয়েছিল এবং অনেকগুলো কার্য্যকরী প্রস্তাবও এসেছিল। বর্তমান সংস্করণে তার অনেকগুলি সন্নিবেশিত হল এবং দুটো নতুন পরিচ্ছেদে আমদানি-রপ্তানি ইত্যাদি নানান রকম সাম্প্রতিক তথ্যও সংযোজিত করে দেওয়া হল।

সচিত্র করার প্রচেষ্টায় যে সব রঙিন, সাদা কলো এবং রেখাচিত্র এই বইয়ে দেওয়া হল, সেগুলো নানান জায়গা থেকে সংগ্রহিত করা হয়েছে। তার জন্য আমি নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তি বিশেষের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

পরিচালক, বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইণ্ডিয়া; প্রধান সম্পাদক, পাব্লিকেশন অ্যাণ্ড ইনফরমেশন ডাইরেকটরেট, নয়াদিল্লি : ডিপার্টমেন্ট অফ এগ্রিকালচার অ্যাণ্ড হর্টিকালচার, মহীশুর; উদ্ভিদ বিভাগ, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়; ড. কে. সুব্রহ্মণীয়ম; শ্রী কে. শ্রীনিবাসন; ড. এম. এ. রাও; স্বর্গীয় ড. এইচ. বি. সিং; ড. আর. এস. রাও; ড. টি. এ. রাও; ড. এ. ডি. সৈনী।

স্বর্গীয় ডঃ সান্তাপাও এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি অনেকখানিটা পড়েছিলেন এবং বহু কার্য্যকরী উপদেশ দিয়েছিলেন। শ্রী কে. কাশ্যপ এবং শ্রী আর. এল. মিত্র কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য সংগ্রহে যথাসম্ভব সাহায্য করেছেন। স্বর্গীয় পি. ল্যাংকাস্টর গাছপালার ব্যবহারে কিছু মূল্যবান তথ্য সম্বন্ধে আমায় সচেতন করে অনেক সাহায্য করেছিলেন। এঁদের সকলের কাছে আমি আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ।

বহু বছর আগে পড়া একটা লাইন দিয়ে এই ভূমিকা শেষ করব : "লেখক যদি এই প্রতীক্ষায় বসে থাকেন যে এমন পূর্ণাঙ্গ বই তিনি লিখবেন যার উন্নতিসাধনের আর কোন সম্ভাবনাই থাকবে না তাহলে কখনই সে বই আর লেখা হবে না।"

এস. কে. জৈন

সূচীপত্র

চিত্র তালিকা

ভূমিকা

ওষুধ এবং শল্য চিকিৎসার (সার্জারী) ইতিহাস সম্ভবতঃ মানব জাতির উদ্ভব থেকেই আরম্ভ। প্রাগৈতিহাসিক যুগে ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার কোন নির্দ্ধারিত পদ্ধতি ছিল না বলে তখনকার দিনে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর কোন প্রামাণিক তথ্য আমাদের জানা নেই। যেখান থেকে ইতিহাসের শুরু সেখানে দেখা যায় যে তখনকার দিনে মানুষের ক্লেশ এবং তার উপশম ধর্ম অতিকথা আর মায়াবিদ্যার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত ছিল। আন্দাজ করা যায় যে তার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ চিকিৎসা পদ্ধতিও নিশ্চয় কিছু ছিল। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের মানুষ যখন কৌতূহলের উদ্দীপনায় অতীতের অনুসন্ধান করে এবং আমাদের পূর্বতন পুরুষদের অকপট পদ্ধতির সামান্যতম আভাষও দেয় তখন সেটাও আকর্ষণীয় অধ্যাপনার বিষয় বস্তু হয়ে ওঠে।

ভারতের কিছু গাছপালার ঔষধীগুণ এবং চিকিৎসায় তাদের ব্যবহারের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। ঐ বেদের সূত্রে বর্ণিত বহু গাছপালার নাম এমন শুদ্ধ এবং স্পষ্ট যে আজও তাদের চিনতে বা বুঝতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। যেমন সেমল, পীপল, পলাশ, পিঠুন ইত্যাদি, তবে ঋগ্বেদে গাছপালার বিবরণ অত্যন্ত স্বল্প। অথর্ববেদে যে বিবরণ পাওয়া যায় সেগুলো বেশ কিছু বিস্তৃত। বলা হয় যে ঋগ্বেদের রচনাকাল খৃষ্টপূর্ব 3,500 থেকে 1,800 বছর পর্যন্ত। বেদের পর প্রায় এক হাজার বছর এই চিকিৎসা বিদ্যা বা তার উন্নতির কোন সঠিক ইতিহাস ভারতে কোথাও পাওয়া যায় না।

তারপরই দেখা যায় ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতি এবং ঔষধী শাস্ত্রের বিষয়ে দুটো বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত মহত্বপূর্ণ রচনা : চড়ক এবং সুশ্রুতের অভূতপূর্ব, অক্ষয় কীর্তি—চড়ক সংহিতা এবং সুশ্রুত সংহিতা। চড়ক সংহিতায় আন্দাজ 700 ঔষধী গাছপালার উল্লেখ এবং বিস্তৃত বিবরণ আছে যার মধ্যে কিছু গাছপালা অবশ্যই ভারতীয় নয়। সুশ্রুত সংহিতায় শল্য চিকিৎসার বিস্তারিত বিবরণ আছে যা বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকরাও সম্মান করেন এবং স্বীকার করেন যে ভারতে হয়তো দু' হাজার বছর আগেও প্লাসটিক সার্জারীর প্রচলন ছিল। দেখা যায় যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে চড়ক সংহিতার পর আমাদের চিকিৎসা শাস্ত্রে আরও অনেক ঔষধী গাছপালা সংযোজিত হতে হতে সংখ্যায় দাঁড়িয়ে যায় প্রায় দেড় হাজার।

ভারতে ঔষধী গাছপালা সম্বন্ধে ছোট, বড় ও মুদ্রিত রচনা আছে। তার মধ্যে কিছু বই বৃহৎ আকারে এবং একাধিক খণ্ডে। বহু ক্ষেত্রে দেখা গেছে, একই গাছের গুণাবলী সম্বন্ধে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে মতামতের তারতম্য আছে, যার ফলে আঞ্চলিক ভাষাতেও ঔষধী সাহিত্যের অভাব নেই। কিছু কর্মী যেমন এইচ. সি. দত্ত, জি. ওয়াট,

আর. এন. চোপরা (এবং তার সহকারী ও শিষ্যবৃন্দ), কে. এম. নদকার্ণী, বি. ডি. বাসু, বি. মুখার্জী, চন্দ্ররাজ ভাণ্ডারী, কে. বিশ্বাস, কে. পি. ত্রিবেদী, "ওয়েলথ অফ ইণ্ডিয়া" পত্রিকার সম্পাদকগোষ্ঠী এবং আরও অনেকে অক্লান্ত পরিশ্রম করে এইসব নানা তথ্য সংকলিত করেছেন।

কিছু লোক গাছপালার সঠিক নাম বা বর্ণনা এবং তাদের গুণাবলী সম্বন্ধে সুনিশ্চিত ধারণা ছাড়াই তথ্য সংকলন করার ফলে কিছু কিছু গাছপালার গুণাবলী এমনভাবে অতিরঞ্জিত করেছেন যে মনে হয় মাথা থেকে পা পর্যন্ত মানুষের যে কোন রোগের পক্ষে তারা অব্যর্থ।

প্রাচীন সাহিত্যে অলৌকিক উদ্ভিদ এবং বিস্ময়কর ওষুধের উল্লেখ প্রায়ই পাওয়া যায়। কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের নাম থাকলেও সেই সময়কার বৈদ্যদের পক্ষে ভবিষ্যতের জন্য তাদের নমুনা রাখা সম্ভব ছিল না। তাদের প্রাথমিক বিবরণও বড় একটা পাওয়া যায় না বলে আজ তাদের নির্ভুল ভাবে সনাক্ত করাও সম্ভব নয়। এই সব ক্ষেত্রে সনাক্ত করার একমাত্র উপায় হল আজকের প্রচলিত নামের সঙ্গে প্রাচীন নামগুলো মিলিয়ে নেওয়া। কিন্তু তাতেও বেশ কিছু অসুবিধা আছে, কারণ প্রচলিত নামও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে এমন বহু দৃষ্টান্ত আছে যাতে দেখা যায় যে একাধিক গাছের একই নাম। যেমন পুনর্নবা, ব্রহ্মী, দুধী, বালা, ইত্যাদি। মুদ্রিত রচনায় এই নামগুলো একাধিক উদ্ভিদের পক্ষে প্রযোজ্য।

কিছু ভারতীয় কর্মী প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত উদ্ভিদের বিবরণ অনুযায়ী সঠিক ভাবে তাদের সনাক্ত করার সাধনা করেছেন এবং করে চলেছেন। তাঁরা সফল হলে অনেক বিভ্রান্তির অবসান ঘটবে।

অতীতের সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ মুদ্রিত রচনা ছাড়াও ঔষধী গাছপালার অল্প বিস্তর আরও পরিচয় পাওয়া যায় গভীর অরণ্যাঞ্চলে আদিম অধিবাসীদের কাছ থেকে। পুরুষানুক্রমিক ভাবে এবং মৌখিক লোকাচারের মাধ্যমে সেই প্রাচীন জ্ঞানের কিছু কিছু আজও তাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাণবন্ত না হলেও মাঝে মাঝে প্রচেষ্টা অবশ্যই হয়েছে যাতে ওদের লোকাচারের ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা যায়। এই অধ্যয়ন উদ্ভিদ বিজ্ঞানের এক বিশিষ্ট অঙ্গ, যাকে বলা হয় 'এথনোবোটানি' (অর্থাৎ আদিবাসী সম্পর্কিত উদ্ভিদ বিজ্ঞান)। কয়েক বছর আগে মধ্য ভারতের আদিম অধিবাসীদের মধ্যে এই অনুসন্ধানী কাজ আমি আরম্ভ করেছিলাম। সেই প্রচেষ্টায় গাছপালার ঔষধী প্রয়োগের এমন বহু নতুন তথ্য পাওয়া গিয়েছিল যার কোন উল্লেখ লিখিতভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তার কিছু মননশীল উদাহরণ এই বইতে আছে। তবে সেগুলো সবই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা সাপেক্ষ।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ঔষধী গাছপালার গুণাবলী যাচাই করার প্রশ্ন প্রায়ই ওঠে। প্রশ্নটা কিছু অবান্তর নয়। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে বহু প্রচলিত কিছু

অবধারিত মনে হলেও আরও একটা দিক ভেবে দেখা খুবই দরকার। হতেও ত

পারে যে কোন কোন বনৌষধির মধ্যে এমন কিছু অজ্ঞাত গুণ আছে যার ফলে রোগের উপশম হয় অথচ যেটা রাসায়নিক পরীক্ষায় ধরা পড়ে না। এমনও হতে পারে যে সমবেত ভাবে উদ্ভিদের যে ক্রিয়া তার বিভিন্ন উপকরণ আলাদা করে নিলে তা আর হয় না। অর্থাৎ তাদের ক্ষারীয় পদার্থ (অ্যালকালয়েড) একত্রিতভাবে কার্য্যকরী, আলাদা হলেই ব্যর্থ।

আরও এমন অনেক কিছু আছে যাদের প্রভাব ঔষধী গুণাবলীর ওপর নেহাত কিছু কম নয়, যেমন ফুল ফোটার আগে এবং পরে, ফল ধরার সময়, কচি এবং পাকা পাতা, রোপনের সময় স্থান এবং ঋতু, বীজ বা শিকড় বা ছাল আহরণের সময় বা ঋতু ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে এই বিশিষ্ট ব্যাপারগুলোর বিচার কি উপায়ে বা কতখানি করা সম্ভব তা জানা এবং বোঝা বিশেষ দরকার।

আন্দাজ করা যায় যে ভারতীয় চিকিৎসা পদ্ধতিতে ব্যবহৃত প্রায় দু হাজার ওষুধের মধ্যে কম বেশী 200 টি পশুজাত, প্রায় অতগুলোই খনিজ পদার্থ থেকে প্রাপ্ত এবং বাকি প্রায় সবই, কমপক্ষে 1500 টি ফল, মূল, পাতা, শিকড়, ছাল, রস ইত্যাদি উদ্ভিদজাত। আমাদের দেশের বিরাটত্ব এবং অসংখ্য বিভিন্ন শ্রেণীর গাছপালার পরিপ্রেক্ষিতে সংখ্যাটা সামান্যই বলা যায়। আমাদের দেশের তাপমান এবং আবহাওয়ার সীমা (49 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড থেকে 43 সেন্টিগ্রেড), বর্ষার তারতম্য (100 মি.মি. থেকে 10,000 মি.মি.-রও অধিক) এবং সমুদ্রতট থেকে 6000 মিটার উচ্চতার কারণে প্রায় 15,000 রকমের উদ্ভিদ জন্মায় যাতে ঔষধী গুণাবলী আছে বলে আন্দাজ করা যায়।

এই বইয়ের প্রয়োজনে, সাধারণভাবে ব্যবহৃত প্রায় 1500 ঔষধী গাছপালা থেকে আন্দাজ মাত্র 100 রকমের গাছপালা বেছে নেওয়ার অসুবিধা অনেক ছিল। যেগুলো বেছে নেওয়া হয়েছে তাদের গুণাবলী বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষিত এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহারে সপ্রমাণিত অথবা ভারতীয় ফার্মাসিউটিক্যাল এবং ব্রিটিশ কিংবা মার্কিনী ঔষধকোষে স্বীকৃত। এগুলোর অধিকাংশই ভারতীয় গাছপালা। এমন অবশ্যই কিছু আছে যেগুলো বিদেশী হলেও বিশেষ গুণসম্পন্ন এবং এখন ব্যাপ্তভাবে আমাদের দেশে চাষ করা হয়। সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে যে সেগুলো প্রায় আমাদেরই প্রকৃতিজাত হয়ে গেছে।

উদ্ভিদের ব্যবসায়িক অথবা ব্যাপ্তভাবে প্রচলিত নামই অধ্যায়ের শিরোনামায় ব্যবহার করা হয়েছে। যদি কোন উদ্ভিদের একাধিক নাম ভারতীয় ঔষধকোষে অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে অথবা ব্যবসায়ে ব্যবহৃত হয় তাহলে সেগুলো দ্বিতীয় পংক্তিতে লঘুবন্ধনীর মধ্যে বলা হয়েছে।

যতদূর সম্ভব অধুনাতম বৈজ্ঞানিক নামই ব্যবহার করা হয়েছে, তবে যে সব পাঠকেরা পুরোন নামে অভ্যস্ত তাদের সুবিধার জন্য প্রয়োজনবোধে একাধিক নামেরও উল্লেখ আছে।

উদ্ভিদের বর্গ বিবরণের পর বিভিন্ন প্রদেশে প্রচলিত আঞ্চলিক নামের তালিকায়

প্রথমে আছে হিন্দী এবং পরে বর্ণানুক্রমিক ভাবে অন্যান্য ভাষায়। কোন কোন ক্ষেত্রে ইংরেজী নামেরও উল্লেখ আছে এবং বৈজ্ঞানিক অথবা ব্যবসায়িক নামের উৎপত্তি কি করে হল তারও কিছু আলোচনা আছে।

গাছের সাধারণ আকার সহজেই অনুমান করতে এবং তা দেখে চিনতে পারার জন্য প্রত্যেক গাছের বৈশিষ্ট্য সমেত সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে। যতদূর সম্ভব প্রয়োগিক পরিভাষা এবং কঠিন বৈজ্ঞানিক শব্দ বর্জন করার চেষ্টা করা হয়েছে তবে যে ক্ষেত্রে বর্জন করলে বক্তব্যে ফাঁক থেকে যায় সেখানে শক্ত হলেও শব্দগুলো রাখতেই হয়েছে। গাছের বিবরণ শুধু অতীতে প্রকাশিত বই থেকেই নয়, ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার আধারেও অনেকখানি। পরিচয় পর্বটা সহজ করার প্রচেষ্টায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঁকা ছবি এবং রঙিন চিত্রও দেওয়া হল।

গাছের প্রাপ্তিস্থান সঠিক ভাবে নির্ণয়ের জন্য কলকাতার বিশাল বোটানিক্যাল গার্ডেন এবং প্রকাশিত প্রামাণিক রচনার সাহায্য নেওয়া হয়েছে।

গাছের গুণাবলী এবং ওষুধের ব্যবহার সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তা নির্ভরযোগ্য মুদ্রিত রচনা থেকে সংগৃহীত এবং শুধু সেই সব গুণেরই উল্লেখ করা হয়েছে যা ব্রিটিশ এবং মার্কিনী ঔষধকোষে স্বীকৃত অথবা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পশুআদির ওপর প্রতিক্রিয়ায় সপ্রমাণিত। এই প্রসঙ্গে গত তিরিশ বছরে প্রকাশিত রচনাবলী নিয়ে গবেষণার সময় গ্রন্থকারের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এই যে খুব অল্পসংখ্যক ঔষধী গাছপালাই বৈজ্ঞানিক ভাবে পরীক্ষিত। যদি আমরা বনৌষধির সঙ্গে পরিচিত হতে চাই এবং প্রত্যক্ষভাবে আমাদের এই প্রভূত সম্পদের সুবিধা এবং সুযোগ নিতে চাই তাহলে ঐ কাজটা আগে করা নিতান্ত দরকার।

কোন কোন ক্ষেত্রে ঔষধী গাছপালার অন্যান্য ব্যবহার এবং অর্থনৈতিক প্রাধান্যের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য অন্যান্য প্রয়োগ শিরোনামায় কিছু কিছু বিবরণে দেওয়া হয়েছে।

বলা অবশ্যই প্রয়োজন যে এই বইয়ের উদ্দেশ্য বিভিন্ন রোগের ব্যবস্থা পত্র তৈরি করা নয়, ভারতীয় ঔষধী গাছপালার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠুভাবে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দেওয়া। অনেক ওষুধ একাধিক গাছের নির্দ্ধারিত অংশ বিশেষ সংমিশ্রণে তৈরী হয়। সেই সব অংশ সংগ্রহের বিধি, তাদের মাত্রা, সংমিশ্রণের নিয়ম, সেবনের রীতি, অনুপান ইত্যাদি সবই নির্দিষ্ট নিয়ম সাপেক্ষ এবং ওষুধের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয়। বলাই বাহুল্য, অনভিজ্ঞ পাঠক এই বইয়ের ভিত্তিতে চিকিৎসার প্রচেষ্টা করলে বিপদগ্রস্ত হতে পারেন। রোগের বিভিন্ন অবস্থায় বিশিষ্ট ব্যবস্থাপত্রের প্রয়োজন। সে কাজ একান্তভাবে বিশারদদের।

এস. কে. জৈন

1. মুক্তঝুরি বা মুক্তবর্ষী

(ইণ্ডিয়ান আকালিফা)

রেখা চিত্র-1

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আকালিফা ইণ্ডিকা		
বর্গ	:	ইউফোর্বিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কুপ্পী
		গুজরাতি	:	বৈঞ্চি কাঁটো
		মালয়ালম	:	কুপ্পামণি
		মারাঠী	:	খোখালি
		ওড়িয়া	:	ইন্দ্রমারিস
		সংস্কৃত	:	হরিতমঞ্জরী
		তেলুগু	:	কুপ্পামণি

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'আকালিফা'।

বর্ণনা

বাৎসরিক গাছ, আন্দাজ 75 সে.মি. উঁচু। পাতা 3-8 সে.মি. লম্বা ডিম্বাকার, পাতলা এবং তিনটে শিরাযুক্ত। পাতার প্রান্ত দন্তুল। পাতার চেয়ে পাতার বোঁটা লম্বা। পাতার কক্ষে সোজা সোজা স্পাইকের ওপর ফুল ফোটে। নারীফুলের নিচে ত্রিকোণ আকারের একটা সহপত্র থাকে। পুরুষফুল অত্যন্ত ছোট এবং ডাঁটার ওপর দিকেই শুধু ফোটে। ফল ছোট, রোঁয়ায় ঢাকা এবং ত্রিকোণ সহপত্রের আড়ালে ফলে।

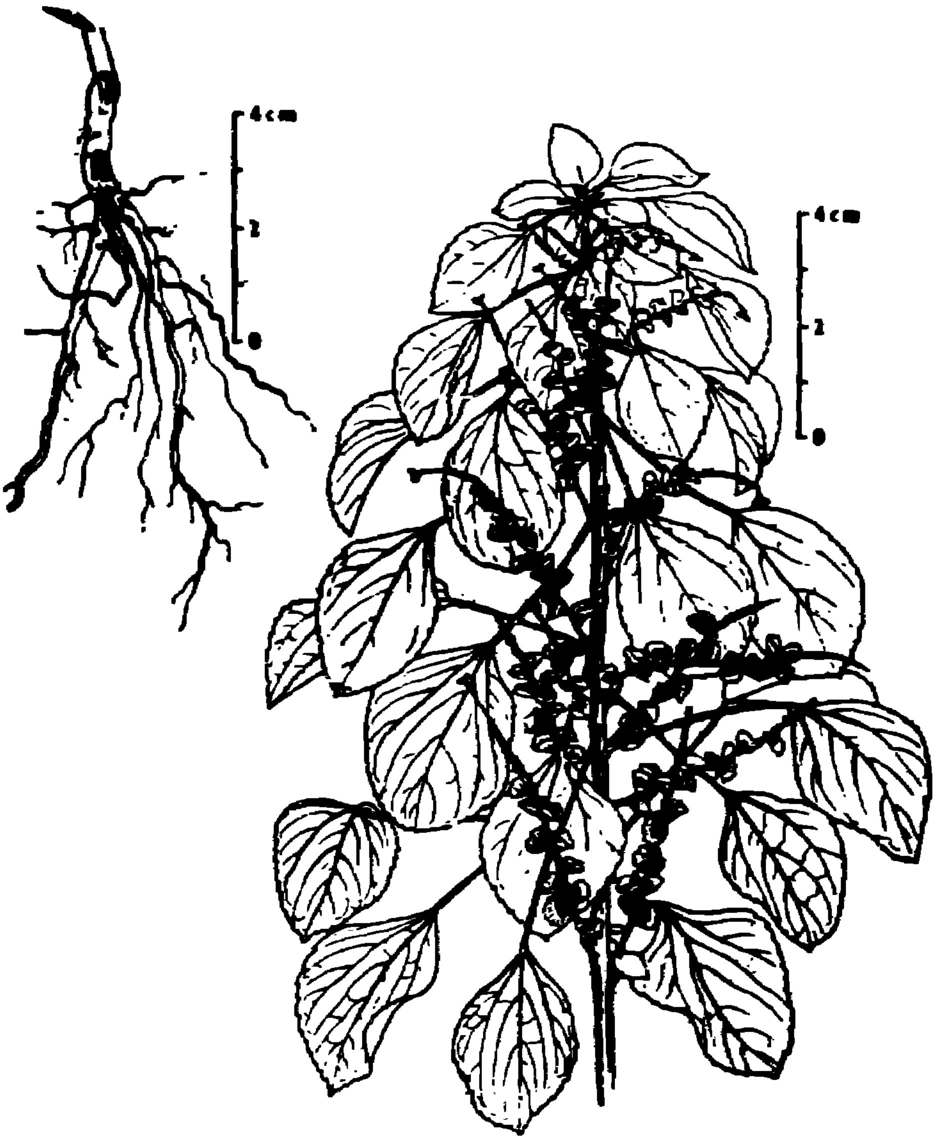
প্রাপ্তিস্থান

ভারতের প্রায় সব সমতল ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বাগানে, ক্ষেতে, রাস্তার ধারে এবং পোড়ো জমিতে বা বাড়ির আশে-পাশে আগাছা হয়ে জন্মায়।

ঔষধী গুণ

মুক্তঝুরির গাছে যখন ফুল ধরে তখন গাছটা পুরোপুরি তুলে নিয়ে এবং শুকিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

ওষুধের গুণ ইপিকাকের অনুরূপ। ব্রনকাইটিস, হাঁপানী, নিউমোনিয়া এবং বাতে



রেখা চিত্র 1: ইণ্ডিয়ান আকালিফা

বিশেষ উপকারী। গাছের পাতা এবং শিকড় রেচক, পেট পরিষ্কার করে। পাতার রস বমনে সাহায্য করে। তাজা পাতা বেটে ফোঁড়ার ওপর লাগালে উপকার পাওয়া যায়।

2. অ্যাকোনাইট

বৈজ্ঞানিক নাম	:	অ্যাকোনিটম		
বর্গ	:	রাণুনকুলেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	অ্যাকোনিটম কাসমনথুম		
		কাশ্মীরি	:	মোহরি অ্যাকোনিটম ডিনারেহিজুম
		কাশ্মীরি	:	দুধিআ বিষ, সফেদ বিষ, মোহরা। অ্যাকোনিটম হেটেরিফিল্লুম
		কাশ্মীরি	:	অতিস, অতিবিষ, পতিষ

এই জাতীয় গাছের বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক এবং সাধারণ নাম অ্যাকোনাইট।

গাছের কন্দালমূল থেকে অ্যাকোনাইট পাওয়া যায়। বেশ কিছু বিষাক্ত উপকরণ আছে বলে চিকিৎসা শাস্ত্রে বিখ্যাত। ব্রিটিশ ঔষধকোষে অ্যাকোনিটম নপেল্লস থেকে পাওয়া ওষুধই স্বীকৃত। এই জাতের গাছ ভারতে জন্মায় না। কিন্তু এই শ্রেণীর যে সব গাছ ভারতে পাওয়া যায় তা প্রায় সমান ভাবেই উপযোগী এবং প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা যায়।

অ্যাকোনিটম হেটেরিফিল্লুম (অতিস) হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে 2000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় সাধারণতঃ পাওয়া যায়। এই জাতীয় গাছের ওষুধে বিষের ক্রিয়া কম। জ্বর, পরবর্তীকালীন দুর্বলতা, অতিসার এবং আমাশয় রোগে ব্যবহার করা হয়। বলবর্দ্ধক হিসেবে স্বীকৃত হলেও জ্বরে খুব উপকারী নয়।

অ্যাকোনিটম কাসমনথুম (বণবলনাগ) অতিসের মতই হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে 2000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় জন্মায়। এই শ্রেণীর গাছ থেকে পাওয়া ওষুধ অ্যাকোনিটম নগেল্লসেরই অনুরূপ এবং প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত। বণবলনাগে ক্ষারীয় পদার্থ (অ্যালকালয়েড) ইউরোপীয় অ্যাকোনাইটের তুলনায় আন্দাজ দশ গুণ বেশী হলেও ওষুধের শক্তি ততটা নয়।

অ্যাকোনিটম ডিনারেহিজুম এবং অ্যাকোনিটম বর্গের আরও কিছু গাছ ভারতে

পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু ঔষধী ব্যবহারে তারা অত্যন্ত সীমিত।

ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে ইণ্ডিয়ান অ্যাকোনাইট নামীয় ওষুধ একাধিক শ্রেণীর সংমিশ্রণে তৈরী হয়।

(অ্যাকোনাইটে ক্ষারীয় পদার্থ বিষজনিত বলে সুনির্দ্ধারিত মাত্রায় এবং অতি সাবধানে ব্যবহার করা হয়। অন্যথায় নানান রকম হানিকর ফলের সম্ভাবনা থাকে) পার্বত্য অঞ্চলের গাছে অ্যাকোনাইট অনেক বেশী থাকে, বিষাক্ত হল অন্যান্য উপকরণ এবং সেই জন্যই ওষুধ অত্যন্ত নির্দ্ধারিত মাত্রায় ব্যবহার করতে হয়। বর্তমানে এই ওষুধের প্রধান ব্যবহার হল বাতশূল (নিউর‍্যালজিআ) রোগে বাহ্যিক প্রলেপ।

3. বচ

(কালামুস)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আকরুস কালামুস	
বর্গ	:	অরেসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	: ঘোড়া বচ, সফেদ বচ
		অসমীয়া	: থেমেশ্রী
		গুজরাতি	: গন্ধিলোবজ
		কন্নড়	: বজেগিড়া
		সংস্কৃত	: ভূতনাশিনী
		মালয়ালম	: ভাসমপে
		মারাঠী	: বেখন্ড
		তামিল	: ভাসম্বু
		তেলুগু	: ভাসা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'কালামুস'।

বর্ণনা

গাছ সাধারণতঃ খুব ছোট হয়। অত্যন্ত সুগন্ধিত প্রকাণ্ড নানান ভাগে বিভক্ত হয়ে মাটির ওপর বহুদুর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পাতা বেশ লম্বা (এক থেকে দেড় মি.) কিন্তু সেই অনুপাতে চওড়া কম (2 থেকে 3 সে.মি.)। ফুলের ডাঁটির তলায় পাতার আকারের কাণ্ড থাকে। তাকে বলা হয় "স্পেথ"। বেলনাকার ডাঁটি বা স্পাইক 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা। এই বিশেষ প্রকারের ডাঁটিকে বলা হয় স্পেডিকস্। হালকা সবুজ রংয়ের ফুল, ছোট। ফল হলদে রঙের।

প্রাপ্তিস্থান

সাধারণতঃ 200 মি. উচ্চতা পর্যান্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। বেশী জন্মায় উত্তর পূর্ব হিমালয়ের জলা, কর্দমাক্ত এবং নরম জমিতে। মহীশুর এবং আরও কিছু জায়গায় এই গাছের চাষও আজকাল হচ্ছে।

ঔষধী গুণ

গাছের কাণ্ড শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। এতে উদ্বায়ী তেল আছে বলে বায়ুরোগনাশক অর্থাৎ পেট ফাঁপা এবং পেট ভার কমায় এবং ক্ষিদে বাড়ায়। পেট ফাঁপার ফলে ব্যথার জন্য এটা একটা ঘরোয়া ওষুধ। এই উদ্বায়ী তেলে শ্বাসনালীর লালাগ্রন্থিকে সক্রিয় করে বলে হাঁপানিরোগে উপকারী।

এতে ট্যানিন আছে এবং সেই জন্য অতিসার ও আমাশয়রোগে ফলপ্রদ। বমি করায় সাহায্য করে তবে মাত্রা বেশী হয়ে গেলে অত্যধিক বমির ভয় থাকে।

বচের পাতা এবং কাণ্ড পানীয় পদার্থকে সুগন্ধিত করার কাজে লাগে এবং কীটনাশক ওষুধেও নিয়মিত ব্যবহার হয়।

শিকড়ের চূর্ণ দিয়ে কৃমিনাশক ওষুধ তৈরী হয়।

বচের তেল স্নায়ুর পক্ষে মাদক। অ্যালকোহলে তৈরী বচের রসে যন্ত্রনা নাশের গুণ আছে, স্নায়ুকে শান্ত করে এবং সেই জন্য মানসিক রোগে উপকারী।

সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বচের কাণ্ডে জীবাণুরোধেও যথেষ্ট ক্ষমতা আছে।

4. বাসক

(আড়ুসা)

রেখা চিত্র-2

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আড়াটোডা বাসিকা	
বর্গ	:	অকেন্থেসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	: আড়ুসা, বানসা, ভাসিকা
		অসমীয়া	: বাহক, হের্বুক্ষ, তীশে
		গুজরাতি	: আলদুসো, আরদুসি
		কন্নড়	: আদুসোগে
		মালয়ালম	: আতালোতাকম
		মারাঠি	: আদুলসা
		তামিল	: আদাদোরাই, আরাধোরাই
		তেলুগু	: আদাসারামু
		দিল্লী	: পিয়াবংশ

সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'বাসক'।
বৈজ্ঞানিক নামের মূলেও ঐ সংস্কৃত নাম।

বর্ণনা

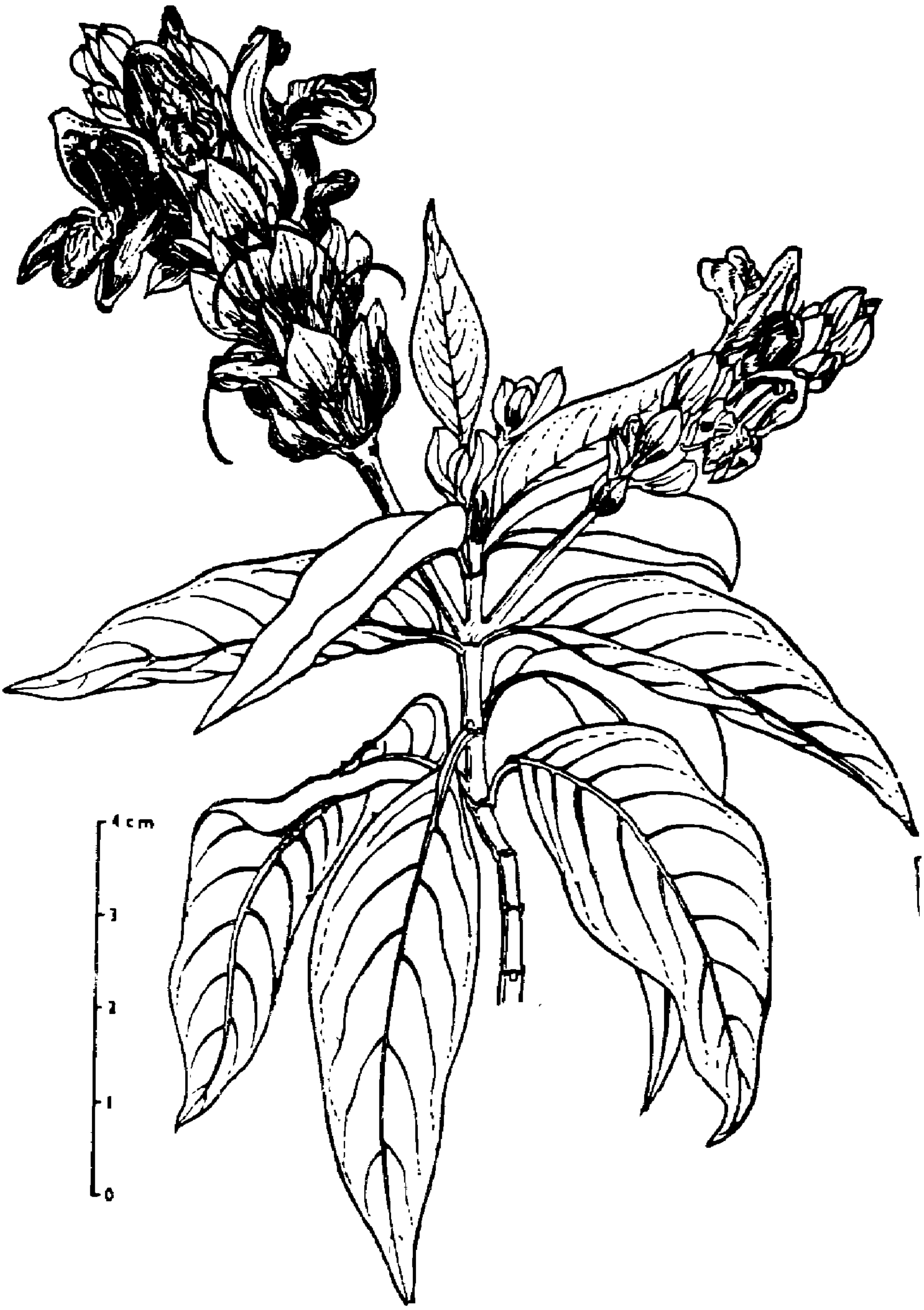
হালকা হলুদে রংয়ের ডালপালাযুক্ত 1 থেকে 2 মি. উঁচু গাছ, সর্বদাই প্রায় সবুজ থাকে। বল্লমাকারের পাতা বেশ বড়। ফুল ঘন, ছোট স্পাইকের ওপর ফোটে। স্পাইকের বৃন্ত পাতার চেয়ে ছোট। স্পাইকের ওপর পাতার আকারে উপপত্র থাকে যার গায়ে ঘন এবং মোটা শিরা থাকে। ফুলের কোরোল্লা (পত্রমূলাবর্ত) সাদা। তার ওপর বেগুনী দাগ থাকে। সুপারি আকারের ফল, বীজে ভর্তি।

প্রাপ্তিস্থান

জলসিক্ত এবং সমতলভূমিতে ভারতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। লোকাবাসের কাছেই বেশী।

ঔষধী গুণ

তাজা অথবা শুকানো পাতা ওষুধের কাজে লাগে।



রেখা চিত্র 2 : বাসক

বাসকের পাতায় ভাসিসিন নামীয় ক্ষারীয় পদার্থ (অ্যালকালয়েড) এবং তেল থাকে। শ্বাসনালীর লালাগ্রন্থিকে সক্রিয় করে বলে শ্লেষ্মানাশক হিসেবে বাসক প্রসিদ্ধ। বাসক পাতার নির্যাস, রস বা সিরাপ শ্লেষ্মা তরল করে নির্গমের সুবিধা করে দেয় বলে সর্দি, কাশি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক ব্যাধিতে বিশেষ উপকারী। অধিক মাত্রায় খেলে বমি এবং অসোয়াস্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় বাসকের গুণ প্রমাণিত।

অন্যান্য

বাসকের পাতা সবুজ খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় এবং পাতা থেকে হলদে রং পাওয়া যায়। বাসক পাতায় এমন কিছু ক্ষারীয় পদার্থ আছে যার ফলে ছত্রাক জন্মায় না এবং পোকামাকড় ধরে না বলে ফল প্যাক এবং সঞ্চয় করার কাজে ব্যবহৃত হয়। পাতায় কিছু দুর্গন্ধ আছে বলে পশুরা মুখ দেয় না। সেই কারণে চায আবাদের জন্য জমি উদ্ধারের কাজে বাসকের পাতা বিশেষ উপকারী।

5. বেল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এইগ্লে মার্মেলোস		
বর্গ	:	রুটেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	বেল
		অসমীয়া	:	বেল
		গুজরাতি	:	বিলি
		কন্নড়	:	বিলপাত্রে
		মালয়ালম	:	ভিলভাম
		মারাঠী	:	বেল
		সংস্কৃত	:	বিল্ব, শ্রীফল
		তামিল	:	ভিলভাম
		তেলুগু	:	মারেডু
		সারা ভারতের সাধারণ নামই ব্যবসায়িক নাম।		

বর্ণনা

মাঝারি আকারের পাতা-ঝরা বৃক্ষ। পাতার বৃন্তে 3 অথবা 5 টি সহপত্র থাকে এবং শাখা প্রশাখায় বড় বড় কাঁটা। হালকা সবুজ এবং সাদা মেশানো মিষ্টি গন্ধে ভরা ফুল, ব্যাস আন্দাজ আড়াই সে. মি.। ছোট ছোট গুচ্ছে ফোটে। ফল গোলাকার, ব্যাসরেখা 8 থেকে 20 সে.মি.। প্রথমে সবুজ এবং পাকলে অল্প ধূসর। খোসা বেশ শক্ত। কমলা রংয়ের শাঁস অত্যন্ত সুস্বাদু এবং সুগন্ধিত।

প্রাপ্তিস্থান

সমতল ক্ষেত্রে ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং প্রয়োজনবোধে পোঁতাও যায়।

ঔষধী গুণ

পাকা অথবা আধ পাকা ফল ওষুধের কাজে লাগে। শাঁসের আঠা এবং পেকটিনই বেলের প্রধান গুণ। দীর্ঘস্থায়ী অতিসার এবং আমাশয়ের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। যাঁরা কখন অতিসার এবং কখন কোষ্ঠবদ্ধতায় ভোগেন তাঁদের পক্ষে খুবই ভাল।

ব্যাসিলারি আমাশয় থেকে রোগমুক্তির পর আন্ত্রিক আরামের পক্ষে বেলের সরবৎ অতি উপাদেয়।

কাঁচা বা আধ পাকা বেল ক্ষিদে বাড়ায় এবং হজমের শক্তিকেও যথেষ্ট সাহায্য করে।

সম্প্রতি রাসায়নিক পরীক্ষায় সপ্রমাণিত হয়েছে যে বেল, বেলপাতা এবং গাছের শিকড়ে যথেষ্ট জীবানুরোধের শক্তি আছে। (বাস্তারের অধিবাসীরা জ্বরে শিকড়ের ছাল প্রভূত পরিমাণে খেয়ে থাকে)।

অন্যান্য প্রয়োগ

বেল গাছের কাঠ থেকে যে কয়লা হয় প্রড্যুসর-গ্যাস জনিত্রের পক্ষে তা উপযোগী।

শাঁসের মধ্যে যে আঠায় বিচি আটকে থাকে সেই আঠা বার্নিশে এবং কাঠ জোড়ার মশলা তৈরীর কাজে লাগে।

খোসা থেকে হলদে রং পাওয়া যায়।

6. কুলঞ্জন

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আল্পিনিআ গালাংগা		
বর্গ	:	জিঞ্জিবেরাসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী •	:	কালিঞ্জন, সুগন্ধ বচ
		কন্নড়	:	দুম্পারাসমে
		মারাঠী	:	কোস্তা কুলিঞ্জন
		সংস্কৃত	:	কুলঞ্জন
		তামিল	:	পেরারত্তই

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'গলংগল'। সাধারণতঃ বড় গলংগল বলা হয় কারণ এই বর্গের আর এক শ্রেণীর গাছ আছে যাদের বলা হয় ছোট গলংগল।

বর্ণনা

লতানে গাছ, প্রায় 2 সে.মি. পর্য্যন্ত উঁচু হয়। পাতা 70 সে.মি. পর্য্যন্ত লম্বা, আন্দাজ 15 সে.মি. চওড়া, ওপর দিকে ঘন সবুজ, নিচের দিকে হালকা এবং কিনারায় সাদা আভাস থাকে। পাতার মধ্য শিরা খুব মোটা এবং স্পষ্ট। ফুল আন্দাজ 3 সে.মি লম্বা, সবুজ আভায় সাদা, ঘন গুচ্ছে ফোটে। ফুলের পাপড়িতে লাল রংয়ের দাগ থাকে। আঙুর পরিমাণ ফলের রং ঘন কমলা। শিকড় অল্প সুরভিত।

প্রাপ্তিস্থান

হিমালয়ের পূর্বাঞ্চলে এবং পশ্চিম ঘাটে পাওয়া যায়। ভারতের কিছু কিছু জায়গায় চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকাণ্ড ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়।

বাত এবং শ্বাস প্রাসঙ্গিক পীড়ায় (বিশেষভাবে শিশুদের) অত্যন্ত উপকারী। পেটের অসুখে ফলপ্রদ, শক্তিবর্দ্ধক, দুর্গন্ধ এবং জীবানুনাশক। আদার গন্ধের মতন মাদকতা আছে।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল আল্পিনিআ অফিসিনারুম। চীন দেশের এই গাছকেই বলা হয় ছোট গলংগল যা এখন পশ্চিমবঙ্গে এবং উত্তর ভারতের বহু জায়গায় চাষ করা হয়। ছোট গলংগল থেকে পাওয়া ওষুধের স্বাদ এবং গন্ধ অত্যন্ত তীব্র।

7. ছাতিম

(ডিটা বার্ক)

রেখা চিত্র-3

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এলস্টোনিআ স্কলারিস		
বর্গ	:	অ্যাপোসাইনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ছাতিম
		অসমীয়া	:	ছৈতেন
		কন্নড়	:	মাড্‌ডালে
		মালয়ালম	:	পালা
		মারাঠী	:	সত্বিন
		ওড়িয়া	:	চাতিনান
		সংস্কৃত	:	সপ্তপর্ণ
		তামিল	:	পালা
		তেলুগু	:	পালাইয

ভারতে ব্যাপ্ত ভাবে ব্যবহৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'ছাতিম'।
মূলাবর্তে সাতটি পাতা এক সঙ্গে থাকে বলে সংস্কৃত নাম 'সপ্তপর্ণ'।

বর্ণনা

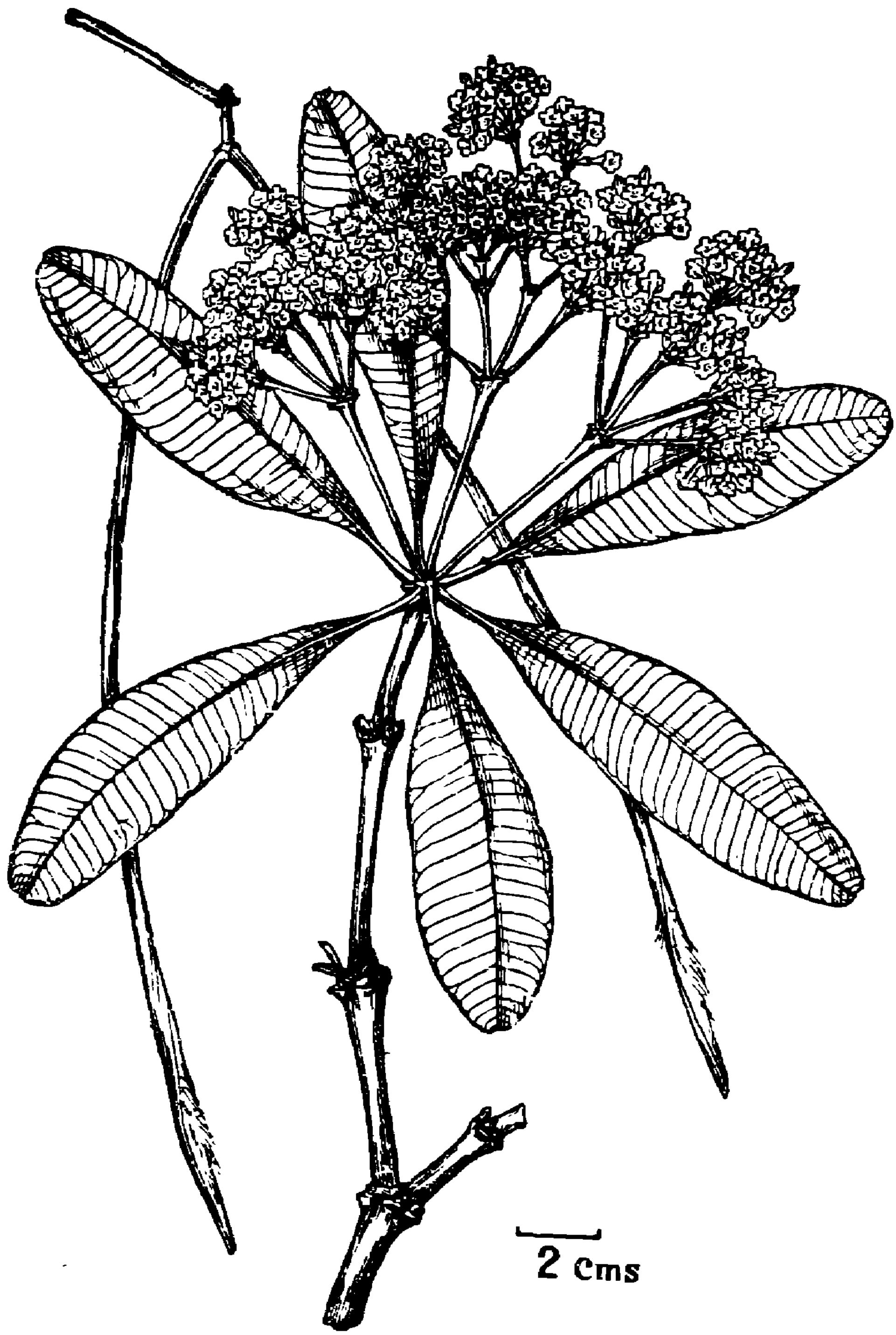
বিশাল চিরসবুজ বৃক্ষ, 25 মি. পর্য্যন্ত উঁচু হয়। দুধের মতন সাদা তেতো রস থাকে। গাছের ছাল অসমতল, ধূসর বর্ণ। শাখা পত্রমূলাবর্ত বিশিষ্ট। গাছের গুঁড়ি মোটা হয় বা মনে হয় যেন শাখা দিয়ে ঠেকনো দেওয়া আছে। 10 থেকে 15 সে.মি. লম্বা পাতা একই মূলাবর্তে 4 থেকে 7টা পর্য্যন্ত থাকে। শাখার শীর্ষে সবুজ মেশানো সাদা রংয়ে ছোট্ট ছোট্ট ফুল থোকায় থোকায় ফোটে। 30 থেকে 60 সে.মি. লম্বা সরু ফল এক বৃন্তে সাধারণতঃ দুটো করে ঝুলে থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা দেশের জলসিক্ত অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের ছাল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।



রেখা চিত্র 3: ছাতিম

ক্রনিক অতিসার এবং আমাশয়ে অত্যন্ত উপকারী। জ্বর ধীরে ধীরে নামায় বলে ম্যালেরিয়াতেও উপকারী। অন্যান্য ওষুধে জ্বর নামার সময় খুব ঘাম এবং পরে যে দুর্বলতা হয়, ছাতিমে তা হয় না।

চর্মরোগেও ছাতিম ফলপ্রদ।

স্নায়ুর শক্তিসূত্রে অসাড়তা আনে বলে রক্তের চাপ কমাতে ছাতিম উপকারী। কিছু পরীক্ষায় দেখা গেছে যে অ্যান্টিবাওটিক কোন গুণ বা শারীরিক ক্রিয়ায় সাহায্য করার কোন শক্তি ছাতিমের নেই।

অন্যান্য প্রয়োগ

ছাতিমের কাঠ দিয়ে খুব সাধারণ ফার্নিচার, প্যাকিং কেস, চায়ের পেটি, পেনসিল এবং দেশলাইয়ের কাঠি তৈরী হয়। পূরাকালে ছাতিমের কাঠ দিয়ে শিশুদের লেখার জন্য তক্তা বানান হত। হয়ত সেই কারণেই এলস্টোনিআর পর "স্কলারিস" কথাটা যোগ করা হয়েছে।

৪. আলুই বা কালমেঘ

(অ্যাণ্ড্রোগ্রাফিস)

বিজ্ঞানিক নাম	অ্যাণ্ড্রোগ্রাফিস প্যানিকুলাটা	
	[illegible]	
আঞ্চলিক নাম	হিন্দি	কিরায়াত [illegible] নুফনাথ
	[illegible]	লিলুন [illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	

[illegible] নাম [illegible]

[illegible] নাম [illegible]

বর্ণনা

[illegible] হয়। শাখ [illegible] আন্দাজ [illegible] অনেকটা [illegible]

প্রাপ্তিস্থান

[illegible] ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ভেষজ গুণ

শিকড় ছাড়া গাছের সব অংশই ওষুধের কাজে লাগে।

কালমেঘ অত্যন্ত তেতো কিন্তু পুষ্টিকর। জ্বর, কৃমি, আমাশয়, সাধারণ শারীরিক দুর্বলতা এবং বায়ু আধিক্যে কালমেঘ অত্যন্ত উপকারী। শিশুদের যকৃৎ রোগে এবং হজমের গোলমালে ফলপ্রদ।

কালমেঘের পাতা থেকে তৈরী অলুই পশ্চিম বাংলার ঘরোয়া ওষুধ যা পেটের অসুখে শিশুদের দেওয়া হয়।

সাধারণ একটা বিশ্বাস ছিল যে সাপের কামড়ে কালমেঘ খুব উপকারী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে কথাটা ভুল। তবে এও দেখা গেছে যে টাইফয়েড রোগে এবং জীবানুরোধে কালমেঘ কার্য্যকরী।

(বাস্তারের অধিবাসীরা সরষের তেলে কালমেঘ গাছ বেটে নিয়ে চুলকানিতে লাগায়।)

9. ইসুরমূল
(ইণ্ডিয়ান বার্থওয়ার্ট)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আরিস্টোলোকিআ ইন্ডিকা		
বর্গ	:	আরিস্টোলোকিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ইশ্বরী
		গুজরাতি	:	আর্কমূল
		মারাঠী	:	সপাসন
		সংস্কৃত	:	ইশ্বরীমূল
		তামিল	:	উতামানিএলাএ
		তেলুগু	:	গুস্তাগাঞ্জিরা

বৈজ্ঞানিক এবং ইংরেজি নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা
আরোহী লতা। নিচের শাখা শক্ত এবং মোটা, ওপরে ক্রমশঃ সরু এবং নরম। আসল শিকড়ও শক্ত এবং মোটা। সব পাতার আকার এক নয়। কিছু পাতা সরু, কিছু ডিম্বাকৃতি, মাথার দিকে চওড়া। অল্প সবুজ সাদায় ভেঁপু আকারের ছোট ছোট ফুল পত্রকক্ষে গুচ্ছে ফোটে। ফুলের মাথা ফিকে বেগুনী রংয়ের। ফল আন্দাজ 5 সে.মি. লম্বা, চওড়া কম এবং নিচের দিক থেকে আরম্ভ করে 6 ভাগে বিভক্ত।

প্রাপ্তিস্থান
সমতল ক্ষেত্রে এবং পাহাড়ের নিম্নাংশে ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে খুবই সাধারণ।

ঔষধী গুণ
শুকিয়ে নেওয়া ডাল এবং শিকড় ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় খেলে তবেই ইসুরমূলের গুণ। অল্প মাত্রায় হজমে সাহায্য করে এবং মাসিক রজঃস্রাবকে নিয়ন্ত্রিত করে। শক্তি বর্দ্ধক। মাত্রা বেশী হলে হজম প্রণালী এবং কিডনির অপকার করে, প্রচণ্ড বমি হয়, মাথা ঘোরে, গর্ভপাতেরও ভয় থাকে।

নিয়ন্ত্রিত মাত্রায় শক্তি বর্দ্ধক, জ্বর কমায় এবং রক্ত চাপেও কার্য্যকরী।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল আরিস্টালোকিআ। ব্রাকটেওলাটা (হিন্দী এবং গুজরাতী : কিরামার; সংস্কৃত: ধূম্রপত্র; কন্নড় : কালাগুড়কি; তামিল : গারিওরেগুর্পাকু)। এই গাছ সমতল ভূমিতে ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। বিশেষ ভাবে দেখা যায় রেগুর জমিতে। এই গাছের ওষুধ কৃমি, ফোড়া, ক্ষত এবং পচা ঘায়ে খুব উপকারী।

10. ওয়ার্মসীড

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আর্টেমিসিআ মারিটিমা		
বর্গ	:	কম্পোজিটি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কিরমানি আজওয়ান, কির্মালা
		কাশ্মীরি	:	মূর্নি
		মারাঠী	:	কির্মানি ওভা
		পাঞ্জাবী	:	ফিলৌর
		সংস্কৃত	:	গদাধর

আর্টেমিসিআ শ্রেণীর উদ্ভিদের কিছু কার্য্যকরী বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'স্যাণ্টানিনা'।

বর্ণনা

আন্দাজ 1 মি. উঁচু বহুবর্ষী এবং বহু শাখা প্রশাখাপূর্ণ সুগন্ধিত গাছ।

শ্বেতাভ পাতা 2 থেকে 5 সে.মি. লম্বা। শাখার নিচের দিকের পাতা অনেক ভাগে বিভক্ত, ওপর দিকের পাতা পূর্ণাঙ্গ। ফুল অত্যন্ত ছোট এবং ছোট্ট স্পাইকের ওপর ফোটে।

প্রাপ্তিস্থান

উত্তর ভারতে কাশ্মীর থেকে কুমায়ুন পর্য্যন্ত 2000 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের কচি পাতা এবং ফুলের বৃন্ত শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। বসন্তের শেষে অথবা গ্রীষ্মের প্রথমে অর্থাৎ গাছে ফুল পুরোপুরি ফোটার আগেই পাতা এবং ফুলের বৃন্ত তুলে ফেলাই বিধেয়। এই সময় ঔষধী গুণের মূল উপকরণ 'স্যাণ্টানিন' কচি পাতায় এবং পুষ্পবৃন্তে প্রচুর পরিমাণে থাকে। ফুল ফোটার পর গাছের গুণ কমতে শুরু করে।

স্যাণ্টানিন প্রধানতঃ কৃমি রোগের প্রতিষেধক হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং সুতোকৃমি (থ্রেড ওয়ার্ম) আর গোলকৃমি (রাউণ্ড ওয়ার্ম) রোগে বিশেষ উপকারী। এই ওষুধ সেবনের

ফলে কৃমি বড় অন্ত্রে নেমে আসে এবং সেখান থেকে রেচকের সাহায্যে বের করে দেওয়া হয়। জ্বর এবং শোথ রোগেও উপকারী। শক্তি বর্দ্ধনে সাহায্য করে।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আরও বহুশ্রেণীর গাছ ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়। আর্টেমিসিআ নিলাগিরিকা (সংস্কৃত : নাগদাম্নী; বাংলা এবং হিন্দী : নাগদোনা; তামিল : মাচিপত্রি) ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায় এবং কৃমি, হাঁপানি ইত্যাদি রোগে ব্যবহার হয়।

আর্টেমিসিআ অফসংথিন কাশ্মীরে পাওয়া যায় এবং হজমী ও পুষ্টিকর।

সেই কারণে বিশেষজ্ঞরা বার বার বলেন যে আর্টেমিসিআ শ্রেণীর গাছ ভারতে চাষ করা বিশেষ প্রয়োজন। চাষের পক্ষে অতি উপযুক্ত জায়গা হল 2000 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশে।

11. বেল্লাডোন্না

বৈজ্ঞানিক নাম	:	অট্রোপা অকুমিনাটা		
বর্গ	:	সোলেনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	আঙুরসফা, সাগনগুর
		কাশ্মীরি	:	সাগনগুর

অট্রোপা বর্গের এক ইউরোপীয় শ্রেণীর গাছ অট্রোপা বেল্লাডোন্না। সেই নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'বেল্লাডোন্না'। ঐ শ্রেণীর চাষ ভারতে আরম্ভ হয়েছে।

বর্ণনা

বহুবর্ষী গাছ, সাধারণতঃ 60 থেকে 90 সে.মি. উঁচু। 7 থেকে 15 সে.মি. লম্বা পাতা, বাদামী-সবুজ রং, শীর্ষে এবং মূলে, দুদিকেই সরু। পাতার অক্ষবর্তী অংশে 2 থেকে 5 সে.মি. লম্বা ঘন্টাকৃতি ফুল একক বা একসঙ্গে দুটো করে ফোটে। ফুলের রং বাদামীর সঙ্গে হলদে মেশান। ফল দেড় সে.মি. পরিধিতে গোলাকৃতি, রং ঘন বেগুনী, প্রায় কালোর কাছাকাছি।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে, 2,000 থেকে 3,500 মি. উঁচুতে জন্মায়। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের সব অংশ শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ক্ষারীয় পদার্থের মাত্রা গাছের অবস্থার ওপর নির্ভরশীল, ফুল ফোটার সময় কম, ফল যখন সবুজ থাকে তখন সব চাইতে বেশী।

পাতা এবং অন্যান্য উর্দ্ধাংশ থেকে প্রস্তুত ওষুধ ঘাম, পাচক রস এবং মুখলালা কমায়। নিয়মিত অথচ থেকে থেকে আসা আন্ত্রিক কলিক ব্যথা এবং ঐ ধরণের অন্যান্য ব্যথায় উপকারী। হাঁপানি এবং হুপিং কাশিতেও ফলপ্রদ।

শিকড় থেকে তৈরী ওষুধের গুণও প্রায় অনুরূপ কিন্তু শিকড়ে কিছু বিষাক্ত পদার্থ আছে, এই বিশ্বাসে সেবনের চেয়ে বাহ্যিক ব্যবহারের ওষুধই বেশী প্রচলিত যেমন বাত, বাতশূল এবং ফোলার ওপর প্রলেপের জন্য মলম।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

অট্রোপা বেল্লাডোন্না ইউরোপীয় শ্রেণীর গাছ যা আজকাল ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে নিয়মিত চাষ করা হচ্ছে। এই গাছের শিকড় (বেল্লাডোন্না রেডিকস্) এবং পাতা (বেল্লাডোন্না ফলিউস), সেবনের মাত্রার অনুপাতে শক্তি বর্দ্ধক, শূলবেদনা নিবারণে এবং স্নায়বিক স্থৈর্য্য সৃষ্টি কাজে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাট্রোপিনের মতন চোখের মণি বিস্তৃত করার কাজে উপযোগী বলে বেল্লাডোন্না থেকে তৈরী ওষুধ চক্ষু পরীক্ষায় এবং চিকিৎসায় ব্যবহার হয়। কিছু বিষজনিত রোগেও বেল্লাডোন্না প্রতিষেধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

12. নিম

(মার্গোসা ট্রি)

রেখা চিত্র-4

বৈজ্ঞানিক নাম	:	আজাডিরাক্টা ইণ্ডিকা		
বর্গ	:	মেলিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	নিম
		গুজরাতি	:	লিম্ব্রো
		কন্নড়	:	বেভু
		মালয়ালম	:	ভেপা
		মারাঠী	:	নিম্বা, লিম্বা
		ওড়িয়া	:	নিম
		সংস্কৃত	:	নিম্বা
		তামিল	:	ভেপা
		তেলুগু	:	ভেপা

ভারতীয় অতি সাধারণ নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম 'নিম'।

বর্ণনা

নিম ভারতে বহুল পরিচিত বৃক্ষ। এই গাছের পাতা পালকাকৃতি এবং পাতারই অনুরূপ অনেক সহপত্র থাকে। ছোট, সাদা, অল্প সুরভিত ফুল পত্রকক্ষে লম্বা গোছা হয়ে ফোটে। 1.2 থেকে 1.8 সে.মি. পরিধির ফল গোলাকৃতি, কাঁচা অবস্থায় সবুজ, পাকার পর হলদে এবং প্রত্যেক ফলে একটা করে বিচি থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ডেকান উপদ্বীপে স্বাভাবিক ভাবেই জন্মায়। ভারতের অন্যান্য দেশে, বিশেষ করে লোকাবাসের কাছে এবং পথের ধারে রোপন করা হয়।

ঔষধী গুণ

নিমের পাতা, ডাল এবং শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ছাল তেতো কিন্তু পুষ্টিকর, কোষ্ঠরোধক, পর্য্যাবৃত্ত জ্বর (যেমন ম্যালেরিয়া) থামাবার পক্ষে এবং চর্মরোগে বিশেষ উপকারী।



রেখা চিত্র 4: নিম

পাতাও অত্যন্ত তেতো। চর্মরোগে এবং ফোড়ায় বিশেষ ফলপ্রদ। সিদ্ধ করে পাতার সার পদার্থও পান করা চলে।

শিকড় এবং পাতার চর্মরোগ প্রাসঙ্গিক এবং অ্যান্টিবাওটিক গুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত।

অন্যান্য প্রয়োগ

নিম কাঠ অত্যন্ত মজবুত এবং টেকসই বলে গৃহ নির্মাণে, কৃষি সরঞ্জামে এবং অন্যান্য বহুবিধ কাজে ব্যবহার হয়। গাছের ছাল থেকে যে আঠা বা তেল বের হয় তাও অনেক কাজে লাগে। শুকনো পাতা কাপড়ের ভাঁজে রাখলে কাপড়ে পোকা ধরে না।

13. ব্রহ্মী

(বাকোপা)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বাকোপা মন্নিএরি		
বর্গ	:	স্ক্রোফুলেরিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ব্রহ্মী, সফেদ চম্নি
		গুজরাতি	:	জলব্রহ্মী, জলনেভ্রি
		মালয়ালম	:	বার্ণা, নির্ব্রহ্মী
		সংস্কৃত	:	সৌম্যলতা
		তামিল	:	সাম্ব্রা নে এলাএ
		তেলুগু	:	সাম্ব্রা নে আখলু
		ইংরেজী	:	থাইম-লিভড্ গ্রাটিওলা

বহু প্রচলিত ভারতীয় এবং বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'ব্রহ্মী' এবং 'বাকোপা'।

বর্ণনা

ব্রহ্মীর লতা ছোট এবং জমিতে ছড়ায়। শাখা এবং পাতা অত্যন্ত নরম এবং শাঁসালো। শাখার গ্রন্থিতেও শিকড় জন্মায়। পাতার কক্ষে এবং ছোট বৃন্তে ফুল ফোটে। পাঁচটি বৃত্তাংশের একটি অন্য সবগুলোর চাইতে বড়। ফুলের রং হালকা নীল এবং পরিধি আন্দাজ 1 সে.মি.।

প্রাপ্তিস্থান

ব্রহ্মী লতা সারা ভারতেই সাধারণতঃ ভিজে জায়গায় পাওয়া যায়। যেমন পুকুর পাড়ে, ক্ষেতের ধারে, পাতকূয়ার কাছে।

ঔষধী গুণ

পূরো গাছই ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ব্রহ্মী স্নায়ুর পক্ষে শক্তি বর্দ্ধক বলে স্নায়বিক অসুস্থতায় (বিশেষ করে অজ্ঞান বা দেহ আক্ষিপ্ত হলে), মানসিক পীড়ায় এবং মূত্রবর্দ্ধক হিসেবেও ব্যবহার করা হয়।

শিশুদের শ্বাসনালী সংক্রান্ত রোগে পাতার রস পান করালে বমি এবং রেচকের ফলে যথেষ্ট উপকার হয়।

পেট্রোলের সঙ্গে মিশিয়ে [illegible] বাতের ব্যথায় [illegible] হয়। শিশুর [illegible] সিদ্ধ [illegible] দিলে উপকার [illegible]।

ব্রাহ্মীর [illegible] ব্যবহার করে দেখা [illegible] নামক ক্ষারীয় [illegible] তাই [illegible]

14. দারু হলদি

(ইণ্ডিয়ান বারবেরি)

রেখা চিত্র-5-6

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বেরবেরিস অ্যারিস্টাটা		
বর্গ	:	বেরবেরিডেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	রসৌল, দারু হলদি, কিংগোরা
		কাশ্মীরি	:	রসভল
		মালয়ালম	:	মারা দারিসিনা
		মারাঠী	:	দারু হলদ
		পাঞ্জাবী	:	কসমল
		সংস্কৃত	:	দারু হরিদ্র
		তামিল	:	মারামনজল

বর্ণনা

কন্টকাকীর্ণ ঘন ঝোপ। কাঠ হলদে, শাখা সাদা বা ধূসর বর্ণ (ম্লান)। লম্বায় 8 থেকে 10 সে.মি. পাতা, চারিধারে তীক্ষ্ণভাবে দাঁতাল এবং শিরা খুবই তীক্ষ্ণ। কাঁটার গ্রন্থিতে একাধিক ধরে। ফুল ছোট, রং হলদে, ছোট ছোট থোকায় ধরে। গাঢ় নীল বা বেগুনী রংয়ের ফল, ডিম্বাকৃতি। বীজ অল্পই থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

2000 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে এবং নীলগিরি পাহাড়ে পাওয়া যায়।

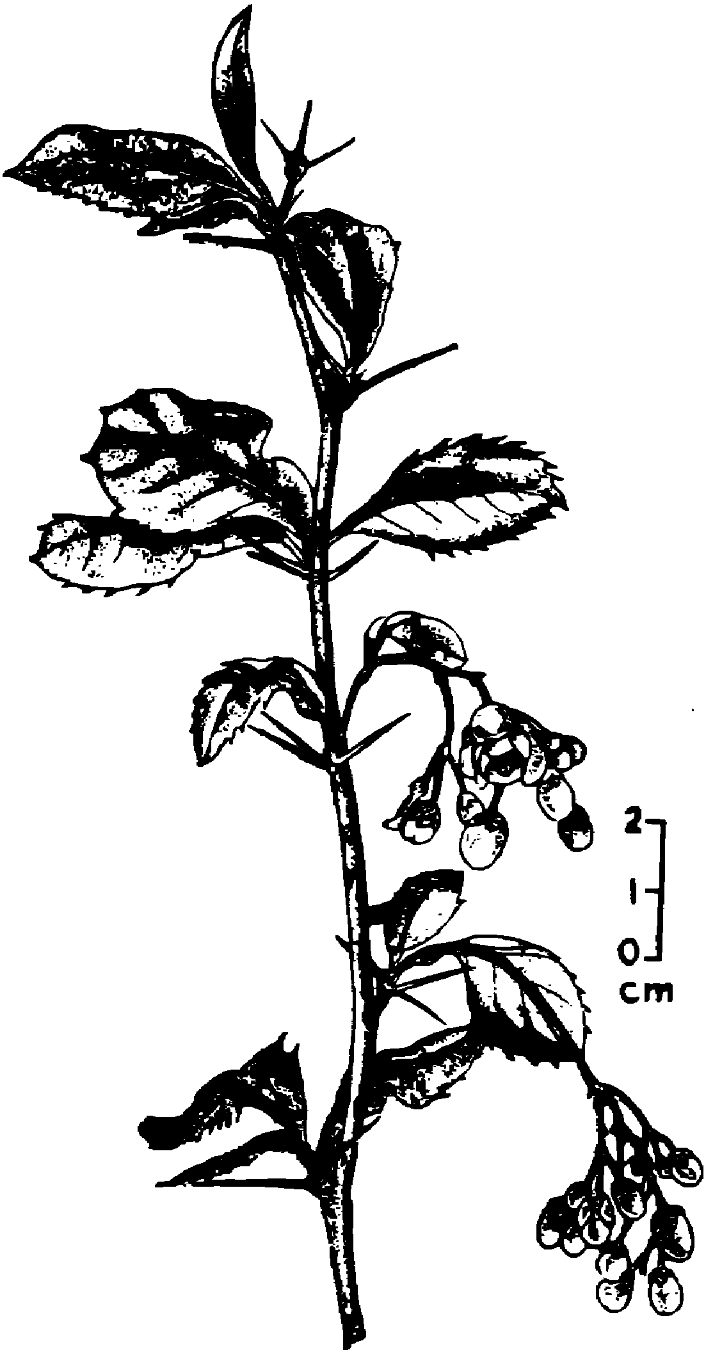
ঔষধী গুণ

এই গাছের এবং এই শ্রেণীর অন্য গাছের (যেমন বেরবেরিস এসিআটিকা অথবা বেরবেরিস লসিউম, রেখাচিত্র-6) শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

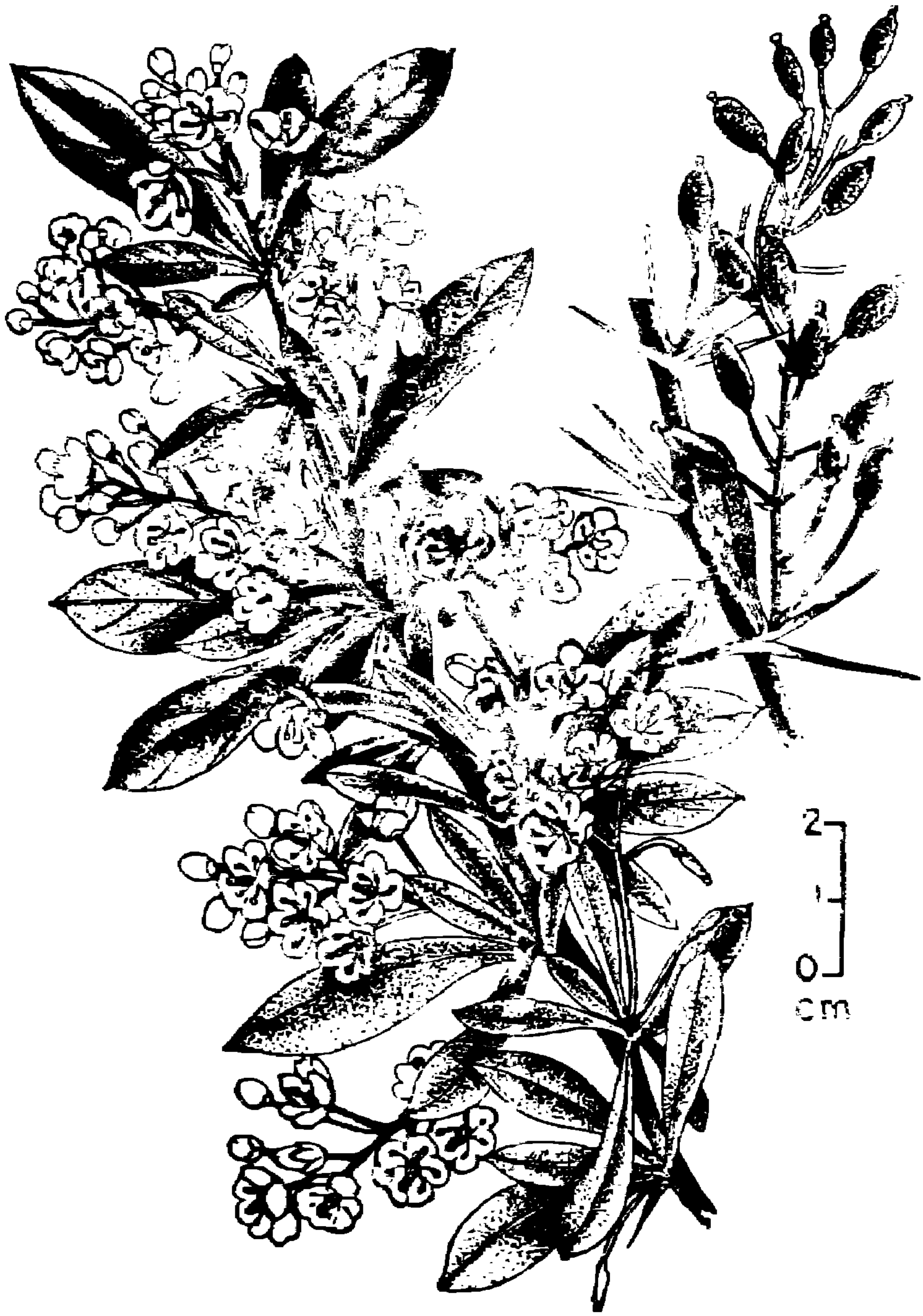
ওষুধের প্রধান উপকরণ হল বেরবেরিন নামের ক্ষারীয় পদার্থ।

শিকড়, শিকড়ের ছাল এবং নিচের দিকের ডাল, জলে ফুটিয়ে, ছেঁকে এবং উবিয়ে থকথকে করে নেওয়া হয়। তারই নাম রসৌত। রসৌত জলে দ্রবণীয়।

ঘি এবং ফিটকিরি অথবা আফিম এবং লেবুর রসে মিশিয়ে রসৌত চোখের পাতার



রেখা চিত্র 5: দারু হলদি (বারবেরিস আরিসটটা)



রেখা চিত্র 6. দারু হলদি (বার্বেরিস লিসিঅম)

ওপর লাগালে নেত্ররোগে উপকারী। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে রসৌত ক্ষত, ফোড়া এবং ঘায়ে লাভপ্রদ। শুধু প্রলেপই নয়, ফোড়ার চারিধারে রসৌতের ইনজেকসন দিলে উপকার পাওয়া যায়।

অন্যান্য ব্যবহার হল জ্বরে, মৃদু রেচক এবং শক্তিবর্দ্ধক হিসেবে। সম্প্রতি শশকের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে জটিল পেটের অসুখে এবং কলেরায় রসৌত কার্যাকরী। বহুদিন প্রয়োগের পর এখন জানা গেছে যে ম্যালেরিয়ার জ্বরে রসৌতের কোন উপকার না থাকলেও প্রথমাবস্থায় ম্যালেরিয়ার জ্বর নির্ণয়ে যথেষ্ট সাহায্য করে। পরীক্ষা করে আরও দেখা গেছে যে রসৌত শ্বাস প্রশ্বাসের এবং হৃদপিণ্ডের ক্রিয়াকে শান্ত করতে পারে। ক্ষয়রোগের জীবানুরোধের ক্ষমতাও রসৌতের আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

বেরবেরিস অ্যারিস্টাটার শিকড় এবং নিম্নভাগের শাখা থেকে হলদে রং পাওয়া যায় যা চামড়া ট্যান এবং রং করার কাজে ব্যবহার হয়।

15. পূনর্নবা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বোএরহাভিআ ডিফ্যুজা		
বর্গ	:	নিক্টাজিনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	পুনর্নবা
		গুজরাতি	:	মোটো সাটাডো
		মারাঠী	:	টমবোড়ি ভাসু
		সংস্কৃত	:	বক্তকান্ড, পুনর্নবা
		তামিল	:	মুক্কারাত্তেই
		তেলুগু	:	আতাকি, আতিকা মামিদি
		মধ্য প্রদেশ	:	পাথর চাট্টা

সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'পুনর্নবা'। প্রাচীন সাহিত্যে একে বলা হয়েছে শোথাঘ্ন অর্থাৎ যা শোথ (ড্রপসি) বিনাশ করে।

বর্ণনা

বহু শাখা প্রশাখাময় লতা মাটির ওপরই ছড়ায় তবে অন্য গাছ বা ঝোপের সাহায্য পেলে ওপরেও ওঠে। প্রতি গ্রন্থিতে দুটো করে পাতা হয়, একটা বড়, একটা ছোট। পাতা হৃদপিণ্ডাকার, ওপর দিকে সবুজ, নিচের দিকে সাদা। অল্প লাল, ছোট্ট ছোট্ট ফুল, পত্রকক্ষে, ছোট গুচ্ছে ফোটে। ফল গ্রন্থিযুক্ত, পাঁচটা শৈলশিরা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

সাধারণতঃ ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

পুরো লতা, বিশেষ ভাবে শিকড়, পাতা এবং বীজ থেকেই ওষুধ হয়।

ওষুধে পুনর্নভাইন নামীয় ক্ষারীয় পদার্থ আছে। ওষুধের প্রধান ব্যবহার শোথ রোগে, পাণ্ডু রোগে (ন্যাবা) এবং গনোরিয়ায় প্রস্রাব বিরেচনে। অল্প মাত্রায় হাঁপানিতে ফলপ্রসূ। বেশী মাত্রায় বমি হয়। প্রস্রাব বিরেচনের ক্ষমতা পশু পরীক্ষায় সপ্রমাণিত।

16. পলাশ

(বুটিআ)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	বুটিআ মোনোস্পেমা		
বর্গ	:	পাপিলিওনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	পলাশ, তেসু, ডাক
		গুজরাতি	:	খাকরো
		সংস্কৃত	:	পলাশ
		তামিল	:	পলাশু
		তেলুগু	:	পালাশামু
		উর্দু	:	পলাশ পাপরা
		(আজমের-মেরওয়াড়া	:	চৌরা)

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'বুটিআ'।

বর্ণনা

ভারতে পলাশ অত্যন্ত পরিচিত গাছ। এর লাল এবং কমলা রংয়ের ফুলের এমনই প্রাচুর্য্য যে এই গাছকে বলা হয় 'দি ফ্লেম অফ দি ফরেষ্ট'। মাঝারি পাতা-ঝরা গাছ। পাতায় তিনটে উপপত্র থাকে, একটা বড় এবং আন্দাজ 8 থেকে 12 সে.মি. পরিধির দুটো ছোট। পাতার ওপর দিকে মোলায়েম রোঁয়া, নিচে কঠিন শিরা। শীতকালে পাতা ঝরে যায় এবং পাতাহীন ডালে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে ছোট কিন্তু ঘন থোকায় ফুল ধরে, মনে হয় যেন লাল-কমলার আগুন লেগেছে। পলাশের ফল চ্যাপ্টা শুঁটির মতন, বিচি একটাই থাকে। হয়ত সেই কারণেই পলাশকে বলা হয় 'মোনোস্পের্মা'।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। তবে মধ্য এবং পশ্চিম ভারতের মিশ্রিত বা পাতা-ঝরা অরণ্যে অত্যধিক।

ঔষধী গুণ

পলাশের লাল আঠা (যাকে বলা হয় বেঙ্গল কিনো বা বুটিআ গম) এবং বীজ ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

আঠায় ট্যানিন আছে বলে উদরাময় রোগে খুব উপকারী। পরীক্ষায় সপ্রমাণিত যে পলাশের বীজে কৃমিনাশের শক্তি আছে এবং রাউণ্ড ও টেপওয়ার্মে অত্যন্ত উপকারী। বীজ স্যাণ্টোনিনার পরিকল্পে ব্যবহার করা চলে। বীজের চূর্ণ লেবুর রসে মিশিয়ে চুলকানির ওপর লাগালে উপকার পাওয়া যায়। বীজ দাদের পক্ষেও ফলপ্রদ, শিকড়ের ছাল রক্ত চাপে কার্য্যকরী।

অন্যান্য

গালার পোকা পালনের কাজে পলাশ গাছ খুবই উপযোগী। ফুল থেকে হলদে রং পাওয়া যায়। পলাশের কাঠ জলে সহজে নষ্ট হয় না বলে পাতকূয়া এবং জল তোলা পাত্রের কাজে ব্যবহার হয়। পাতা দিয়ে দোনা তৈরী হয়।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

বুটিআ সুপার্বা (হিন্দী : পলাশ লতা) এক ঘন লতা যা সারা ভারতেই পাওয়া যায়। এর পাতার রস শিশুদের খোস পাঁচড়ার পক্ষে খুব উপকারী।

17. সোনালী বা বন্দরলতি

(কাসিআ)

রেখা চিত্র-7

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কাসসিআ ফিস্টুলা	
বর্গ	:	সেইসলপিনিএসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	: অমলতস, কিলভালি, কিরালা, সিনার
		অসমীয়া	: সোনারু
		গুজরাতি	: গড়মালা
		কন্নড়	: কাককে
		মালয়ালম	: কৃতমালম
		মারাঠী	: বাহাভা
		সংস্কৃত	: সুভর্ণক
		তামিল	: কোন্নেই
		তেলুগু	: রেলা

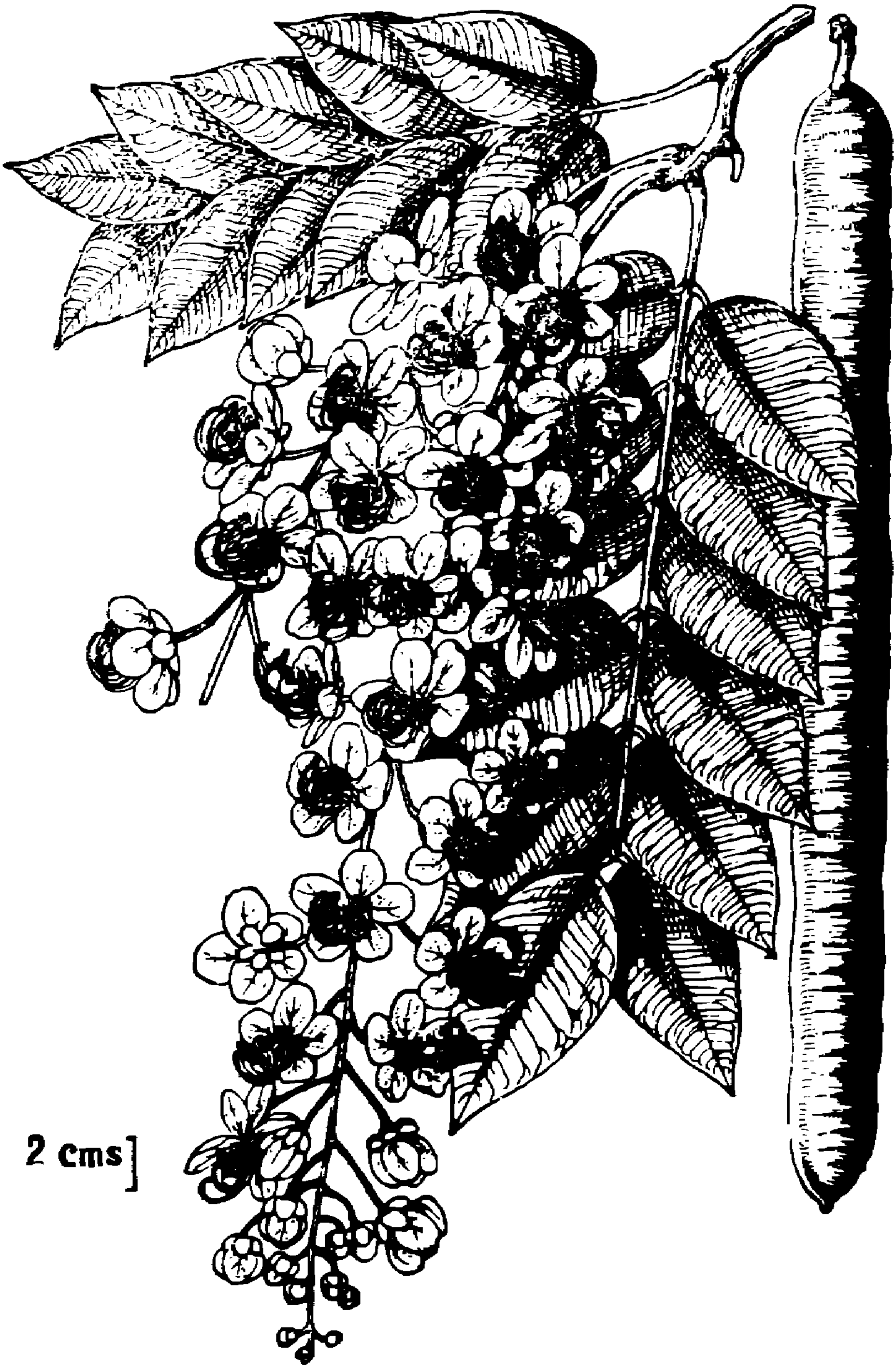
বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। ফলের আকার কিছুটা বাঁশীর মতন বলেই হয়ত বৈজ্ঞানিক নামে 'ফিস্টুলা' কথাটার প্রয়োগ।

বর্ণনা

মাঝারি উচ্চতার গাছ। পাতা সংযুক্ত, আকারে বড় ঝকঝকে, সবুজ। ফুল উজ্জ্বল হলুদ রংয়ের, বড় বড় গুচ্ছে ফোটে। ফল 50 থেকে 60 সে.মি. লম্বা, রং ঘন বাদামি বা কালোর কাছাকাছি, বেলনাকার। ফুল এবং ফলের বৈশিষ্ট্যের জন্য গাছ সাধারণ থেকে আলাদা, ঘন অরণ্যেও দূর থেকে দেখা যায়। গ্রীষ্মের প্রথমাবস্থায় (মার্চ-মে) পাতা ঝরে যায় এবং ফুলে ভরে যায়।

প্রাপ্তিস্থান

15000 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। জলা জায়গায় এবং সবুজ অরণ্যেই সাধারণতঃ বেশী। বাগানে এবং পথের ধারে রোপনের জন্য রমণীয়।



রেখা চিত্র 7: সোনালী বা বন্দরলাঠি

ঔষধী গুণ

গাছের প্রায় সমস্ত অংশই ওষুধের কাজে লাগলেও ফলই প্রধান এবং ভারতীয় ঔষধকোষে অন্তর্ভূক্ত।

ফলের শাঁস যাকে 'কাসসিআ পাল্প' বলা হয়, তা কোষ্ঠশুদ্ধির জন্য প্রসিদ্ধ। পরিমাণে বেশী হলে হানিকর, পাতলা পায়খানা, গা বমি, পেট ব্যথা ইত্যাদি নানা রকম উপসর্গ দেখা দেয়। 'সনায়' পাতার সংমিশ্রণ ছাড়া সেবন করা বিধেয় নয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

গাছের ছালকে বলা হয় 'সুমারি' এবং প্রচুর পরিমাণে ট্যানিন আছে। কাঠ অত্যন্ত শক্ত বলে ব্রীজ এবং কৃষি সরঞ্জামের কাজে নিয়মিত বাবহৃত হয়।

এই বর্গের শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী 'সনায়' (কাসসিআ আংগুস্টিফোলিয়া, ইংরেজি-ইণ্ডিয়ান: সেন্না; হিন্দী: সানাই; সংস্কৃত: ভূপদ্ম; মালয়ালম: নীলাভক;) আরব এবং সোমালিল্যাণ্ডের ছোট ঝোপ যা এখন দক্ষিণ ভারতে সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা হচ্ছে। এই গাছের পাতা এবং ফল অত্যন্ত রেচক যা ক্রনিক কোষ্ঠবদ্ধতার পক্ষে উপকারী। একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে যে স্তন্যদানরতা মা যদি এই ওষুধ সেবন করেন তাহলে তাঁদের দুধে রেচকের ক্ষমতা দেখা দেয়।

কাসসিআ বর্গের আরও বহু গাছ আছে কিন্তু তাদের ঔষধী গুণ অত্যন্ত সীমিত।

18. নয়নতারা

(ক্যাথারানথস্)

বৈজ্ঞানিক নাম	: ক্যাথারানথস রউজ		
বর্গ	: অপোসাইনেসিআ		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	:	সদাবাহার
	মালয়ালম	:	উষামালারি
	মারাঠী	:	সদাফল
	ওড়িয়া	:	অঁইসকাটি
	তামিল	:	সুদুকাদু মল্লিকাই
	তেলুগু	:	বিল্লোগন্নের

(পাঞ্জাবী : রতনজোত)

বর্ণনা

সাধারণতঃ 1 মি. পর্য্যন্ত সোজা উঁচু গাছ। পাতা ডিম্বাকৃতি এবং একটা আর একটার ঠিক বিপরীত দিকে হয়। 2 বা 3টি ফুল একসঙ্গে পত্রকক্ষে ফোটে। ফুলের পাপড়ি সাদা কিম্বা লাল ঘেঁসা গোলাপী। বিশেষ ক্ষেত্রে পাপড়ি সাদা হলেও নিম্নভাগে গোলাপী বা লালের আভা থাকে। ফল পুঁতি-আকার এবং বহু বীজ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

মূলতঃ এটা ম্যাডাগাস্করের গাছ তবে বর্তমানে দুই গোলার্ধের অয়নবৃত্তে প্রাকৃতিক ভাবেই পাওয়া যায়। প্রায়ই চাষ করা হয় এবং আপনিই চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

ওষধী গুণ

শিকড়ই ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

বিষাক্ত বলে জানা হলেও সম্প্রতি পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এতে এমন ক্ষারীয় পদার্থ আছে যা 'রাউভেলোফিআ' উদ্ভিদ শ্রেণীতে পাওয়া যায়। 'রাউভেলোফিআ সার্পেন্টিনা' শ্রেণীতে যে 'আজমালিসিন' এবং 'সার্পেন্টিনা' পাওয়া যায়, নয়নতারার শিকড়ে তার চেয়ে অনেক বেশী থাকে। নয়নতারার শিকড়ের ক্ষারীয় পদার্থে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ

গুণ আছে। পশুজনিত পরীক্ষায় দেখা গেছে যে নয়নতারার নির্য্যাসে ল্যুকেমিআ রোগের প্রতিষেধক আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

নয়নতারা বাগানের অনবদ্য শোভা, কারণ সারা বছরই এর ফুল ফোটে। সেই জন্যই হিন্দীতে বলা হয় 'সদাবাহার'। গাছ খুব বলিষ্ঠ বলে বাগানের পক্ষে অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

ক্যাথারনথস্ পুসিল্লুস (সংস্কৃত : সংখ্যাফুলি; তামিল : মিলাগাই পুণ্ডু) আগাছার মতন জন্মায় এবং কটিবাতে (লম্বাগো) উপকারী।

19. থানখুরিআ

(সেন্টেল্লা)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সেন্টেল্লা এশিআটিকা		
বর্গ	:	আম্বেলিফোর		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ব্রীহ্মী; ব্রহ্মাণ্ডুকি
		গুজরাতি	:	বার্মি
		কন্নড়	:	ভান্ডেলাগা
		মারাঠী	:	ব্রাহ্মী
		পাঞ্জাবী	:	ব্রাহ্মী বুটি
		সংস্কৃত	:	মন্ডুকপর্ণী
		তামিল	:	ভোল্লারেই এলাএ
		তেলুগু	:	বোক্কুড়ু
		(নাগা পাহাড় এবং আসাম	:	অঘিন্ন)

পাতার আকার ভেকের পায়ের মতন বলে সংস্কৃত নাম 'মণ্ডুকপর্ণী'।

বর্ণনা

এই লতা মাটির ওপর ছড়ায় এবং এর বিসর্পিত শাখার গ্রন্থিতে শিকড় জন্মায়। 2 থেকে 4 সে.মি. ব্যাসের পাতা গোল বা বৃক্কাকৃতি এবং কিনারা দাঁতাল। ফুল খুবই ছোট, ফ্যাকাশে লাল এবং এক থোকায় 3 থেকে 6 টা ফুল থাকে। ফল বার্লি দানার মতন ছোট্ট, 7 থেকে 9 টা শৈলশিরা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

জলা জায়গায় ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়, যেমন নদীতটে, ঝর্ণার ধারে, পুকুর পাড়ে এবং ক্ষেতের ধারে কাছে।

ঔষধী গুণ

সাধারণতঃ তাজা পাতা এবং শাখা শুকিয়ে নিয়ে ওষুধ হয় তবে শিকড় এবং বীজও ওষুধের কাজে লাগে।

পাতা কিম্বা লতার সব অংশই জলে সিদ্ধ করে সারাংশ কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়। থানখুরিআতে 'এশিআটিকোসাইট' থাকে এবং সেই জন্যই কুষ্ঠরোগে কার্য্যকরী। পশুজনিত পরীক্ষায় দেখা গেছে যে চামড়া, চুল এবং নখ উৎপাদনের মূল শক্তিকে ক্ষিপ্র করার গুণও এই ওষুধের আছে।

কিছু ক্ষয়রোগে এবং মস্তিষ্কের শক্তিবর্দ্ধক হিসেবেও থানখুরিআ উপকারী।

20. সোমরাজ

(সেন্ট্রোথেরুম)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সেন্ট্রাথেরুম অনথেলমিন্টিকম		
বর্গ	:	কম্পোজিটি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	সোমরাজ, বক্সিরা
		গুজরাতি	:	কালিজিরি
		কন্নড়	:	কাদু ফিরাজে
		মালয়ালম	:	কাট্রুজিরাকম
		মারাঠী	:	কানেঞ্জরি
		পাঞ্জাবী	:	সোমরাজ
		সংস্কৃত	:	সমরাজি
		তামিল	:	কট্রুক্কিরাগম
		তেলুগু	:	আধাভিজিলকারা

বৈজ্ঞানিক এবং সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'সেন্ট্রাথেরুম' এবং 'সোমরাজ'। বৈজ্ঞানিক নামে 'অনথেলমিন্টিকম' থেকেই বোঝা যায় কৃমিরোগে এই ওষুধের উপকারিতা।

বর্ণনা

সোজা, লম্বা গাছ। শাখা এবং পাতা অতিসূক্ষ্ম রোঁয়ায় ঢাকা। পাতা 6 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, চারিধারে দাঁতাল এবং নিম্নাংশে বৃন্তাকার। ছোট ছোট থোকায়, দেড় থেকে আড়াই সে.মি. ব্যাসের পুষ্পবৃন্ত থাকে এবং প্রতি বৃন্তে 30 থেকে 40 টি অতি ক্ষুদ্র ফুল ফোটে। রং বেগুনী। সাড়ে চার থেকে পাঁচ ছয় মি.মি. লম্বা ফলের বৈজ্ঞানিক নাম 'এচেনেস্'। বেলনাকার এই ফল অনেকটা মৌরি দানার মতন কিন্তু লোমশ এবং দশটা শৈলশিরা থাকে। ফলের মাথায় লালচে রোম থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

1500 মি. উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই জন্মায়। বেশী দেখা যায় লোকাবাসের কাছে, পোড়ো জায়গায়।

ঔষধী গুণ

গাছের তাজা বীজ (যত তাজা সম্ভব) শুকিয়ে ওষুধ হয়। গাছের বৈজ্ঞানিক নাম থেকেই স্পষ্ট যে এই ওষুধ কৃমিনাশক এবং সুতোকৃমিতে খুব উপকারী। প্রাচীন সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে সোমরাজ শক্তি বর্দ্ধক, জীবানুপ্রতিরোধক এবং প্রস্রাব উত্তেজক কিন্তু সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে যে এইসব কোন গুণই এই ওষুধের নেই। সুতাকৃমিনাশের গুণ হাসপাতালের পরীক্ষায় সপ্রমাণিত।

21. ইপেকাক

বৈজ্ঞানিক নাম : সেফাএলিস ইপেকাকুআনহা
বর্গ : রুবিএসি

বর্ণনা

ছোট্ট মাটিতে ছড়ান লতা। শিকড় সাধারণতঃ পাতলা এবং বহুদূর পর্যন্ত ছড়ায়। পূর্ণবর্দ্ধিত শিকড় গুচ্ছ হয়ে থাকে। পাতার কিনারা সোজা, শেষপ্রান্ত তীক্ষ্ণাগ্র এবং বিপরীতমুখী হয়ে জোড়ায় জোড়ায় ফোটে। ফুল সাদা, ছোট এবং থোকা থোকা হয়ে ফোটে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতীয় লতা নয়। ব্রেজিলের গাছ, আসাম এবং পশ্চিমবঙ্গে চাষ হয়। আজকাল পরীক্ষামূলকভাবে দক্ষিণ ভারতেও চাষের প্রচেষ্টা হচ্ছে।

ঔষধী গুণ

গাছের শিকড়ই ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয় এবং বাজারে ইপেকাক নামে প্রসিদ্ধ। আমাশয় এবং অক্ষুধায় অত্যন্ত উপকারী। মাত্রাধিক্যে বমি হয় বলে কাশিতেও খুব কাজে লাগে। স্বেদজনক গুণ আছে বলে, ঘামও হয় খুব।

পৃথিবীতে ইপেকাকের চাষ পশ্চিমবঙ্গে সব চাইতে বেশী হয়। যে পরিমাণে পাওয়া যায় তাতে ভারতের প্রয়োজন পুরো হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ্য অন্তত বছরে 50,000 কিলো শুকনো শিকড়। বিদেশে প্রচুর চাহিদা আছে বলে ব্যবসার সুযোগ খুব বেশী এবং সেই কারণেই অধিকতর চাষের প্রয়োজনও স্বীকৃত।

22. কুইনাইন

বৈজ্ঞানিক নাম : সিন্‌কোনা
বর্গ : রুবিএসি
আঞ্চলিক নাম : ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই
কুইনাইন নামেই পরিচিত।
সিন্‌কোনা গাছের ছালের
আসল গুণকে বলা হয়
'কুইনাইন'।

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'সিন্‌কোনা'।

বর্ণনা

সিন্‌কোনা ভারতীয় গাছ নয় এবং এ বর্গের কোন গাছই প্রাকৃতিক ভাবে ভারতে জন্মায় না। এ বর্গের যে সব শ্রেণীর গাছের চাষ ভরতে করা হয় তার মধ্যে প্রধান চারটি হল :

ক) সিন্‌কোনা কালিসায়া (ব্যবসায়িক নাম কালিসায়া বার্ক, পেরুভিয়ান বার্ক)। নীলগিরি পর্বত এবং সিকিমে এ গাছের চাষ হয়।

খ) সি. লেজেরিআনা (লেজর বার্ক)। এইটাই সাধারণ সিন্‌কোনা গাছ যার চাষ পশ্চিম বাংলায়, আসামে এবং দক্ষিণ ভারতে খুব বেশী হয়।

গ) সি. অফফিসিনালিস (ব্রাউন বার্ক, লেকসা বার্ক)। চাষ একমাত্র নীলগিরিতেই হয়।

ঘ) সি. সুককিরুব্রা (রেড বার্ক)। সাতপুরা পাহাড়, সিকিম এবং দক্ষিণ ভারতে চাষ হয়।

ঔষধী গুণ

সব শ্রেণীরই গাছের ছাল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ছালের অনেক গুণ কিন্তু কুইনাইনই ম্যালেরিয়ার মহৌষধি বলে বিখ্যাত। জ্বর তাড়াতাড়ি নামায় এবং উপযুক্ত পরিমাণে নিয়মিত সেবন করলে বার বার জ্বর আসার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। জীবানুনাশের কিছু গুণ কুইনাইনে আছে বলে নিউমোনিয়া, অ্যামিবা আমাশয় এবং নেত্ররোগেও ব্যবহার করা হয়।

কুইনাইন দিয়ে তৈরী কিছু ওষুধ বাতরোগে প্রলেপের কাজে লাগে এবং কুলকুচার জন্যেও ভাল।

কুইনাইনের মাত্রা বেশী হলে সাময়িক ভাবে (কখন কখন স্থায়ী ভাবেও) মাথা ঘোরে, গা বমি দেয় এবং শ্রবণ ও দৃষ্টি শক্তিকেও ক্ষীণ করে। হৃদরোগাক্রান্ত রোগী এবং গর্ভবতী নারীকে কুইনাইন ভিত্তিক কোন ওষুধই দেওয়া হয় না।

1970-71 সালে 8 লক্ষ টাকা মূল্যের সিন্‌কোনা ছাল এবং ছালের নির্য্যাস ভারত থেকে রপ্তানি করা হয়েছিল।

অন্যান্য প্রয়োগ

কুইনাইন ভিত্তিক এবং সিন্‌কোনা ছাল থেকে তৈরী কিছু ওষুধ কীট নিবারক হিসেবে কাপড়জামা, পালক, ফার ইত্যাদি রক্ষার কাজে এবং উকুন মারার কাজে ব্যবহার করা হয়।

কুইনাইন বের করে নেওয়ার পর গাছের ছাল ট্যানিংয়ের কাজে লাগে।

23. দারুচিনি

রেখা চিত্র-৪

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিন্নামোমুম জেইলানিকুম		
বর্গ	:	লরিসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	দালচিনী
		গুজরাতি	:	দালচিনী
		কন্নড়	:	লবঙ্গপত্তি
		মারাঠী	:	দালচিনী
		ওড়িয়া	:	দালচিনী
		পাঞ্জাবী	:	দালচিনী
		সংস্কৃত	:	দারুশীলা
		তামিল	:	কান্নালবঙ্গপত্তি

শ্রীলঙ্কায় এই গাছ প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে জন্মায় বলে বৈজ্ঞানিক নামে জেইলানিকুম কথাটার ব্যবহার।

বর্ণনা

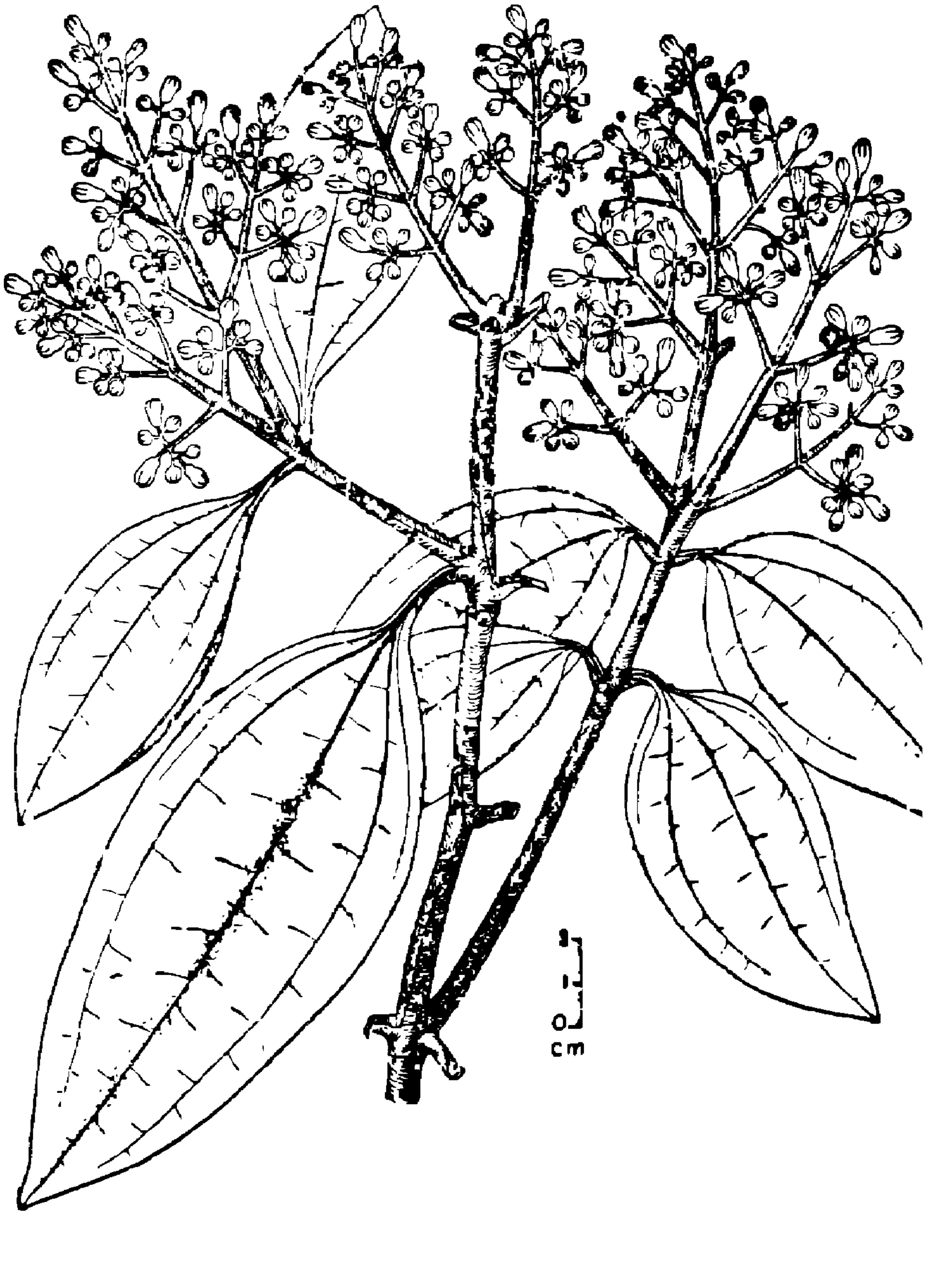
চিরসবুজ গাছ অর্থাৎ বছরের কোন সময়েই পুরোপুরি ভাবে পত্রবিহীন হয় না। উচ্চতা 6 থেকে 8 মি.। পাতা বেশ বড়, ডিম্বাকৃতি, মোটা, কিছুটা চামড়ার মতন, তীক্ষ্ণাগ্র, উপরে উজ্জ্বল সবুজ, নিচের দিকে হালকা। পাতার প্রধান শিরা মূল থেকে মধ্য পর্যান্ত স্পষ্ট এবং সংখ্যায় 3 থেকে 5। রোঁয়া ভরা বড় বড় গুচ্ছে ছোট ছোট ফুল ফোটে। দেড় থেকে দু সে.মি. লম্বা ফল ডিম্বাকৃতি, রং বেগুনী এবং ভিতরে একটি মাত্র বিচি থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

1500 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারতে জন্মায় তবে বেশী দেখা যায় 200 মি. বা তারও কম উচ্চতায়। ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের ডাল কেটে ছাল ছাড়িয়ে শুকিয়ে নেওয়ার পর ভেতরের শুকনো ছালকে দারুচিনি বলা হয়। সেইটাই ওষুধের কাজে লাগে।



রেখা চিত্র ৪: দারুচিনি

পেটের অসুখ এবং গা বমিতে দারুচিনি উপকারী। রান্নার মশলা হিসেবে খুবই জনপ্রিয়।

দারুচিনির ছাল থেকে বের করা তেল, সিনামম বার্ক অয়েল ছালের চেয়ে অনেক বেশী উপকারী। হজমের শক্তি বাড়ায়, পাকস্থলীর প্রদাহ এবং বায়ু রোগ সারায়। জীবাণু নাশের যথেষ্ট ক্ষমতা আছে বলে দারুচিনির তেল দাঁতের ব্যথাতেও ফলপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

পাতা থেকে পাওয়া তেল সৌরভান্বিত করার কাজে ব্যবহার হয়, সাবান, মিষ্টি ইত্যাদি সংরক্ষণের কাজে এবং বাতজনিত ব্যথায় উপকারী।

দক্ষিণ ভারত, আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং আন্দামান দারুচিনি চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

ক) সিন্নামোমুম ক্যামফোরা (কর্পূর)। নীলগিরি এবং উত্তর ভারতের কোন কোন উদ্ভিদ উদ্যানে এই শ্রেণীর চাষ করা হয়। গাছের পাতা এবং কাঠ চোলাই করে কর্পূর পাওয়া যায়। সাধারণতঃ হাত পা মচকে গেলে বা ফুললে এবং বাতের ব্যথায় কর্পূরের প্রলেপ অত্যন্ত উপকারী। কিছু পেটের অসুখে এবং হৃদযন্ত্রজনিত রোগে কর্পূর ভিত্তিক ওষুধ ব্যবহৃত হয়।

কর্পূরের আরও বহু ব্যবহার প্রচলিত আছে এবং প্রতি বছর আন্দাজ 5000 কুইন্টাল কর্পূর ভারতে আমদানি করা হয়। আজকাল তুলসী বর্গের ওসিমাম শ্রেণীর গাছ থেকেও কর্পূর পাওয়া যাচ্ছে।

খ) সি. তামালা (বাংলা : তেজপাতা; হিন্দী : তেজপাতা; সংস্কৃত : তমালপত্র; তামিল: তালিসপত্তিরি)। এই শ্রেণীর গাছ আসাম, পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব হিমালয়ের পাহাড়ে পাওয়া যায়। পাতা প্রায়শঃ রান্নার মশলা হিসেবেই প্রসিদ্ধ তবে পেটের অসুখ, পেট ব্যথা এবং বায়ু রোগে উপকারী।

24. কালসিকুম

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কালসিকুমলু, টেউস		
বর্গ	:	লিলিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	হিরণতুভিআ
		কাশ্মীরি	:	ইরকিম, মৃশু
		পাঞ্জাবী	:	সুরঞ্জম কারভি
		সংস্কৃত	:	হিরণ্যতুত

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'কালসিকুম'।

বর্ণনা

বাৎসরিক গাছ. শঙ্খাকার, বাদামী রংয়ের কন্দ, একদিকে চ্যাপ্টা, অন্যদিকে গোলাকার। পাতা কিছু লম্বা ধরণের কিন্তু শীর্ষদিকে চওড়া। ফল ধরার আগে পাতা ক্রমশঃ বড় হয়ে লম্বায় 25 থেকে 30 সে.মি. লম্বা এবং এক থেকে দেড় সে.মি. পর্য্যন্ত চওড়া হয়ে যায়। আড়াই থেকে চার সে.মি. ব্যাসের ফুল বড় হলদে এবং 7 থেকে 10 সে.মি. লম্বা। শীর্ষবক্র ফল আড়াই থেকে চার সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

700 থেকে 2800 মি. উচ্চতায়, হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম সীমান্তে, জঙ্গলের ধারে এবং ঘাসভর্ত্তি মাঠে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

ঠিক ফুল ফোটার আগে তাজা কন্দ থেকে যে ওষুধ তৈরী হয় তাকে বলা হয় কালসিকুম করম, পাকা এবং শুকনো বিচি থেকে হয় কালসিকুম সীড।

কন্দেই গাছের আসল গুণ। ব্যথায় এবং গেঁটে বাতে বিশেষ উপকারী। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে অল্প পরিমাণে বহু দিনব্যাপী ওষুধ সেবনের ফলে শতকরা ষাটজন রোগী সুস্থ হয়েছেন। এই ওষুধের ফলে কখনও কখনও আন্ত্রিক জ্বালা দেখা দেয়। বেল্লাডোন্না তার প্রতিষেধক।

বিচির খোলাতেও, কন্দ পরিমাণ না হলেও, কালসিকুমের গুণ যথেষ্ট আছে যা একই ভাবে ব্যবহার করা চলে।

পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে কলসিসিন প্রয়োগে ক্যানসরগ্রস্ত কোষে প্রভাব পড়ে, রোগবৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং একস্ রে চিকিৎসার পথ সহজ করে দেয়। এ বিষয়ে গবেষণা এখনও চলছে বলে ওষুধের প্রত্যক্ষ প্রয়োগ আপাততঃ হয় না।

এই গাছের চাষ 1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে করা সম্ভব।

অন্যান্য প্রয়োগ

উদ্ভিদ প্রজনন প্রাসঙ্গিক গবেষণার কাজে কলসিসিন যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ গাছের কোষ এবং ক্রোমোসোমের সংখ্যা বাড়াতে যথেষ্ট সাহায্য করে।

25. তিতা

বৈজ্ঞানিক নাম	: কপটিস তিতা		
বর্গ	: রানুনকুলাসিএ		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	:	মামিরা, মিশমি তিতা
	অসমীয়া	:	তিতা
	মিশমি	:	আরোং, পাওয়া
	সাধারণতঃ স্থানীয় নামেই পরিচিত।		

বর্ণনা

ছোট্ট নিঃস্কাণ্ড গাছ। সোনালী ঘেঁষা হলুদ রংয়ের ঘন অংশুল শিকড়, কিছুটা কাঠের মতন শক্ত এবং অত্যন্ত তিতা। কেশহীন পাতা সংমিশ্রিত, সহপত্র পাঁচ থেকে সাড়ে সাত সে.মি. পর্য্যন্ত লম্বা, কিছুটা ডিম্বাকৃতি এবং প্রান্তদেশ তীক্ষ্ণ। ফুল এক থেকে তিন, ছোট্ট, সুষম এবং সাদা। বীজ ভর্তি ফল ত্রিকোণাকার। বীজের রং কালো।

প্রাপ্তিস্থান

অরুণাচল প্রদেশের মিশমী পাহাড়ের নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে জন্মায়।

ঔষধী গুণ

তিতা শিকড় নামে পরিচিত, শুকিয়ে নেওয়া কাণ্ড ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। টনিক, পাকস্থলী প্রাসঙ্গিক দৌর্বল্যে ফলপ্রসূ এবং সবিরাম জ্বরে বিশেষ উপকারী।

বার্বেরীণ বর্গের অ্যালকালয়েডের মতই এর কার্য্যকারিতা। রপ্তানীর যথেষ্ট চাহিদা আছে। অত্যধিক শোষণের ফলে স্বাভাবিক ভাবে পাওয়া গাছ অত্যন্ত দুর্লভ বলে আজকাল রপ্তানী নিয়ন্ত্রিত।

এই গাছের প্রধান অপমিশ্র হল থালিকক্রম এবং পিত্রোরিজা।

26. হলদিগাছ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	কোসসিকিউম ফেনেষ্ট্রাটুম		
বর্গ	:	মেনিসপেরমেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ঝাড়ি হলদি
		কন্নড়	:	মরমাঞ্জলি
		মারাঠী	:	ভেনিভেল
		সংস্কৃত	:	দারুহরিদ্রা
		তামিল	:	মরমাঞ্জলি
		তেলুগু	:	মনুপাসুবু

বর্ণনা

বেশ বড়, ঘন আরোহী লতা। ছাল হলুদ বর্ণ। প্রথমাবস্থায় লতার শাখা প্রশাখা রোঁয়ায় ভরা থাকে। পাতা অনেকটা চামড়ার মতন, চকচকে, ওপর দিকে মসৃণ, নিচের দিকে কিছু রোমশ, গোলাকৃতি এবং তীক্ষ্ণাগ্র। পাতায় 5 থেকে 7 টা শিরা থাকে। ছোট ছোট গোছায় ছোট ছোট ফুল।

প্রাপ্তিস্থান

দক্ষিণ ভারতে বিশেষ করে পশ্চিম ঘাটেই বেশী পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

লতার ডালপালায় বের্বেরিণ নামীয় ওষুধ থাকে এবং শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

জ্বর, শারীরিক দুর্বলতা এবং কিছু ধরণের অজীর্ণতায় উপকারী। বীজানুনাশক গুণ আছে বলে ফোড়া এবং জখমে প্রলেপ দিলে উপকার পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই লতার শিকড়ে অ্যান্টিবাওটিক গুণও যথেষ্ট আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

এই লতার ডাল থেকে হলদে রং পাওয়া যায় যা আলাদা ভাবে অথবা হলুদের সঙ্গে মিশিয়ে রং করার কাজে ব্যবহার করা যায়।

27. কুষ্ঠ

বৈজ্ঞানিক নাম	: কোষ্টাস স্পেসিওসস্		
বর্গ	: জিংজিবেরাসিএ		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	:	কিউ
	গুজরাতি	:	পোকারুমূল
	কন্নড়	:	চেঙ্গালভাকস্থু
	মালয়ালম	:	কোএটাম
	মারাঠী	:	পেনভা
	পাঞ্জাবী	:	কেওলি
	সংস্কৃত	:	কুষ্ঠ
	তামিল	:	কুরারাম
	তেলুগু	:	কিমুকা

বর্ণনা

সোজা, শক্ত ডাঁটাহীন লতা। কান্ড সমতল ভাবে ছড়ান। প্রায় বৃন্তহীন পাতা 15 থেকে 20 সে.মি. লম্বা, তলার দিকে মসৃণ রোমাবৃত। লাল কোরকে নলাকার সাদা ফুল, 5 থেকে 13 সে.মি. স্পাইকে ঘন গুচ্ছে ফোটে। ঝৈল্লিক আবরণে ত্রিকোণ ফলের রং লাল। বীজ কালো।

প্রাপ্তিস্থান

প্রায় সারা ভারতে 1200 মি. পর্য্যন্ত উচ্চতায় এবং সমতল ক্ষেত্রে, বিশেষ ভাবে পরিত্যক্ত জমিতে প্রচুর পরিমাণে জন্মায়। শিকড়ের জন্য চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

ভাজা এরং শুকিয়ে নেওয়া শিকড়ই ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। কান্ডের আঠা মৃদু কোষ্ঠবর্দ্ধক এবং শক্তিদায়ক। শিকড়ও কোষ্ঠবর্দ্ধক এবং উত্তর প্রদেশে গাছের শিকড় বলবর্দ্ধক ও যৌনশক্তিবর্দ্ধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সর্দি, জ্বর, কাশি, ডিসপেপসিআ, কৃমি, চর্মরোগ এবং সাপের কামড়েও শিকড় উপকারী।

এই বর্গের গাছ থেকে স্টিরিয়ডও পাওয়া যায় কিন্তু ডায়সজেনিনের পরিমাণ ডায়স্কোরার তুলনায় অনেক কম।

এই বর্গের গাছ থেকে নিঃসারিত স্টিরিয়ডের কিছু প্রকরণের গ্রন্থিবাত এবং যন্ত্রনাদায়ক অঙ্গস্ফীতির প্রতিষেধক গুণ পরীক্ষামূলকভাবে সপ্রমাণিত। কিছু প্রকরণে স্থানীয় অনুভূতিনাশের গুণও দেখা যায়।

কান্ড থেকে নিঃসারিত অ্যালকালয়েড হৃদপিন্ডের পক্ষে শক্তিবর্দ্ধক, সবিরাম বেদনার প্রতিষেধক এবং মূত্রবর্দ্ধক।

অন্যান্য ব্যবহার

গাছের কান্ড রান্না করে খাওয়া যায়। কান্ডে শ্বেতসার অনেক কিন্তু এই ধরণের অন্যান্য নলাকৃতি কান্ডের তুলনায় আঁশ অনেক বেশী।

28. সিম্বোপোগন

বৈজ্ঞানিক নাম : সিম্বোপোগন মার্টিনি
বর্গ : গ্রামিনী

সিম্বোপোগন বর্গের বহু শ্রেণীর গাছ ভারতে জন্মায় এবং কিছু কিছু চাষও করা হয়। কিছু শ্রেণীর ঔষধী গুণ আছে বলে স্বীকৃত হলেও প্রাধান্য খুব বেশী কোনটারই নেই।

বর্ণনা

সিম্বোপোগন বড় এবং উঁচু ঘাস যার পাতা অত্যন্ত সুবাসিত। পাতা থেকে তেল বের করে সুগন্ধিত করার কাজেই বেশী ব্যবহার করা হয়। এদের মধ্যে প্রধান এবং ওষুধের কাজে প্রয়োগ হয় :

ক) সি. সাইট্রাটুস যা ভারতের বহু জায়গায় চাষ করা হয়। পাতা থেকে প্রাপ্ত তেলের নাম ওয়েষ্ট ইন্ডিয়ান লেমনগ্রাস অয়েল। এই ঘাসের পাতা কখনও কখনও চা পাতার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। পানীয় সুস্বাদু, শরীর তাজা করে।

খ) সি. ফ্রেকসুওসুস। দক্ষিণ ভারত, উত্তর প্রদেশ এবং সিকিমেই সাধারণতঃ পাওয়া যায় এবং কেরলে চাষ করা হয়। এর পাতা থেকে যে তেল পাওয়া যায় তাকে বলা হয় লেমনগ্রাস অয়েল। তেলে 'এ' ভিটামিন থাকলেও সুগন্ধিত করার কাজেই বেশী ব্যবহৃত হয়।

গ) সি. মার্টিনি (হিন্দী নাম : রোসা, রোহিসা, মির্সিআগন্ধ, গন্ধতেল)। ভারতের প্রায় সব শুষ্ক অঞ্চলেই পাওয়া যায়। এর থেকে যে তেল, রোসা অয়েল তা কটিবাত, চর্মরোগ এবং কেশহীনতায় বিশেষ উপকারী। পিত্তিক রোগেও খাওয়া চলে। পোকা মাকড় এবং মশা নিবারণী মলম তৈরীর কাজেও রোসা অয়েল ব্যবহার করা হয়।

ঘ) সি. নার্দুস যা ভারতের বহু অংশে এবং বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায়। এর তেলের নাম সিট্রোনেলা অয়েল যা রোসা অয়েলের মতনই পোকা মাকড় এবং মশা নিবারণী মলম তৈরীর কাজে ব্যবহৃত হয়।

29. শ্বেত ধুতুরা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ডাটুরা স্ট্রামোনিউম		
বর্গ	:	সোলেনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ধাতুরা
		গুজরাতি	:	ধোলো ধাতুরা
		মালয়ালম	:	উম্মাত্তাই
		পাঞ্জাবী	:	ধতুরা
		সংস্কৃত	:	ধতুরা
		তামিল	:	উম্মাথাই
		তেলুগু	:	দাত্তুরামু

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম ডাটুরা এবং স্ট্রামোনিউম। শিবের সঙ্গে ধুতুরার কিছু সংযোগ আছে বলে ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে এই গাছ 'শিব শেখর' বলে উল্লিখিত।

বর্ণনা

সাধারণতঃ আন্দাজ 1 মি. উঁচু ঝোপ। পাতা ডিম্বাকৃতি এবং চারিধার দাঁতাল। ফুল সাদা, আয়তন বড়। চারভাগে বিভক্ত ফল ডিম্বাকৃতি এবং সারা গায়ে ছোট বড় কাঁটা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

আড়াই হাজার মিঃ উচ্চতা পর্যান্ত হিমালয়ের এবং মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকনো পাতা, ফুল ফোটা ওপরের শাখা এবং গাছের বীজ ওষুধের কাজে লাগে। পাতার মূল ঔষধী পদার্থ হল 'হায়োসিআমাইন' এবং সেই জন্যে ঔষধী গুণে বেল্লাডোন্নারই অনুরূপ। শ্বাস এবং হাঁপানিরোগে উপকারী আর মুখের লালা নিয়ন্ত্রনের কাজও করে। আচ্ছন্নতা আনতে সাহায্য করে বলে বেদনা উপশমে কার্যাকরী। পাতা পুড়িয়ে ধোঁয়া

নাকে নিলে হাঁপানির কষ্ট লাঘব হয়। বীজের গুণও পাতার অনুরূপ, কারণ তাতেও 'হায়োসিআমাইন' আছে।

এই বর্গের অন্য শ্রেণীর গাছ

ধুতুরা বর্গের দুই শ্রেণীর গাছ ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ধুতুরা মেটেল সারা ভারতে প্রায় সব পোড়ো জমিতেই পাওয়া যায়। ফুল সাদা থেকে পীতাভ, বাইরেটা কখন কখন হালকা বেগুনী। ফলের গায়ে গায়ে ছোট ছোট কাঁটা থাকে। চাষ করা গাছের ফুল প্রায়শঃ ডবল হয় অর্থাৎ এক গোছা পাপড়ির পর আর এক গোছা ফুটে ওঠে।

এর পাতার পুলটিস দিলে অত্যধিক দুধের কারণে মাতৃস্তনের ফোলা কমে। পাতা এবং বীজের গুণ স্ট্রামোনিউমেরই অনুরূপ।

ধতুরা ইন্‌কাসিআ। গাছ বিদেশী হলেও ভারতে এখন বহু জায়গায় পাওয়া যায়। এর ফুলের পাপড়িতে দশটা কোণ থাকে (কালো ধুতুরা ফুলের মতন পাঁচটি নয়)। ফলের ওপর কাঁটা ছোট এবং নরম। বীজের রং বাদামী। পাতার গুণ স্ট্রামোনিউমেরই মতন। এ গাছের চাষ আরও হওয়া উচিত।

30. ডিজিটালিস

বৈজ্ঞানিক নাম : ডিজিটালিস পুর্পুরেআ
বর্গ : স্কোফুলেরিএসি
আঞ্চলিক নাম : হিন্দী : তিলপুষ্পি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম 'ডিজিটালিস'। এই গাছের ফুল অনেকটা তিল ফুলের মতন দেখতে বলে হিন্দী নাম তিলপুষ্পি।

বর্ণনা

এক থেকে দুই মি. উঁচু গাছ দ্বি অথবা বহু বর্ষীয় হয়। নিচের দিকে পাতার বৃন্ত লম্বা এবং পাতা লোমশ, ডিম্বাকৃতি আর 15 থেকে 30 সে.মি. লম্বা। ওপর দিকের পাতায় বৃন্ত নেই বললেই চলে এবং যত ওপরে ওঠে পাতা তত ছোট হয়। ফুল 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা, সাদা কিম্বা বেগুনী, রোমশ এবং 30 থেকে 60 সে.মি.লম্বা গুচ্ছে ফোটে। ফল ডিম্বাকৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

এই গাছ ভারতীয় নয়। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে (যেমন কাশ্মীরে) চাষ করা হয়। দার্জিলিং এবং নীলগিরিতে বহু প্রচেষ্টার পর চাষ বাদ দেওয়া হয়েছে। কোন কোন জায়গায় ক্ষেতের বাইরে জন্মে এখন প্রায় প্রাকৃতিক গাছেই পরিণত হয়েছে।

ঔষধী গুণ

গাছের শুকনো পাতায় ঔষধী গুণ। তোলার সঙ্গে সঙ্গে আন্দাজ 60 ডিগ্রী উত্তাপে শুকিয়ে নেওয়া অপরিহার্য্য।

ওষুধের প্রধান ব্যবহার হৃদরোগে। মাংসপেশীর কোষকে সক্রিয় করার ক্ষমতাও যথেষ্ট আছে। রক্তাধিক্যে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলে এই ওষুধ ব্যবহার করা হয়।

ডিজিটালিস করোনারি শিরায় রক্ত বৃদ্ধি করে হৃদপিন্ডকে শক্তিদানে সাহায্য করে। রক্ত চলাচল দুষিত হয়ে যখন শোথরোগের সূচনা হয় তখন এই ওষুধ হৃদপিন্ডের ক্রিয়াকে পুনরায়ন এবং নিয়ন্ত্রণ করায় সাহায্য করে।

মূত্রগ্রন্থিতে রক্ত সঞ্চালনবাড়িয়ে প্রতিবন্ধক সরিয়ে দেয় এবং প্রস্রাবে সাহাযা করে।

ঘা, ক্ষত এবং পোড়া ঘায়ে প্রলেপ দেওয়ার মলমও ডিজিটালিস দিয়ে তৈরী হয়। এই ওষুধে বিষজনিত কিছু দোষ থাকায়, কখন কখন মাথা ব্যথা, মাথা ঘোরা ইত্যাদি দেখা দেয়। সেদিকে দৃষ্টি রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণীর গাছ

ডিজিটালিস বর্গের আর এক শ্রেণীর গাছ ডি. লানাটা যা প্রকৃতিতে প্রচুর জন্মায় এবং কাশ্মীরে চাষও করা হয়। এর ফুল ছোট, রোমশ এবং পীতাভ, হালকা বেগুনী অথবা গৌর বর্ণ। এই শ্রেণী গুণে অনেক বেশী শক্তিশালী অথচ বিষজনিত দোষও বহুলাংশে কম।

31. ডিওস্কোরিআ

বৈজ্ঞানিক নাম : ডিওস্কোরিআ
বর্গ : ডিওস্কোরিআ

বহুশ্রেণীযুক্ত আরোহী লতা। কিছু শ্রেণীতে লতা ডান দিক ঘুরে ওঠে আবার কিছুতে বাঁদিক ঘুরে। পাতা সামান্য বা সংযুক্ত, শিরা খুব স্পষ্ট। অধিকাংশ শ্রেণীতে পাতার কক্ষে কন্দ মূল কিছু গ্রন্থিল, গোলাকার অথবা বিভিন্ন আকৃতির হয়।

ভারতে আন্দাজ 50টি বিভিন্ন শ্রেণীর লতা পাওয়া যায় এবং অধিকাংশেরই চাষ হয়। কন্দ মূল ভক্ষ্য পদার্থ এবং 'য়াম' নামে পরিচিত।

সম্প্রতি এই শ্রেণীর গাছ ডাইওসজেনিন অনুরূপ ষ্টেরোইডা সাপোজেনিনের সূত্র হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছে। এতে কর্টিজনের সংশ্লেষণের জন্য বহু উপকরণ পাওয়া যায়। কর্টিজন শ্লেষ্মাঘটিত গ্রন্থিবাতে এবং যৌন হর্মোন সৃষ্টির কাজে যথেষ্ট উপকারী।

ডিওস্কোরিআ ডেন্টোইডিআ (পাঞ্জাবী : ক্রিস, কিতবা ; কাশ্মীরি : কিনস্, কিথি) আরোহী লতা, হিমালয়ের উত্তরপশ্চিম থেকে মধ্য ভাগ পর্যন্ত পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর লতার কন্দাল মূল ডাইওসজেনিনে সমৃদ্ধ।

অন্যান্য প্রয়োগ

গরীব এবং পার্বত্যজাতির মধ্যে এই লতার কন্দ মূল জনপ্রিয় খাদ্য। ডিওস্কোরিয়া আলাটা (হিন্দী এবং বাংলা : খামালু, চুপড়ি আলু; কন্নড় : অম্বালোইগস্; মালয়ালম : কাভাথু; তামিল : পেরুমভল্লি কিজেনগু; তেলুগু : পেণ্ডালামু) এক শ্রেণীর বর্দ্ধিষ্ণু আরোহী লতা যার কন্দ মূল ভক্ষ্য এবং সেই জন্যেই চাষ করা হয়।

ডি. হিস্পিডা এবং ডি. পেন্টাফিলা এই দুই শ্রেণীর লতাও ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এদের কন্দ মূলও ভক্ষ্য।

ডিওস্কোরিআর কিছু শ্রেণীতে মন্ডও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

32. এলাচ

রেখা চিত্র-9

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এলেত্তারিআ কার্ডামোমাম		
বর্গ	:	জিংজিবেরিসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ছোটি ইলাইচি
		মালয়ালম	:	ইআলাম
		মারাঠী	:	ভেলডোডে
		সংস্কৃত	:	উপকুঞ্চিকা
		তামিল	:	ইএলাম, ইএলোকাককেই
		তেলুগু	:	এলাকি

বর্ণনা

এলাচ গাছ প্রকাণ্ড অত্যন্ত শাখাপূর্ণ, মাংসল এবং শাখা কখন কখন 3 মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা 30 থেকে 90 সে.মি. লম্বা, সরু, মাঝখানে একটি মধ্য শিরা এবং বহু অস্পষ্ট উপশিরা থাকে। ফুলের ডাঁটি কাণ্ড থেকে বের হয়ে মাটিতে লুটিয়ে থাকে। সাদা অথবা হালকা সবুজ ফুল, 30 থেকে 90 সে.মি. লম্বা গোছায় ফোটে। হালকা সবুজ থেকে হলুদ রংয়ের ডিম্বাকৃতি ফল, আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা। ফলে তিনটি কোষ থাকে এবং ভেতরে অনেক বীজ। বীজের রং ঘন বাদামী এবং আকারে ত্রিকোণ। চাষের স্থান এবং শ্রেণীর কারণে পাতার আয়তন আলাদা হলেও ফল এবং বীজ সাধারণতঃ একই প্রকার। বাজারে বিক্রির জন্য গন্ধকের ধোঁয়া দিয়ে এলাচের রং সাদা করে দেওয়া হয়।

প্রাপ্তিস্থান

কর্ণাটক এবং কেরলের পার্বত্য অঞ্চলের জলা জায়গায় প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে জন্মায়। ভারতের অন্যান্য জায়গায় চাষও করা হয়।

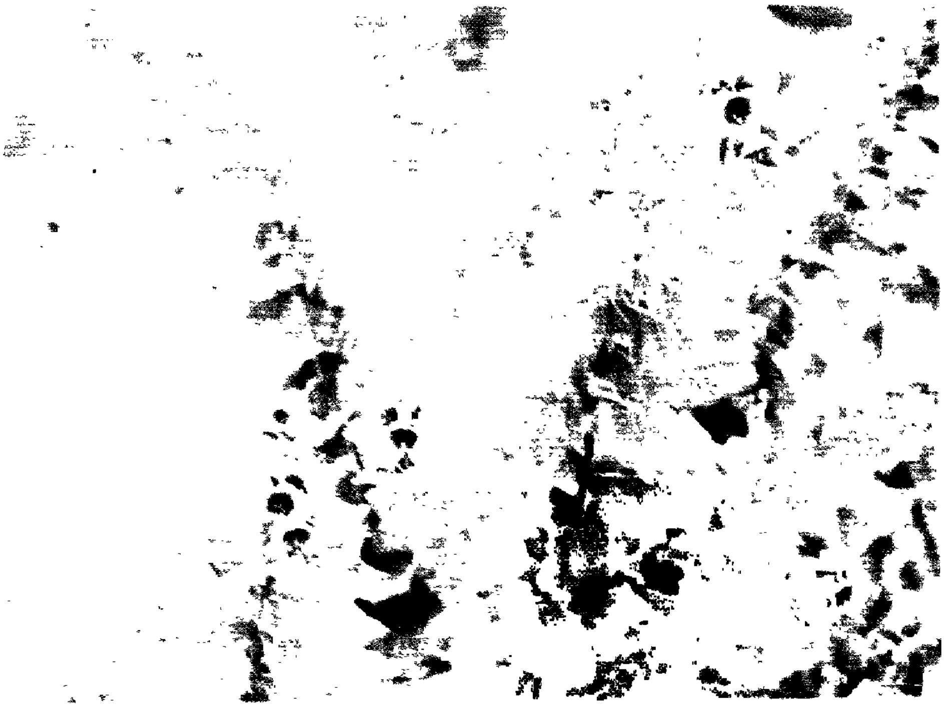
ঔষধী গুণ

গাছের শুকনো ফলই ওষুধ এবং প্রয়োজনমত বীজ বের করে ব্যবহার করা হয়।

বায়ু আধিক্যে এবং হজমের জন্য এলাচ অত্যন্ত উপকারী। রেচকের সঙ্গে ব্যবহার



প্লেট I সিম্বোপোগন



প্লেট II খুরাসানি আজওয়ান



প্লেট III কর্পূর



প্লেট IV ইসবগুল



প্লেট V লতা কস্তুরী



প্লেট VI শ্বেত ধুতুরা



প্লেট VII কণ্টকারী



প্লেট VIII সর্পগন্ধা



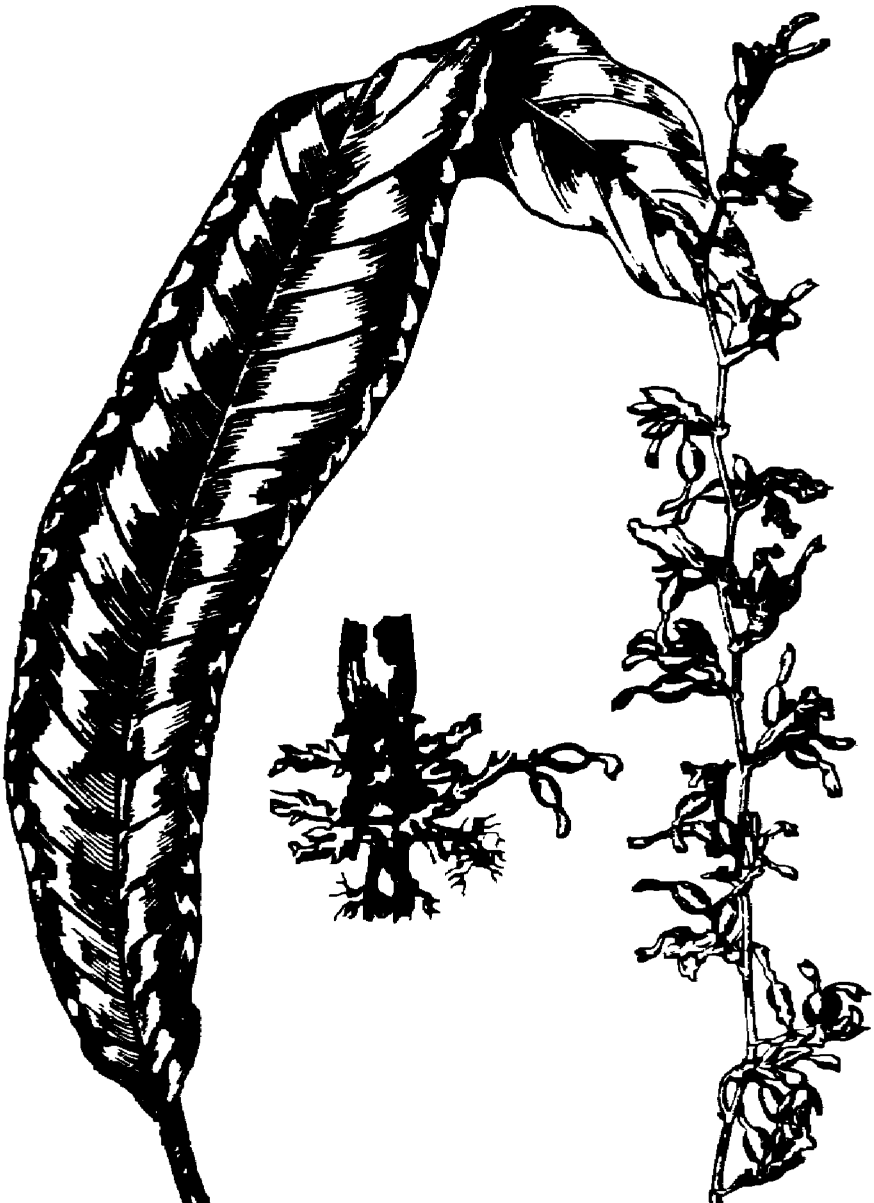
প্লেট IX অশ্বমূল



প্লেট X কুষ্ঠ



প্লেট XI বেল



রেখা চিত্র ৭: এলাচ

করা হয় এবং ভক্ষনীয় জিনিষ সুগন্ধিত করার কাজে খুবই জনপ্রিয়। লবঙ্গ, আদা এবং জীরার সঙ্গে মিশিয়ে চূর্ণ করে নিলে অজীর্ণতায় উপকার হয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

রান্নায় কেক এবং মিষ্টির উপকরণ হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। এলাচের তেল দিয়ে পানীয় সুগন্ধিত করা হয়।

33. ঢাড়কি ঝণ্টি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এম্বেলিআ সজরিআমকোট্রাম		
বর্গ	:	মির্সিনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	বাইবিরং, ভুঙ্গি, গাইআ
		মারাঠী	:	ভাইভারুঙ্গ, আম্বাতি
		ওড়িয়া	:	নুনুনিআ
		(সাঁওতাল)	:	ভাবরি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'এম্বেলিআ'।

বর্ণনা

ছোট আকারের ঝোপ। নতুন শাখায় বাদামী রংয়ের রোঁয়া থাকে । ডাল পুরোনো হলে পরিষ্কার হয়ে যায় এবং জায়গায় জায়গায় বহু ছোট ছোট সাদা গ্রন্থি দেখা দেয়। পাতা আন্দাজ 12 সে.মি. লম্বা, সরু এবং তীক্ষ্ণাগ্র। পাতার ধার দাঁতাল অথবা সোজা, নিচের দিকে লালচে এবং শিরার ওপর রোঁয়া থাকে। ওপর দিকে গ্রন্থি থাকে। হালকা সবুজ রংয়ের ফুল অত্যন্ত ছোট। পাতার কক্ষে, ছোট এবং অত্যন্ত রোমশ গোছায় ফোটে। ফল ছোট, গোলাকৃতি, তীক্ষ্ণাগ্র এবং পাকলে ঘন লাল বর্ণ।

প্রাপ্তিস্থান

পূর্ব ভারতের এবং ডেকান উপদ্বীপে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

ফল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

ওষুধের প্রধান উপকারিতা কৃমিরোগে। নিয়মিত মাত্রায় খেলে কৃমি নাশ হয় যা রেচকের সাহায্যে বের করে দেওয়া যায়। এম্বেলিয়াতে রেচকের গুণও আছে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে যে এই ওষুধের কার্য্যকারিতা কেবলমাত্র টেপওয়ার্মেই (ফিতাকৃমি) হুক অথবা রাউণ্ডওয়ার্মে নয়। কেঁচোবিনাশক বলে আস্কারিআসিসেও কার্য্যকরী হওয়া সম্ভব। এই ওষুধে জীবানুনাশক এবং ক্ষয়রোগনাশক গুণও দেখা গেছে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল এম্বেলিআ রিবেস্ যা প্রায়শঃ সারা ভারতেই পাওয়া যায় এবং একই নামে প্রচলিত। এই গাছের ফলও ঢাড়কি ঝণ্টিরই অনুরূপ এবং এম্বেলিআর প্রতিকল্পে ব্যবহার করা হয়।

34. আমলকি

রেখা চিত্র-10

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এমব্লিকা অফিসিনালিস		
বর্গ	:	ইউফোর্বিআসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	আঁওলা
		আসামী	:	চুকনা আমলকি
		গুজরাতি	:	আমরাণ
		মালয়ালম	:	আমলাকাম
		মারাঠী	:	আমলা
		ওড়িয়া	:	আওরা
		সংস্কৃত	:	আমলিকা
		তামিল	:	নেল্লিককাই

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'এমব্লিকা'। তিনটি সুপ্রসিদ্ধ মাইরোবালানের একটি বলে এমব্লিকা মাইরোবালানও বলা হয়।

বর্ণনা

ছোট এবং মাঝারি পাতা-ঝরা গাছ। 10 থেকে 13 মি.মি. লম্বা পাতা 2 থেকে 3 মি.মি. চওড়া এবং খুব কাছাকাছি ঘন হয়ে ফোটে বলে মনে হয় যেন ডালের পালক। একই গাছে পুরুষ এবং নারী ফুলও ফোটে। ফুল ছোট, রং হালকা সবুজ, পাতার তলায় ঘন গুচ্ছে ফোটে। ছোট বৃন্তে, পুরুষ ফুল ছোট কিন্তু সংখ্যায় অনেক। নারী ফুলও ছোট কিন্তু সংখ্যায় কম। ফল দেড় থেকে আড়াই সে.মি. ব্যাসে গোলাকৃতি, সরস এবং অস্পষ্ট দাগে ছয় ভাগে ভাগ করা। রং হালকা সবুজ অথবা ঈষৎ হলুদ। ভেতরে ছটা বীজ থাকে। চাষ করা গাছের ফল আয়তনে বড়।

প্রাপ্তিস্থান

ক্রান্তীয় অথবা অত্যুষ্ণ ভারতের অধিকাংশ খোলা মাঠেই দেখতে পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশের জঙ্গলে অসংখ্য গাছ আছে যা কোন কাজেই লাগান হয় না।

ঔষধী গুণ

তাজা এবং শুকনো দু ধরনের ফলই ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বহুল প্রচলিত রেচক,



রেখা চিত্র 10: আমলকি

আমলকি 'ত্রিফলা' নামীয় প্রসিদ্ধ ওষুধের একটি উপকরণ (অন্য দুটি হল বহেরা-টার্মিনালিআ বেল্লিরিকা এবং হরর। টার্মিনালিআ চেবুলা)। রেচক হিসেবে এবং যকৃৎস্ফীতি, অর্শ, পেটের অসুখ, চোখ ব্যথা ইত্যাদি রোগেও ত্রিফলা অত্যন্ত উপকারী।

যকৃতের জন্য টনিক হিসেবে আমলকি ভাল। কাঁচা ফল রেচকের কাজ করে এবং শরীর ঠাণ্ডা রাখে। অজীর্ণতায়, রক্ত হীনতায়, জনডিসরোগে, কোন কোন হৃদরোগে, সর্দিতে এবং প্রস্রাব বৃদ্ধির জন্য গাঁজানো আমলকির রস অত্যন্ত উপকারী। প্রচুর মাত্রায় 'সি' ভিটামিন আছে বলে ঐ ভিটামিনের অভাবে যে সব রোগ হয় যেমন স্কার্ভি তাদের পক্ষে আমলকি খুব লাভপ্রদ। ফুসফুসগত ক্ষয়রোগাক্রান্ত কিছু লোকের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে বিশেষ কোন গুণ থাকার ফলে রাসায়নিক প্রণালীতে তৈরী 'সি' ভিটামিনের চেয়ে আমলকির 'সি' ভিটামিন অধিকতর কার্য্যকরী।

শুকিয়ে নেওয়া ফল পেটের অসুখ এবং আমাশয়ে উপকারী। আমলকির মোরব্বাও ওষুধের কাজে লাগে।

ফুল, শিকড় এবং গাছের ছালও ঔষধী। হাঁপানি এবং পেটের গোলযোগে বীজেরও ব্যবহার প্রচলিত আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

কালি, রং এবং চুল ধোয়ার কাজে আমলকির ব্যবহার প্রচলিত আছে। ফল এবং গাছের ছাল ট্যানিংয়ের কাজে লাগে। জলে নষ্ট হয় না বলে আমলকির কাঠ দিয়ে কুয়ার চৌকাঠ তৈরী হয়। পাতার সার এলাচ ক্ষেতে উপকারী। কোন জমি অতিরিক্ত ক্ষারীয় হলে আমলকি পাতার সার দিয়ে তার শুদ্ধি করা হয়।

35. এফেড্রা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	এফেড্রা গেরার্ডিআনা		
বর্গ	:	নিটেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	আসমানিআ, ফোক, খন্ড
		পাঞ্জাবী	:	বুদশুর
		(জৌনসার)	:	টুটগাঁথা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'এফেড্রা'।

বর্ণনা

এক মিটার উঁচু ছোট্ট ঝোপ। বহু সরু শাখা সম্বলিত প্রকাণ্ড শক্ত এবং মোটা। শাখা চক্রকার অর্থাৎ একই কাণ্ড থেকে বহু শাখা জন্মায়, কখন অল্প সোজা ওঠার পর ঘুরে যায় আবার কখন ঘোরার পর সোজা ওপর দিকে ওঠে। পাতা ছোট, দুমুখো পুটক। পুরুষ ফুল ডিম্বাকৃতি স্পাইকের ওপর এক সঙ্গে অনেক ফোটে। নারী ফুল ছোট স্পাইকের ওপর একটা দুটো ফোটে। ফল লাল, ডিম্বাকৃতি 7 থেকে 10 মি.মি. লম্বা, সরস এবং সহপত্রে ঢাকা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

2000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় মধ্যবর্তী হিমালয়ের শুষ্কাঞ্চলে পাওয়া যায়। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

শরৎকালে সংগৃহিত এফেড্রা শাখা শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধের মুখ্য পদার্থ 'এফেড্রিন' এবং প্রধান ব্যবহার শ্বাসনালী সম্পর্কিত হাঁপানি রোগে। খাইয়ে অথবা ইঞ্জেকসন নিয়ে শ্বাসনালীর কষ্ট লাঘব করা হয়। হৃদপিন্ডে মাদকের কাজ করে। নিউমোনিয়া, ডিপথিরিআ প্রভৃতি রোগের ফলে হৃদপিন্ড আক্রান্ত হলে এফেড্রা হৃদপিন্ডকে সবল করায় সাহায্য করে।

অ্যালার্জি প্রসূত হে ফিভার, চুলকানি ইত্যাদিতে এফেড্রা উপকারী। এফেড্রিনে প্রস্তুত বহু ওষুধ আজকাল চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রচলিত। সিনাসিটিস, হাঁপানি, শ্লেষ্মাধিক্য ইত্যাদি রোগের জন্য সেচন ওষুধও তৈরী হয়।

মূত্রাশয়ের ব্যাপারে এফেড্রিন যথেষ্ট উপকারী বলে শিশুদের বিছানায় প্রস্রাব বন্ধ করার কাজে ব্যবহার করা হয়।

বেশী পরিমাণে সেবন করলে অত্যধিক ঘাম, গা বমি এবং কিছু চর্মরোগ হওয়ার ভয় থাকে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল এ. মেজর যা লাহলে জন্মায়। এ. গেরার্ডিআনার চাইতে এই শ্রেণীতে ক্ষারীয় পদার্থ অনেক বেশী বলে এর শাখাও এফেড্রার প্রতিকল্পে ব্যবহার করা হয়।

এই ওষুধ নিয়মিত পেতে হলে এই দুই শ্রেণীর গাছ কিম্বা চীনদেশীয় এফেড্রা ইকুইসেটিনা এবং এ. সিনিকা (যাতে এফেড্রিন অনেক বেশী) নিয়মিত চাষ করা প্রয়োজন। উত্তর হিমালয় (যেমন কাশ্মীর), পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ এবং উত্তর প্রদেশের উচ্চ পার্বত্য অঞ্চল এই চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

36. বারাকেরু

রেখা চিত্র-11, 12, 13

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ইউফোর্বিআ হির্টা		
বর্গ	:	ইউফোরবিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	লাল দুধী
		গুজরাতি	:	দুধেলি
		মালয়ালম	:	নেলাপালাই
		মারাঠী	:	মোতি দুধি
		সংস্কৃত	:	নাগার্জুনি, পুশিতোআ
		তামিল	:	আমামপাছাই আরিসসি
		তেলুগু	:	নানাবালা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নামক 'ইউফোর্বিআ'।

বর্ণনা

কখন আরোহী, কখন সোজা এক বর্ষীয় এই লতা প্রায় 50 সে.মি. ওপরে ওঠে। শাখায় পীতাভ রোঁয়া থাকে। চার সে.মি. লম্বা পাতা, ওপর দিকে ঘন সবুজ, নিচের দিকে হালকা সবুজ, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী হয়ে ফোটে। পাতার কিনারা অল্প দাঁতাল। ছোট সাদা ফুল পত্রকক্ষে ছোট ছোট গুচ্ছে ফোটে। এক থেকে দুই মি. ব্যাসের ফল ছোট এবং রোমশ। বীজ ত্রিকোণ, লালচে বাদামী এবং কুঞ্চিত।

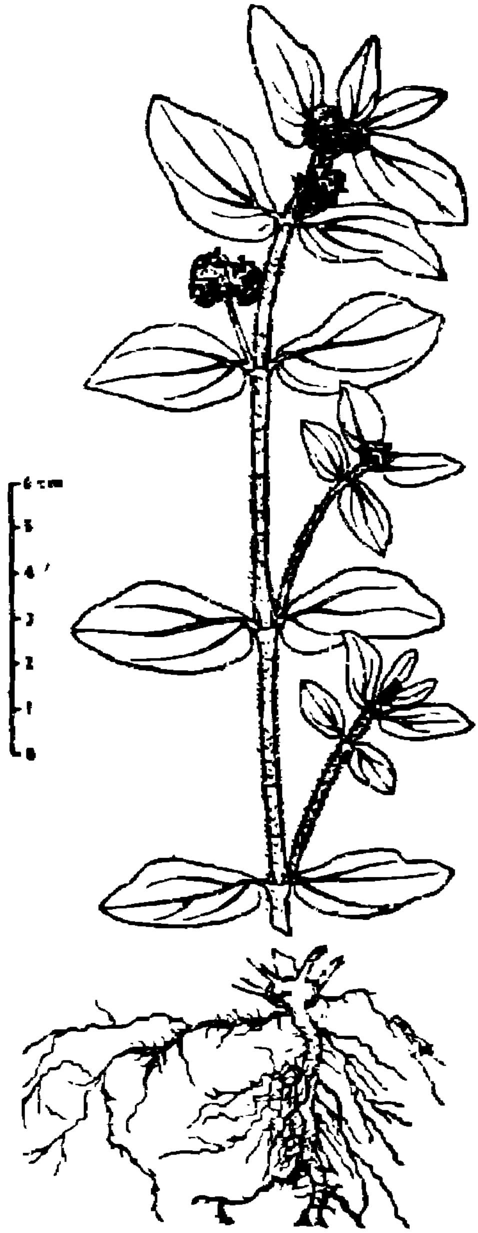
প্রাপ্তিস্থান

ভারতের গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলে পোড়ো এবং জলসিক্ত জমিতে প্রভূত পরিমাণে পাওয়া যায়।

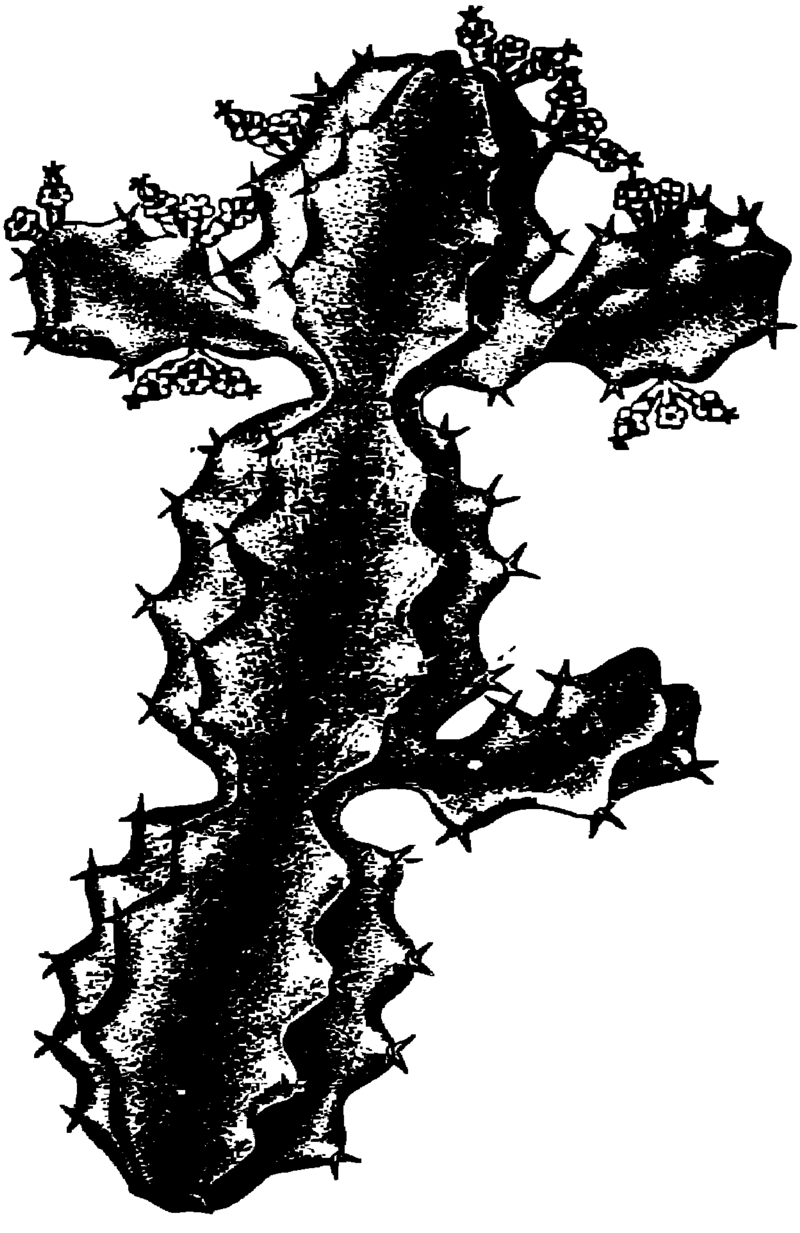
ঔষধী গুণ

ফুল এবং ফলন্ত পুরো গাছ তুলে শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

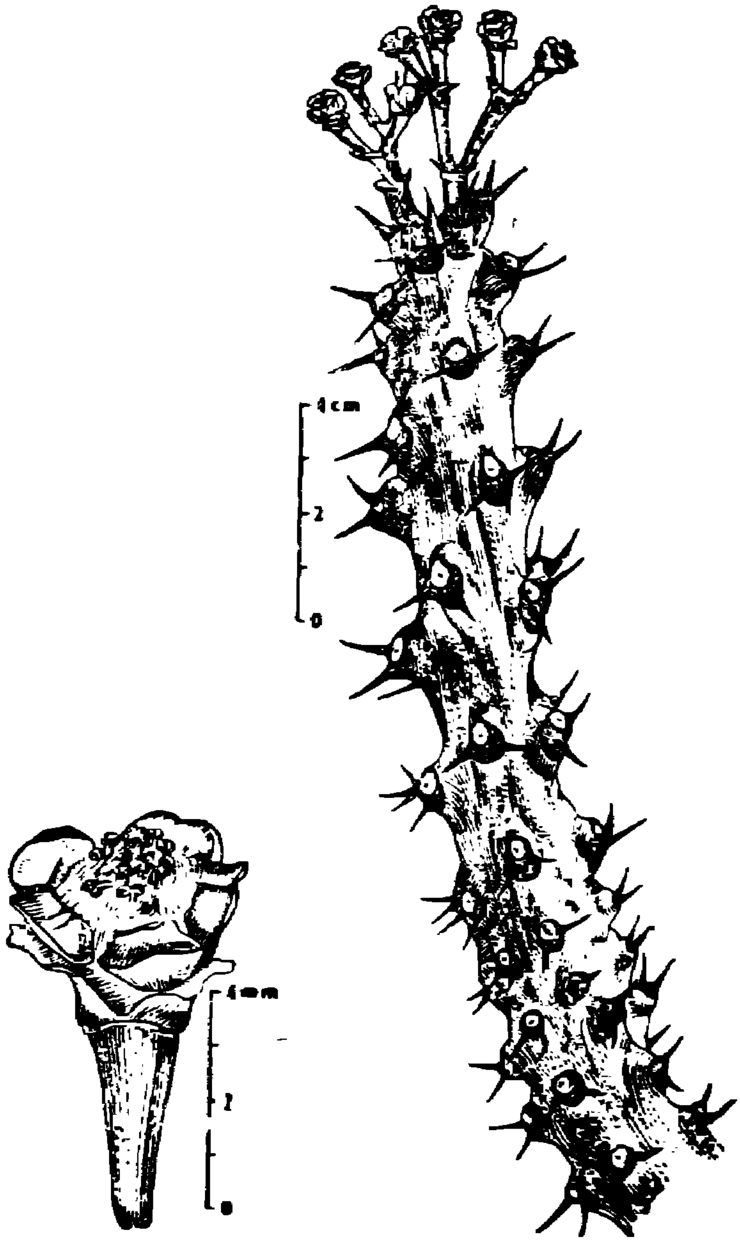
নিশ্বাস এবং হৃদপিণ্ডের গতি মন্থর করার কাজে বারাকেরু অত্যন্ত উপযোগী। শিশুদের কৃমি, অন্ত্রের গোলযোগ, হাঁপানি এবং কাশিতে এই ওষুধ ফলপ্রদ। মেয়েদের স্তন-দুগ্ধ বৃদ্ধি করে, প্রবাহে সাহায্য করে। গনোরিয়া এবং অন্যান্য মূত্রাশয়জনিত রোগে উপকারী।



রেখা চিত্র 11: বারাকেরু (ইউফোরবিআ হির্তা)



ৰেখা চিত্ৰ 12: বাৰাকেক্ষ (ইউফোৰবিআ অ্যান্টিকোৰন)



রেখা চিত্র 13: বারাকেরু (ইউফোরবিআ নেরিফোকিআ)

গাছের শিকড় বমি বন্ধ করে। অধিক সেবনে পেটে জ্বালা হয় বলে বমনেচ্ছা প্রকট হওয়া সম্ভব।

অন্যান্য প্রয়োগ

বারাকেরুর পাতা রান্না করে খাওয়া যায়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আরও কিছু শ্রেণী আছে যা ওষুধের কাজে লাগে। তাদের ঔষধী গুণ বারাকেরুরই অনুরূপ।

ইউফোর্বিআ শ্রেণীর গাছ সহজেই চেনা যায়। এদের কাণ্ড এবং শাখা মোটা, সরস, নাগফণীর মতন কণ্টকিত, কখন সর্পিল, কখন কোণাকৃত, বেশীর ভাগই মোটা। এই সব গাছের দুধের মতন রস অত্যন্ত তীব্র এবং বিষাক্ত যার অসর্তক ব্যবহারে চর্ম এবং অন্যান্য রোগ হতে পারে। তবে, নিয়ন্ত্রিত সেবনে রেচকের কাজ করে এবং কিছু শ্রেণীর রসের প্রলেপ পুরোনো ঘায়ের সূক এবং অন্যান্য চর্মরোগে উপকারী।

ইউফোর্বিআ অ্যান্টিকোরাম (**রেখা চিত্র 12** হিন্দী: ত্রিধারী সেহুন্দ; সংস্কৃত: বজ্রকণ্টক)। তিন থেকে পাঁচ কোণযুক্ত শাখার এই শ্রেণীর গাছ ভারতের সব গ্রীষ্ম প্রধান প্রদেশেই পাওয়া যায়। এর রস শোথরোগে উপকারী (ড্রপসী) এবং নাড়ির পক্ষে শক্তি বর্দ্ধক।

ই. বারণহার্টি (তেলুগু: কাট্রিমাড়ু)। ডেন এবং আন্দামানের প্রস্তরময় পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়। পাতা গুঁড়িয়ে ঘায়ের ওপর পুলটিস দিলে উপকার পাওয়া যায়।

ই. নেরিফোকিয়া (**রেখা চিত্র 13** হিন্দী: সেহুর, থুহর; সংস্কৃত: স্নুহি)। এর শাখা পাঁচকোণ যুক্ত। ডেকান উপদ্বীপে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে পাওয়া যায়। সারা ভারতে ক্ষেতের বেড়া হিসেবে ব্যবহার হয়। কর্ণরোগে এবং হাঁপানিতে এর রস ফলপ্রদ।

ই. নিভুলিয়া (হিন্দী: কাঁটা থুহর; সংস্কৃত: পত্রস্নুহি)। শাখা গোলাকৃতি। ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে প্রায় সর্বত্রই দেখতে পাওয়া যায় এবং বেড়ার কাজেই বেশী ব্যবহার হয়। বলা হয় যে এই গাছের রস মূত্রবর্দ্ধক। (বাস্তারের উপজাতীয় লোক গবাদি পশুর ঘায়ে এই গাছের রস ব্যবহার করে থাকেন।)

ই. রয়লিআনা (পাঞ্জাবী: ডাগুা থোড়)। পাঁচ থেকে সাত কোণা শাখা। 1000 থেকে 1500 মি. উচ্চতায় পশ্চিম হিমালয়ের শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ই. টিরুকল্লি (হিন্দী: সেহুন্দ; সংস্কৃত: বজ্রদ্রুম)। বহু গোলাকৃতি শাখাভরা ঝোপ। এটা বস্তুতঃ আফ্রিকার গাছ। দক্ষিণ এবং পূর্ব ভারতে বেড়া হিসেবে এবং রাস্তার ধারে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। এই গাছের রস বাত এবং দাঁতের ব্যথায় উপকারী। সাধারণতঃ রসের প্রলেপ দেওয়া হয়, তবে অল্পমাত্রায় খেতেও দেওয়া হয়।

37. হিং

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ফেরুলা নার্থেক্স		
বর্গ	:	উম্বেলিফেরি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী, গুজরাতি,		
		কন্নড় এবং মারাঠী	:	হিং
		কাশ্মীরি	:	য়াং, শাপ
		মালয়ালম	:	পেরুঙ্গায়াম
		ওড়িয়া	:	হেংগু
		সংস্কৃত	:	বল্লিকা, অগুদগন্ধা
		তামিল	:	পেরুঙ্গায়াম
		তেলুগু	:	ইনগুমো

সমজাতীয় আর একটি হিং-প্রদ শ্রেণীর (ফেরুলা আসাফোএটিডা) গাছের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

মোটা গাজরাকৃতি শিকড় সমেত বহুবর্ষী উঁচু গাছ। পাতা দু রকমের, নিচের দিকের পাতা সাধারণতঃ ডিম্বাকৃতি, 30 থেকে 60 সে.মি. লম্বা এবং ওপর দিকে পাতা ছোট, পাতলা ছিন্নাংশে ভাগ করা। কচি অবস্থায় পাতা অত্যন্ত রোমশ। ফুল ছোট, হলদে এবং শাখার শীর্ষে গোছা হয়ে ফোটে। ফল 8 মি.মি. লম্বা এবং আন্দাজ 4 মি.মি. চওড়া।

প্রাপ্তিস্থান

কেবলমাত্র কাশ্মীরেই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের তাজা শিকড় এবং প্রকাণ্ডে ছিদ্র করলে যে সুগন্ধিত জতু বের হয় তাকেই হিং বলা হয় এবং সেইটাই ওষুধের কাজে লাগে।

নিয়ম করে বারে বারে আসা ব্যথা (স্প্যাস্‌ম্‌স্) এবং অজীর্ণতায় হিং অত্যন্ত উপকারী। শ্বাসপ্রশ্বাসে এবং নার্ভতন্ত্রের পক্ষে শক্তিদায়ক। শিশুদের নিউমোনিয়া এবং শ্বাসনালীতে প্রদাহমূলক ব্যাধিতে ফলপ্রদ। পেটের ওপর মলমের মতন ব্যবহার করলে অন্ত্রের

উপকার হয় এবং বায়ু আধিক্যে এনেমার মতনও ব্যবহার করা হয়। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে হিং আচ্ছন্নতা আনে এবং সেই জন্যে হৃদরোগেও ব্যবহার করা সম্ভব।

অন্যান্য প্রয়োগ

মশলা হিসেবে রান্নায় জনপ্রিয়। ডাল এবং বহু শাক শব্জিতে ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের এন্য শ্রেণী

এই বর্গের বহু শ্রেণী মধ্য এশিয়ায় (যেমন আফগানিস্থানে) পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে অন্যতম হল ফেরুলা ফোএটিডা এবং ফঃ আসাফোএটিডা। এদের জতুও হিং।

38. উইণ্টারগ্রীণ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	গাউলথেরিআ ফ্র্যাগ্র্যানতিসিমা		
বর্গ	:	এরিকেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	গান্ধপুরা কা তেল
		সংস্কৃত	:	হেমন্ত হারিং
		অসমীয়া	:	জিরহাপ

উদ্ভিদ থেকে প্রাপ্ত উদ্বায়ী তেলের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম উইণ্টারগ্রীণ অয়েল।

বর্ণনা

3 মি. উঁচু ঝোপাকৃতি চিরসবুজ গাছ। প্রশাখাপূর্ণ ডালের ছাল সাধারণতঃ কমলা-বাদামী রংয়ের হয়। 13 সে.মি. লম্বা পাতা, বেশ চওড়া এবং কিছুটা চামড়ার মতন, কিনারা দাঁতাল এবং শিরায় ভর্তি।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ সীমান্তের পার্বত্য অঞ্চলে দেড় থেকে আড়াই হাজার মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়।

তাজা গাছ থেকে পাওয়া উদ্বায়ী তেলই ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়। বিভিন্ন বাতরোগে এই তেলের প্রলেপ খুব উপকারী। অন্যান্য মলমের প্রয়োগে ত্বকে যে জ্বালা হয় সেই সব মলমের সঙ্গে এই তেল মেশালে উপকার পাওয়া যায়। জ্বালা বন্ধ হয়। হুক ওয়ার্মের জন্যও তেল উপকারী। উদ্দীপক এবং অতিমাত্রায় রেচক। সম্প্রতি দেখা গেছে যে পরীক্ষামূলক ব্যবহারের জন্য নির্দ্ধারিত ইঁদুরদের এই তেল পান করালে ক্যানসার রোগের উৎপত্তিতে বিলম্ব ঘটে এবং কয়েক প্রকার টিউমার সারায় অথবা না হওয়ায় সাহায্য করে।

অন্যান্য

পানীয় পদার্থ, দাঁতের মাজন, লজেন্স ইত্যাদি সুগন্ধিত করার কাজে এই তেল যথেষ্ট ব্যবহৃত হয়। মশা, মাছি, কীট ইত্যাদি নিবারকের কাজেও এর ব্যবহারের প্রচলন আছে। পাহাড়ী এলাকায় ফুলের শোভার জন্যও সমাদৃত।

39. কারু বা কুটকি

বৈজ্ঞানিক নাম	: জেণ্টিআনা কুরু		
বর্গ	: জেংসিএনেসি		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	:	কামালফল, নীলকণ্ঠ, কুটকি
	গুজরাতি	:	পাখনভেড়
	কাশ্মীরি	:	নীলকণ্ঠী
	(জৌনসার)	:	কারু

আসল জেণ্টিআনের প্রতিকল্প হিসেবে ব্যবহৃত হয় বলে ব্যবসায়িক নাম 'ইন্ডিয়ান জেণ্টিআন'।

বর্ণনা

বহু বর্ষী লতা 10 থেকে 30 সে.মি. উঁচু হয়। কখন কখন বেশ কয়েকটি গাছ একসঙ্গে জন্মায় এবং কিছু দুর পর্য্যন্ত সমতল ভূমিতে ছড়াবার পর শাখাগুলো সোজা হয়ে ওঠে। এই লতার কাণ্ড বেশ মোটা। নিচের দিকের পাতা 7 থেকে 13 সে.মি. লম্বা এবং বেশ চওড়া। ওপরের পাতা আড়াই সে.মি. পর্য্যন্ত লম্বা এবং সরু। সাদা সাদা ফোঁটা দেওয়া নীল রংয়ের ফুল 4 থেকে 5 সে.মি. লম্বা এবং ব্যাসে দুই থেকে আড়াই সে.মি.। কখন একক ভাবে ফোটে কখন একই গুচ্ছে দুটো থেকে চারটে। ফল 2 সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

উত্তর পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর এবং কাছাকাছি অন্য পাহাড় 1500 থেকে 3500 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের গুঁড়ি শুকিয়ে নিয়ে ঔষধের কাজে ব্যবহৃত হয়। জেণ্টিআন ক্ষুধাবর্দ্ধক এবং আন্ত্রিক ক্রিয়ায় উপকারী। বহু শক্তিবর্দ্ধকএবং আন্ত্রিক টনিকের বিশিষ্ট উপকরণ। গন্ধ ভাল, স্বাদও মধুর। অত্যধিক মাত্রায় রেচকের কাজ করে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের এক বিদেশী শ্রেণী হল জেণ্টিআনা লুটিআ যার শিকড় ঔষধী গুণে অতি

উত্তম এবং ভারতে নিয়মিত আমদানি করা হয়। হিমালয়ের উত্তর পশ্চিম সীমান্তে আন্দাজ 3000 মি. উচ্চতায় এই শ্রেণীর চাষ সম্ভব বলে মনে করা হয়।

প্রিক্রোরহিজ কুরু আর একটি এই শ্রেণীর ভারতীয় গাছ যা জেঃ লুটিআর প্রতিকল্পে ব্যবহার করা সম্ভব বলে মনে করা হয়।

40. যষ্ঠিমধু

বৈজ্ঞানিক নাম	:	গ্লিসিরহিজা গ্লব্রা		
বর্গ	:	পেপিলিওনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	মুলেটি, মুলেথি
		কন্নড়	:	ইয়াষ্টিমধুকম
		মালয়ালম	:	ইরাটিমধুরম
		সংস্কৃত	:	মধুয়ষ্ঠি
		তামিল	:	অতিমধুরম
		তেলুগু	:	ইয়াষ্টিমধুকম

ব্যবসায়িক নাম 'লিকোরিস' হলেও 'ইন্ডিয়ান লিকোরিস' নামীয় ওষুধ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তার মূল হল অব্রুস প্রেকাটোরিআস।

বর্ণনা

আন্দাজ দেড় মি উঁচু ঝোপাকৃতি গাছ। পাতা সংযুক্ত এবং 4 থেকে 7 জোড়া উপপত্র থাকে। ফুল গোলাপী অথবা হালকা বেগুণী, ছোট এবং পত্রকক্ষ থেকে প্রায় পাতার মতোই লম্বা স্পাইকের ওপর ফোটে। ফল 1 থেকে 3 সে.মি. লম্বা, চ্যাপ্টা এবং বহু ছোট কাঁটায় ভরা। মূল শিকড় থেকে বহু ছোট ছোট উপশিকড় বের হয়। কখন মূল শিকড়ের কাছ থেকে প্রায় শিকড়ের মতনই শাখা বের হয়ে মাটির তলাতেই থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীরের উত্তর ভাগে এবং হিমালয়ের কিছু অন্য অংশেও পাওয়া যায়। আজকাল কাশ্মীর, দেরাদুন ইত্যাদি নানান জায়গায় চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

শুকনো শিকড় এবং মাটির তলা থেকে পাওয়া শাখা শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাশি, গলদাহ, ব্রণকাইটিস, পেট ব্যথা, ক্ষয় এবং সন্ন্যাসরোগে উপকারী বলা হয়। কাশিতে যষ্ঠিমধুর শিকড় একটু চিবালেই উপকার পাওয়া যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যষ্ঠিমধু মূত্রক (প্রস্রাবে সাহায্য করে), অ্যান্টিবায়োটিক এবং জীবানুনাশক। স্বাদে

মধুর অথচ অল্প ঝাঁঝালো বলে সরবৎ তৈরীর কাজে লাগে এবং অন্যান্য ওষুধের তিক্ততা দুর করতেও সাহায্য করে। আন্ত্রিক এবং মূত্রনালীর আলসারে উপকারী।

যষ্ঠিমধুর গুঁড়ো ঘি এবং মধুর সঙ্গে মিশিয়ে ঘা, ক্ষত এবং ফোড়ার ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়।

গাছের পাতা পুলটিসের মতন ব্যবহার করলে মাথায় স্কান্ড রোগের পক্ষে লাভপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

শিকড়ের টুকরো অথবা চূর্ণ পানের মশলা হিসেবে জনপ্রিয়।

স্থানীয় উৎপাদন থেকে ভারতের প্রয়োজন পূর্ণ হয় না বলে বাইরে থেকে আমদানি করতে হয়।

কাশ্মীর, পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারত এই গাছের চাষের পক্ষে উপযোগী।

এই গাছ নিয়ে এক আলোচনা সভায় বোটানিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার প্রধান সচিব ড. এইচ সান্তাপাও (স্পেনে জন্ম) বলেছিলেন যে স্পেন এবং ইটালীতে যষ্ঠিমধু ধানক্ষেতের ধারে আগাছার মতন জন্মায় এবং ছেলেমেয়েরা টফির চেয়ে বেশী আনন্দে এই গাছের শিকড় খায়।

41. অনন্তমূল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হেমিডেসমুস ইন্ডিকুস		
বর্গ	:	পেরিপ্লোকেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	হিন্দী সালসা, অনন্তমূল
		গুজরাতি	:	দুরিভেল
		কন্নড়	:	সোগ্‌দেবেরিনগিদা
		মালয়ালম	:	নান্নারি
		মারাঠী, ওড়িয়া	:	অনন্তমূল
		সংস্কৃত	:	নাগাজিহ্বা
		তামিল	:	নান্নারি
		তেলুগু	:	মুট্রাভোপুলাগামু

(মধ্যপ্রদেশ : কালি দুধি, ছোটি দুধি)

আসল সারসাপ্যারিল্লার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয় বলে ব্যবসায়িক নাম 'ভারতীয় সারসাপ্যারিল্লা'।

বর্ণনা

বহুবর্ষী আরোহী বা বিসর্পিল লতা। মূল কাণ্ড সুগন্ধিত এবং শক্ত। শাখা সরু এবং নরম। আয়তনে এবং আকারে পাতা বিভিন্ন। ঘন সবুজ পাতার ওপর সাদা দাগ থাকে, 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, আধ থেকে 5 সে.মি. চওড়া, তলার দিকে হালকা সবুজ, কিছুটা রোমশ। ছোট ছোট ঘন গুচ্ছে সবুজ রংয়ের ছোট্ট ফুল। ফল সবুজ, সরু বেলনাকার, 10 থেকে 15 সে.মি. লম্বা তীক্ষ্ণাগ্র, জোড়ায় জোড়ায় ফলে। বীজ ছোট, কালো, মাথার দিকে সাদা রোম থাকে। গাছের প্রত্যেক অংশ থেকেই দুধের মতন সাদা রস বের হয়।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকনো শিকড়ই ওষুধের কাজে লাগে।

জ্বর, চর্মরোগ, অক্ষুধা, সিফিলিস, লিউকোরিআ এবং মূত্রদোষে উপকারী। মূত্রবর্দ্ধক গুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত। বাতে এবং রক্তশুদ্ধির কাজে ফলপ্রদ। হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে স্মিলাকস্ শ্রেণী থেকে পাওয়া আসল সারসাপ্যারিল্লার বদলে অনন্তমূল ব্যবহার করা যায়।

অন্যান্য প্রয়োগ

গাছের তাজা পাতলা পাতা চিবিয়ে খেলে শরীর তাজা হয়।

42. কুর্চি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হোল্লারহেনা অ্যান্টিডিসেন্ট্রিকা		
বর্গ	:	অপোসাইনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ইন্দ্রজাউ, কোরাই, কুর্চি
		অসমীয়া	:	দুতক্ষুরি
		গুজরাতি	:	কুডা
		কন্নড়	:	হালে
		মালয়ালম	:	কোডাগপালা
		মারাঠী	:	গল, দুধারি, কোডায়া
		ওড়িয়া	:	খুর্নি, খেরওআ
		পাঞ্জাবী	:	কেয়র
		সংস্কৃত	:	কুটজা, কলিঙ্গ
		তামিল	:	ইন্দ্রবান
		তেলুগু	:	-পালা কোডসা

(নৈনিতাল : কেওড়া)

ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

কখনও কখনও 10 মি. উঁচু ঝোপাকৃতি গাছ। পাতা 10 থেকে 30 সে.মি. লম্বা, ডিম্বাকৃতি, পাতলা এবং স্পষ্ট শিরাযুক্ত, ছোট ছোট বোঁটায় ধরে। এক থেকে দেড় সে.মি. ব্যাসের সুগন্ধিত সাদা ফুল ডালের শীর্ষে গোছা হয়ে ফোটে। সাদা বিন্দুযুক্ত ঘন ছাই রংয়ের সরু ফল বেলনাকার, 20 থেকে 45 সে.মি. লম্বা এবং 6 থেকে 8 মি.মি. মোটা। বীজ সাধারণতঃ এক সে.মি. লম্বা এবং শীর্ষে বাদামী রংয়ের রোম থাকে। গাছের যে কোন অংশ কাটলেই দুধের মতন সাদা রস বের হয়।

প্রাপ্তিস্থান

1200 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত ভারতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায় তবে মধ্যপ্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের বনাঞ্চলে প্রভূত পরিমাণে দেখা যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের ছাল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওষুধের মুখ্য গুণ এবং বিশেষ প্রয়োগ আমাশয়ে। ছালের নির্য্যাস সরাসরি ব্যবহার করা যায় অথবা অন্যান্য উপকরণের সংযোগেও সেবন করা চলে। ছালে পুষ্টিকর এবং জ্বরনাশক গুণও আছে। ছালের ক্ষারীয় পদার্থ ক্ষয়রোগের জীবাণুকে বাড়তে দেয় না।

গাছের বীজও আমাশয় রোগে উপকারী এবং পাতারও ঔষধী গুণ আছে।

অন্যান্য প্রয়োগ

অনুর্বরা জমির পক্ষে অত্যন্ত সুবিধাজনক গাছ। জঙ্গল পরিষ্কার করা জমিতে এই গাছই সর্ব প্রথম জন্মায়। এই কাঠ দিয়ে পারিবারিক অনেক ছোটখাটো জিনিষ তৈরী হয় যেমন ছুরির বাঁট, খেলনা, ছোট ছোট বাক্স, কলম, চিরুনি, ছবির ব্লক ইত্যাদি।

43. চালমুগরা বা ডালমুগরি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হিডনোকার্পুস কুর্জীই		
বর্গ	:	ফ্ল্যাকুর্সিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	চালমোগ্রা
		অসমীয়া	:	লামটানি
		মালয়ালম	:	মারাভেট্টি

স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

প্রায় 15 মি. উঁচু গাছ। কখনো বেশী। গাছের মূল শাখা অত্যন্ত লম্বা, প্রশাখা সাধারণতঃ নিচের দিকে ঝুলে থাকে। তীক্ষ্ণাগ্র, চর্মশ পাতা প্রায় 20 সে.মি. লম্বা। হলুদ রংয়ের ছোট ছোট ফুল পত্রকক্ষে ছোট্ট গুচ্ছে ফোটে। 6 থেকে 7 সে.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি ফল, রং বাদামী। বীজ অনেক।

প্রাপ্তিস্থান

আসাম এবং ত্রিপুরার চিরসবুজ অরণ্যে পাওয়া যায়। কোন কোন জায়গায় প্রচুর পরিমাণে জন্মায়।

ঔষধী গুণ

তাজা এবং পাকা বীজ থেকে পাওয়া তেল ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়। কুষ্ঠরোগের চিকিৎসায় অত্যন্ত উপকারী। আগে তেল পান করান হত। আজকাল তেল থেকে তৈরী ওষুধের ইনজেকসন প্রয়োগ করা হয়। গাছের ছালে কিছু ট্যানিন আছে যা জ্বরের পক্ষে উপকারী।

অন্যান্য প্রয়োগ

বীজের খোলস খাদের কাজে লাগে। যেসব পশু এই গাছের ফল খায় তাদের মাংস খাওয়া অনুচিত। এমন কি চালমুগরার ফল দিয়ে যে সব মাছ ধরা হয় বা মারা হয় তাও খাওয়া ঠিক নয়।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

হিডনোকার্পুস লরিফোলআ (মারাঠী: কাট্টু কাভাৎ; সংস্কৃত: গরুড়ফল; তামিল: মারাভেট্টি) পশ্চিম ঘাটে পাওয়া যায়। এই গাছের বীজ থেকে পাওয়া তেল চালমুগরারই মতন ঔষধী যা কুষ্ঠরোগে মলমের মতন ব্যবহার করা হয় এবং যার ফলে পাঁব কমে। বাতের ব্যাথা এবং মচকানিতে উপকারী। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণও আছে।

44. কুলিআখারা বা কুল্লোকাটা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	হাইগ্রোফিলা আউরিকুলাটা		
বর্গ	:	আকানথেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	তালমাখানা, কুলিআকান্টা
		গুজরাতি	:	এখরো
		কন্নড়	:	কোডভাংকে
		মালয়ালম	:	ভায়েলচুল্লি
		মারাঠী	:	তালিমাখানা
		সংস্কৃত	:	কোকিলাক্ষ
		তামিল	:	নিরনুল্লি
		তেলুগু	:	নিরুগুব্বি

স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

60 থেকে 150 সে.মি. উঁচু মোটা, সোজা গাছ। প্রশাখাবিহীন এবং সোজা উঠে যাওয়া প্রধান শাখা চতুষ্কোণ এবং নিচের দিকে রোমশ। প্রত্যেক গ্রন্থিতে চক্রকার ছোট পাতা এবং পাতার কক্ষে তীক্ষ্ণাগ্র হলুদ রংয়ের বড় বড় কাঁটা থাকে। আন্দাজ 3 সে.মি. লম্বা দুই ওষ্ঠের নীল বা হালকা বেগুণী রংয়ের ফুল প্রত্যেক গ্রন্থিতে পাতার কক্ষে একসঙ্গে আটটা করে ফোটে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে কর্দমাক্ত এবং জলাজমিতে পাওয়া যায়। প্রায়শঃ দেখা যায় যে নালীতে বা পথের ধারে আধ শুকনো খানা বা ডোবায় এসব ভরে আছে।

ঔষধী গুণ

শিকড় সমেত পুরো গাছই ওষুধের কাজে লাগে।

শোথরোগ, জনডিস, বাত এবং মূত্রপ্রাসঙ্গিক অঙ্গে এই ওষুধ খুব উপকারী। গাছের বীজ যৌনব্যাধিতে ফলপ্রদ। পৃথক ভাবে বীজ এবং শিকড়ে মূত্রবর্দ্ধক গুণ আছে। মূত্রে ধাতু রোগ এবং কাশির পক্ষে গাছের পাতাও খুব উপকারী।

45. খুরাসানি আজওয়ান

বৈজ্ঞানিক নাম	: হিওসিআমুস নিগের		
বর্গ	: সোলেনেসি		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী ও গুজরাতি	:	খুরাসানি আজওয়ান
	মারাঠী	:	খুরাসানি ওভা
	সংস্কৃত	:	পরসিকায়া

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ঘন গ্রন্থিল রোমে ঢাকা এক বা দ্বি-বর্ষীয় দুর্গন্ধযুক্ত গাছ। এক মি. পর্য্যন্ত উঁচু হয়। দাঁতাল কিনারাযুক্ত নিচের পাতা 15 থেকে 20 সে.মি. লম্বা। ওপরের পাতা ছোট এবং বহুলাংশে ভাগ করা। অল্প বেগুনী রংয়ের ডোরা কাটা হালকা সবুজ রঙের ফুল (ব্যাস 2 থেকে 3 সে.মি.) কখনো এককভাবে শাখার শীর্ষে ফোটে, কখনো প্রাশাখার মূলে। আন্দাজ দেড় সে.মি. ব্যাসের ফল গোলাকৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় পশ্চিম হিমালয়ে কাশ্মীর থেকে গাড়ওয়াল পর্য্যন্ত বসতির কাছে পোড়ো জমিতে পাওয়া যায়। কাশ্মীর, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ, মহারাষ্ট্র এবং নীলগিরি পর্বতেও চাষ হয়।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া পাতা এবং ফুল ফোটার ঠিক পরেই ফুল সমেত শাখা ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ওষুধের গুণ বেল্লেডোন্নার অনুরূপ। নিয়মিত অথচ থেকে থেকে আসা মাংসপেশীর ব্যথায় বিশেষ উপকারী। হিষ্টিরিআ, কাশি ইত্যাদি রোগে স্নায়ুকে শান্ত করায় যথেষ্ট সাহায্য করে এবং অ্যাট্রোপিনের মতন চোখের মণিকে ব্যাপ্ত করে।

গাছের বীজও উপকারী। প্রলেপে ব্যথার উপশম হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল ইজিপসিআন হেনবেন যার চাষ কাশ্মীরে হয়। এতে ভারতীয় হেনবেনের চাইতে ক্ষারীয় পদার্থ অনেক বেশী এবং চেতনানাশক গুণও আছে। এর পাতার ধূম্রপানে নেশা হয়।

46. কালোদানা

রেখা চিত্র-14

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ইপোমোআনীল		
বর্গ	:	কনওয়ালবুলেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কালাদানা, নীলকলমি
		গুজরাতি	:	কালাদানা, কানাকুম্পন
		মারাঠী	:	নীলপুষ্পি
		ওড়িয়া	:	কনিখান্ড
		সংস্কৃত	:	কৃষ্ণবীজ
		তামিল	:	সিরিককি
		তেলুগু	:	জিরিকি

(নৈনিতাল : ভোরাদা)

স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। ফুলের রং নীল বলে বৈজ্ঞানিক নামে ঐ কথাটার ব্যবহার।

বর্ণনা

এক বর্ষীয় লতা। শাখা-প্রশাখা অল্প রোমশ। 5 থেকে 12 সে.মি. ব্যাসের ডিম্বাকৃতি পাতা তিনটি ফালিতে বিভক্ত। তলার দিকে অল্প কমলা রং ছেটানো কুপী আকারের নীল ফুল 4 থেকে 5 সে.মি. লম্বা এবং ছোট ডাঁটায় গুচ্ছ হয়ে ফোটে। 8 মি.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি ফল। বীজ ছোট এবং মসৃণ।

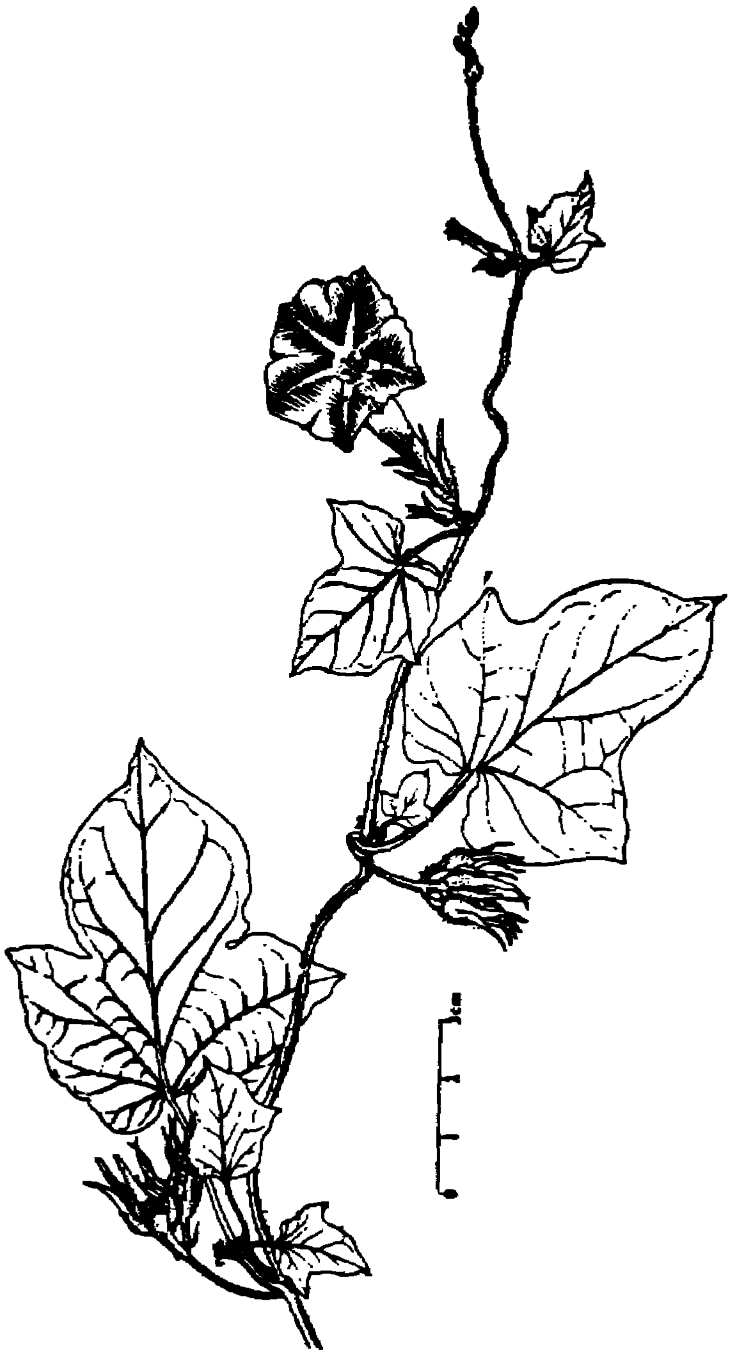
ফুলের রঙের ব্যাপারে কিছু বৈচিত্র্য আছে। গাছে যখন থাকে ফুলের রং তখন নীল কিন্তু তুলে নিলেই বেগুনী হয়ে যায়। সেই জন্যই অনেক বইতে ফুলের রঙকে বেগুনী বলা হয়।

প্রাপ্তিস্থান

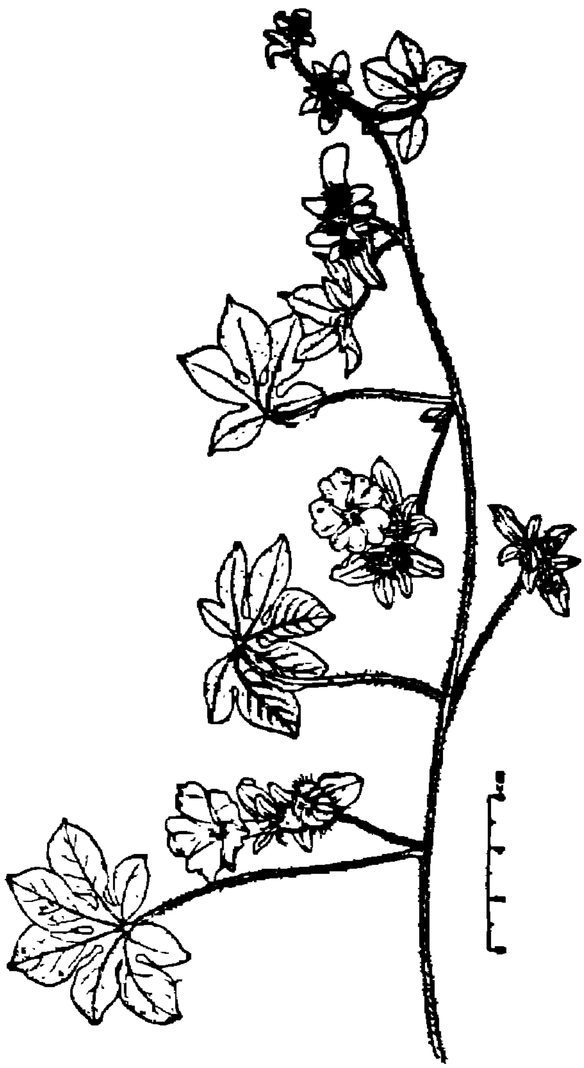
1800 মি. উচ্চতা পর্যান্ত সারা ভারতে সর্বত্রই পাওয়া যায়। ভারতে এর প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্য। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

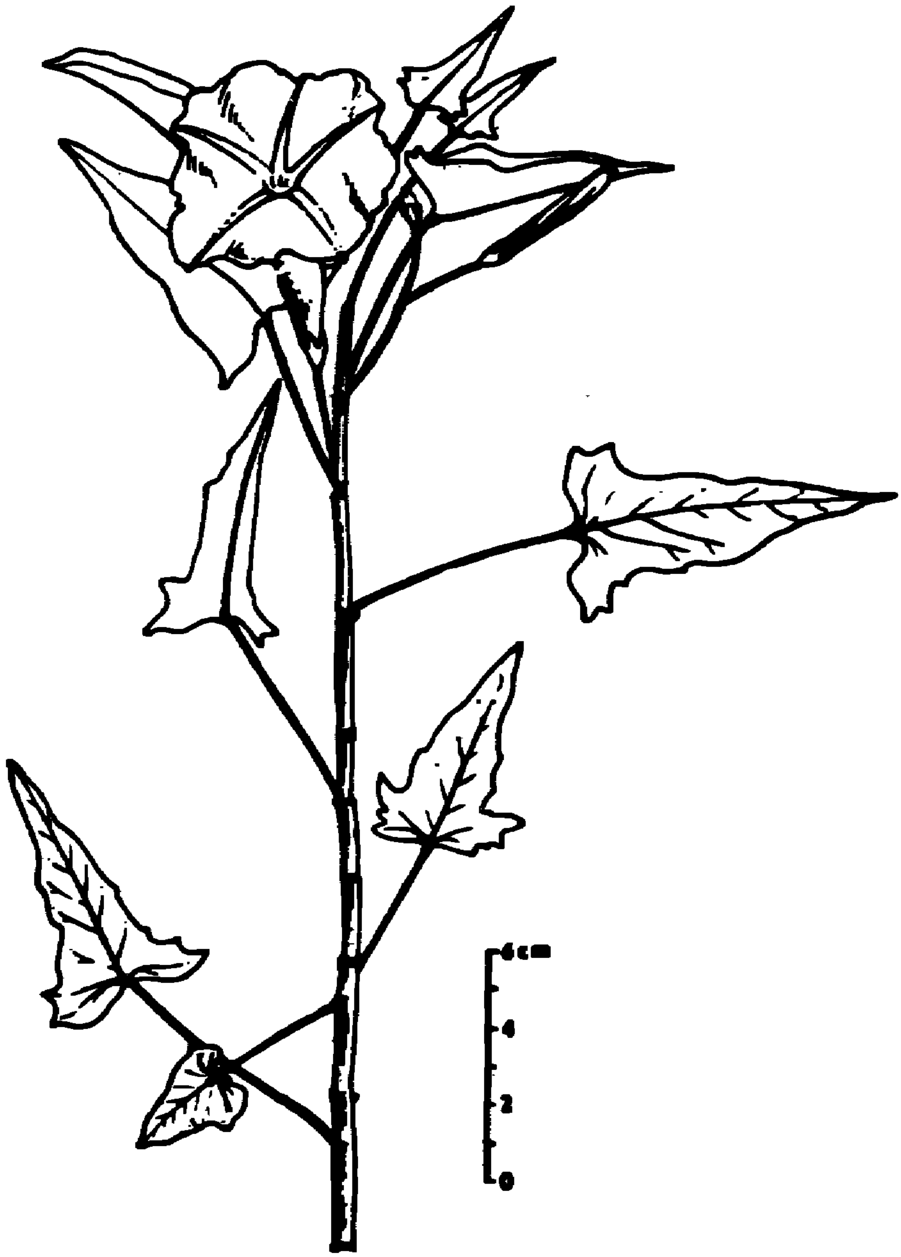
শুকিয়ে নেওয়া বীজই ওষুধের কাজ করে।



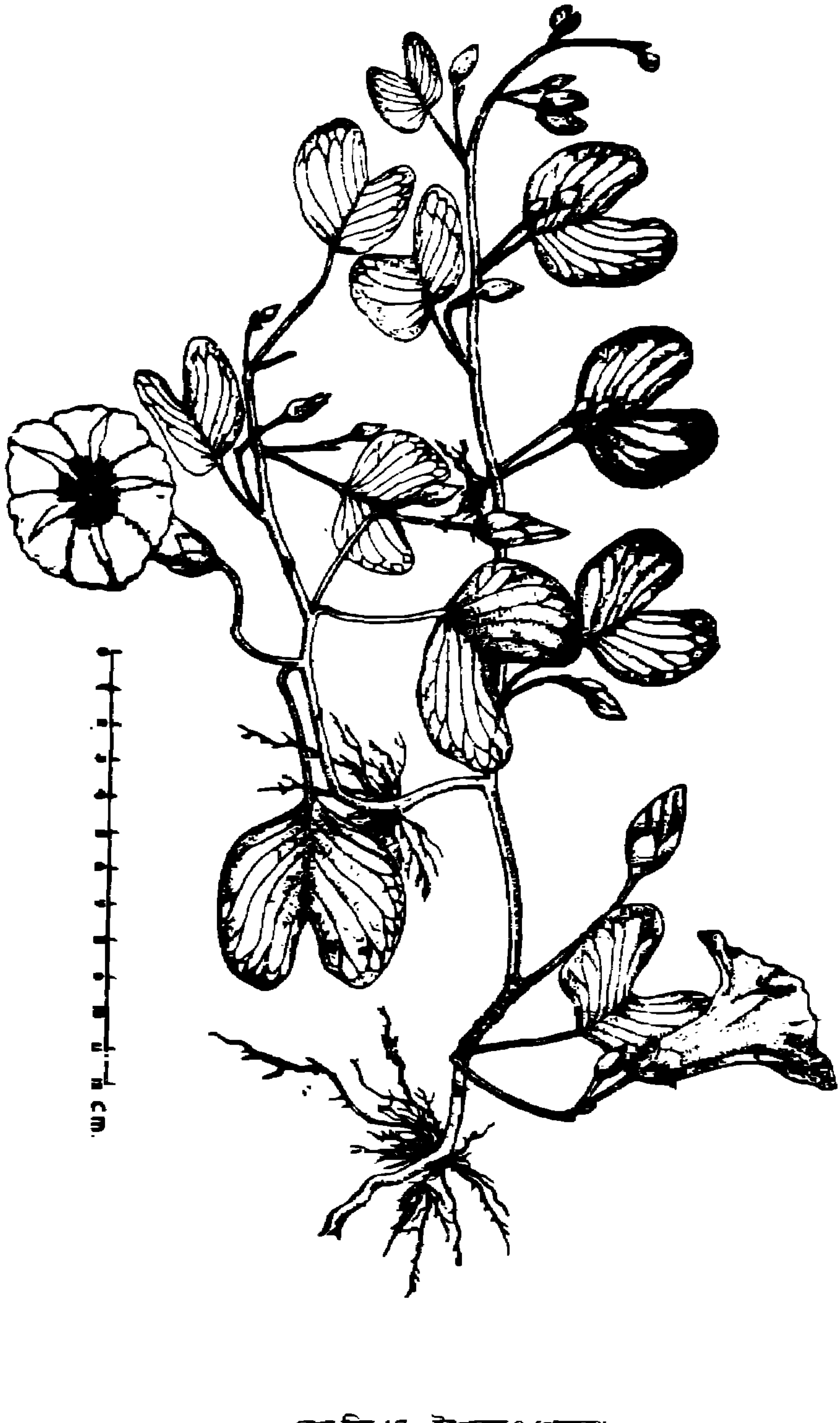
রেখা চিত্র 14: কালোদানা (ইপোমোএনিল)



রেখা চিত্র 15: ইপোমোএ পেস্টিগ্রিডিস



রেখা চিত্র 16: ইপোমোএ আকুআটিকা



রেখা চিত্র 17: ইপোমোএ পেস্কাপ্রে

কালোদানা রেচকের কাজ করে। মাত্রা বেশী হলে পেট জ্বালা করে।

অন্যান্য প্রয়োগ

তাজা ফল সবজি হিসেবে খাওয়া হয়। ফুলের শোভাও অত্যন্ত জনপ্রিয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

অন্য বহু শ্রেণীর গাছ ওষুধের কাজে লাগে যার অধিকাংশই রেচক।

ইপোমেআ প্রেস্টিগ্রিডিস (**রেখা চিত্র 15** হিন্দী: ঘিআবাটি, কালাদানা, পাঞ্চপত্রি; মধ্যপ্রদেশ: বড়ি পসয়ি)। এই গাছের শিকড় রেচক। ই. আকুআটিকা (**রেখা চিত্র 16** হিন্দী: কলমিশাক; পাঞ্জাবী: সোর্নালিকা শাগ)। এই গাছের রস রেচক। ই. পেসকাপ্রে (**রেখা চিত্র 17** হিন্দী: দপতিলতা)। এই গাছের রস রেচক। ই. কুআমোক্লিট (হিন্দী: কামলতা; বাংলা: তরুলতা) এবং ই. কাইরিকা (ইংরেজি: রেলওয়ে ক্রিপার)। দুটি গাছেরই বীজ রেচক।

(বাস্তারের উপজাতীয়েরা ই. আকুআটিমের ফুল থেঁতো করে রসটা চোখ ওঠার চিকিৎসায় ব্যবহার করে)।

মার্কিণী দেশজ ইপোমেআ পূর্গা (যার বর্তমান সঠিক নাম একসোগোনিয়ম পূর্গা) এই বর্গেরই আর এক শ্রেণী যার শিকড় রেচক। ভারতে, বিশেষ করে দক্ষিণ এবং পূর্বাংশে বাগানের শোভাবর্দ্ধনের জন্য ব্যবহৃত হয়।

47. মেহদি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	লসোনিআ ইনের্মিস		
বর্গ	:	লাইথ্রেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী, গুজরাতি, মারাঠী	:	মেহেঁদি
		কন্নড়	:	মাইলাঞ্চি, গোরান্টি
		কাশ্মীরি	:	মোহুজ
		মালয়ালম	:	মৈলাঞ্চি
		ওড়িয়া	:	বেনজাতি
		পাঞ্জাবী	:	হিনা
		সংস্কৃত	:	মেন্ডিকা, রক্তগর্ভ
		তামিল	:	মারিথোন্ডি
		তেলুগু	:	গোরান্টি

আরব্য নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'হিনা'।

বর্ণনা

বহুল শাখা প্রশাখাযুক্ত মাঝারি বা বড় ঝোপাকৃতি গাছ যা কখন কখন ছোট বৃক্ষের আকারও ধারণ করে। প্রশাখা চতুষ্কোণ এবং প্রায়শই তীক্ষ্ণাগ্র। পাতা নৌকাকৃতি, 2 থেকে 3 সে.মি. লম্বা এবং তীক্ষ্ণাগ্র। জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী হয়ে ফোটে। সাদা বা ঈষৎ গোলাপী ফুল ছোট এবং সুগন্ধিত, শাখার শিরে বড় বড় গুচ্ছে ফোটে। ফল ছোট, মটরদানার মতন গোল। বীজ অনেক।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের বহুলাংশে পাওয়া যায়, বিশেষ করে উপদ্বীপের শুষ্কাঞ্চলে। সাধারণতঃ বেড়ার কাজে ব্যবহারের জন্য পোঁতা হয়। পাঞ্জাব, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ এবং রাজস্থানে ব্যবসার জন্য প্রভূত পরিমাণে চাষ হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের পাতায় ওষুধের গুণ। পাতা কোষ্ঠরোধক এবং চর্মরোগে প্রতিষেধক হিসেবে উপকারী। ফোঁড়া, পোড়া ঘা এবং অন্যান্য চর্মরোগে মলমের মতন ব্যবহার করা হয়।

পাতার নির্যাস দিয়ে কুলকুচা করলে গলদাহে উপকার পাওয়া যায়। মাথা ব্যথায় এবং পায়ের তলায় দহনের অনুভূতি হলে মেহদি পাতার লেই ফলপ্রদ।

বলা হয় যে ক্ষয় এবং কিছু অন্যরোগের জীবাণুর ওপর মেহদি পাতার প্রভাব আছে। টাইফয়েড এবং রক্তস্রাবেও পাতা উপকারী। গাছের এই সব ব্যবহার অবশ্য এখনও ব্যাপক ভাবে হয়নি।

গাছের ছাল এবং বীজও আয়ুর্বেদীয় ও উনানী ওষুধে ব্যবহৃত হয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

ভারতে মেহদি পাতার প্রধান ব্যবহার হাত, পা, নখ, চুল, দাড়ি, এমন কি পশু প্রাণীর লেজ এবং অঙ্গ রঞ্জিত করার কাজে। পাতার রঙ অন্য উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে কাপড় রঙ করার কাজেও ব্যবহৃত হয়। ফুল থেকে পাওয়া তেল সুগন্ধ তৈরী করার কাজে লাগে।

48. বন তামাক

বৈজ্ঞানিক নাম	:	লোবেলিআ নিকোটিআনেফোলিআ		
বর্গ	:	লোবেলিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	নরসাল
		গুজরাতি	:	নালী
		কন্নড়	:	কাদুহোম্লেসোপেলে
		মালয়ালম	:	কাট্টুপুকাইলা
		মারাঠী	:	দেবনালা
		সংস্কৃত	:	বিভীষণ, দেবনালা
		তামিল	:	কাট্টুপুকাইলা
		তেলুগু	:	আদাভিপোকাগু

উদভাবনী নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। পাতায় তামাকের গুণ আছে বলে বৈজ্ঞানিক নামে 'নিকোটিআনেফোলিআ' কথাটার প্রয়োগ।

বর্ণনা

3 থেকে 5 মি. উঁচু গাছ, গুঁড়ি মোটা কিন্তু ফাঁপা। কখনো কখনো উপরার্দ্ধে প্রশাখা হয়। নিম্নাংশে 45 সে.মি. পর্য্যন্ত লম্বা পাতা, বেশ বড়। যত ওপরদিকে ওঠে পাতা আয়তনে তত ছোট হতে থাকে। পাতার শিরা সাদা এবং স্পষ্ট। শাখার শীর্ষে ঘন গুচ্ছে বড় সাদা ফুল ফোটে। 8 মি.মি. ব্যাসের ফল গোলাকার। বীজ অনেক, আয়তনে ছোট এবং হলদে অথবা বাদামী।

প্রাপ্তিস্থান

ডেকান উপদ্বীপের পার্বত্য অঞ্চলে এবং ধারে কাছের সমতল ভূমিতেও পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শিকড় বাদ দিয়ে সারা গাছ অক্টোবর থেকে নভেম্বরের মধ্যে তুলে ছায়ায় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে লাগান হয়।

এই ওষুধের গুণ নিকোটিনেরই অনুরূপ এবং হাঁপানি এবং শ্বাসনালীর প্রদাহমূলক

রোগে উপকারী। সেবনে ঘাম এবং বমির ফলে কাশি কমে যায়। সেবনের পর বমি যদি না হয় এবং ওষুধ ভেতরেই থেকে যায় তাহলে শরীরের পক্ষে সেটা হানিকর হতে পারে। অধিক মাত্রায় মৃত্যুও সম্ভব।

এই ওষুধের ক্ষারীয় পদার্থ 'লোবেলিন' শ্বাসক্রিয়াকে সাহায্য করে। সেই জন্যে অত্যধিক মাদক সেবনের ফলে বা এনিস্থিনিয়ায় অথবা অন্য কোন কারণে শ্বাসের গতি মন্থর বা বন্ধ হলে, এই ওষুধ খুব কার্য্যকারী হয়।

গাছের পাতা এবং শাখা প্রশাখায় দুধের মতন সাদা রস আছে যা গায়ে লাগলে ফোস্কা পড়ে।

শুকনো গাছের প্রভাবে বেশ কিছু দূর থেকেও নাক এবং গলা জ্বালা করে। কর্মীরা তাই এই গাছের কাছাকাছি যেতে বেশ ইতস্ততঃ করেন।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল মার্কিন দেশজ 'লোবেলিআ ইংফ্লাটা'। সেটা এ দেশে চাষের চেষ্টা হচ্ছে। ডেকান উপদ্বীপ এবং আসাম তার পক্ষে প্রশস্ত। 'লোবেলিআ যা থেকে 'লোবেলিন' পাওয়া যায় তা আমদানি করা হয়। অবশ্য ভারতীয় শ্রেণী থেকে প্রাপ্ত লোবেলিআ প্রতিকল্পে ব্যবহার করা হয়।

এই শ্রেণীর আরও কিছু গাছ প্রাকৃতিক প্রাচুর্য্যে ভারতে অনেক পাওয়া যায় কিন্তু ব্যবহার হয় না।

49. মহুয়া

রেখা চিত্র-18

বৈজ্ঞানিক নাম	:	মধূকা ইন্ডিকা	
বর্গ	:	সপোটেসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	: মহুয়া, মহুভা
		গুজরাতি	: মাহুদো
		কন্নড়	: হিপ্পে
		মালয়ালম	: পুনাম
		মারাঠী	: মহুয়া
		ওড়িয়া	: মহুকা
		সংস্কৃত	: মধূকা, বানপ্রস্থ
		তামিল	: এলহুপ্পাই
		তেলুগু	: ইপ্পা

(সাঁওতাল : মটকাম)

সংস্কৃত নামের ভিত্তিতে বাবসায়িক নাম। কিছু প্রাচীন সাহিত্যে এই গাছকে 'বানপ্রস্থ' বলা হয়েছে কারণ এই গাছ বনে জন্মায়।

বর্ণনা

মহুয়া পাতাঝরা গাছ। গাছ বেশ বড় কিন্তু প্রধান শাখা ছোট এবং বহু প্রশাখা ছাতার মতন চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে। 12 থেকে 25 সে.মি. লম্বা পাতা চর্মশ এবং তীক্ষ্ণাগ্র। পাতার শিরা খুব স্পষ্ট। হলুদ রঙের ফুল, ছোট, মাংসাল এবং শাখার শীর্ষে বা কাছাকাছি ঘন গুচ্ছে ফোটে। বাদামী রোমাবৃত ফুলের বৃন্ত নিচের দিকে ঝুলে থাকে। আড়াই থেকে পাঁচ সে.মি. লম্বা, সরস ফল। রঙ সবুজ। খয়েরী রঙয়ের ঝকঝকে বীজ আড়াই থেকে সাড়ে তিন সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

1200 মি. উচ্চতা পর্যান্ত ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এবং সমতল ভূমিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের 'সবমনটেন' অংশে বহু দেখা যায় এবং কোন কোন জায়গায় অরণ্যের অধিকাংশই মহুয়া গাছ।



রেখা চিত্র 18: মহুয়া

ঔষধী গুণ

গাছের ছাল, পাতা, ফুল এবং বীজ ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়।

চুলকানি, মাড়ির ফোঁড়া বা ক্ষত ইত্যাদিতে ছালের কাই উপকারী। বহুমূত্র রোগেও ছালের কাই খেতে দেওয়া হয়।

পাতা কোষ্ঠরোধক। পাতার ছাই ঘিতে মিশিয়ে পোড়া ঘা এবং স্কান্ড রোগে ব্যবহার করা হয়।

ফুল ব্যাকটেরিয়ারোধক। কাশি এবং ব্রনকাইটিসে শরীর ঠাণ্ডা করে এবং শক্তি দেয়। ফুল থেকে তৈরী পানীয় শক্তিবর্দ্ধক এবং টনিক। বীজ, মাতৃস্তনে দুধের উদ্ভব এবং প্রবাহে সাহায্য করে। বীজের তেল রেচক এবং চর্মরোগেও উপকারী।

অন্যান্য প্রয়োগ

মহুয়ার ফুল কাঁচা বা রান্না করে খাওয়া যায় তবে অধিক পরিমাণে অপকার হয়। ফুলের প্রচলিত ব্যবহার মদ, ভিনিগার, সীরাপ, জ্যাম ইত্যাদি প্রস্তুতি।

মহুয়ার তেল সাবান তৈরীর কাজে লাগে এবং গবাদি পশুদের খাওয়ান হয়। কেঁচো বিনাশের জন্য টেনিস কোর্টেও দেওয়া হয়। কাঠ বহু কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী হল 'মধুকা লংগিফোলিয়া' যা ডেকান উপদ্বীপে পাওয়া যায় এবং মহুয়া নামেই পরিচিত। দুই জাতিরই ঔষধী গুণ প্রায় একই বলে ভারতীয় ঔষধকোষে দুই শ্রেণীরই উল্লেখ আছে এবং দুটোই স্বীকৃত।

50. কমলা বা রৈণি

বৈজ্ঞানিক নাম	: মল্লোটুস ফিলিপ্পেনসিস		
বর্গ	: ইউফোর্বিএসি		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	:	কামেলা, সেন্দুরি রোহিনী
	অসমীয়া	:	গাংগই
	গুজরাতি	:	কপিলা
	কন্নড়	:	কেসলই, রোনাটি
	মালয়ালম	:	কপিলা
	মারাঠী	:	সেন্দ্রী
	ওড়িয়া	:	কমলাগুন্ডি
	সংস্কৃত	:	সেন্দুরী, কামেলা
	তামিল	:	কোপিলা পোদি
	তেলুগু	:	কুনকুমা

(সিংভূম, বিহার : গসর্ব)

স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ছোট বা মাঝারি চিরসবুজ গাছ। কখন কখন শাখা প্রশাখায় সমৃদ্ধ হয়ে প্রায় ঝোপে পরিণত হয়। নবীন শাখায় এবং কচি পাতায় প্রচুর পরিমাণে লাল রঙের রোম থাকে। লম্বা বৃন্তের ওপর পাতা একান্তর 7 থেকে 20 সে.মি. লম্বা কিন্তু আকৃতিতে সব সময় এক নয়। পাতার নিচের দিকে লাল লাল গ্রন্থি থাকে এবং শিরা খুব স্পষ্ট। ফুল ছোট। পুরুষ ফুল এবং নারী ফুল আলাদা গাছে ফোটে। নারী ফুল 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা, উর্দ্ধমুখী বৃন্তে ফোটে। হলদে পুরুষ ফুল 8 থেকে 15 সে.মি. লম্বা ঝুলে পড়া স্পাইকে গোছায় ফোটে। ফল 8 থেকে 13 মি.মি. গোলাকার কিন্তু ত্রিধা। ফলের ওপর সূক্ষ্ম লাল রোম থাকে এবং পাউডারের মতন চূর্ণ যা সহজেই মুছে ফেলা যায়।

প্রাপ্তিস্থান

আন্দাজ 1500 মি. উচ্চতায় হিমালয় থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণে কেরল পর্য্যন্ত ভারতের সব উষ্ণ ক্ষেত্রে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

ফলের লাল রোম এবং পাউডার আলাদা করে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। দই অথবা দুধের সঙ্গে পাউডার মিশিয়ে পান করলে টেপওয়ার্মের পক্ষে উপকারী। একমাত্রায় টেপওয়ার্ম বের না হলে দ্বিতীয় মাত্রার প্রয়োজন হয়। কখন কখন মৃত টেপওয়ার্ম বের করার জন্য ক্যাষ্টর অয়েলের সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়ে। ওষুধে রেচকের শক্তি আছে এবং দাদ, চুলকানি ইত্যাদি চর্মরোগে মলমের মতন ব্যবহার করা হয়।

ইঁদুর এবং গিনিপিগের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ফলের রোম খাওয়ালে গর্ভধারণের শক্তি হ্রাস পায়।

অন্যান্য প্রয়োগ

এই গাছেরই প্রখ্যাত 'কামেলা' রঙ যা কাপড় রঙ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। বীজ থেকে পাওয়া তেল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় বলে রং বার্নিস আদি বহু কাজে লাগে। ঐ একই কারণে চিত্রকলার কাজেও তেল জনপ্রিয়।

এই গাছের কাঠ গৃহস্থলির বহু কাজে লাগে এবং জ্বালানী হিসেবেও ব্যবহৃত হয়। দেশলাই বাক্স হয়।

পাতা পশুদের খাদ্য, বীজের খোল খাদ্যের কাজ করে এবং ছালে ট্যানিন থাকায় চামড়া ট্যানিংয়ের কাজে লাগে। মেয়েরা লাল পাউডারের সিঁদুর পরে।

51. পুদিনা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	মেন্থা
বর্গ	:	লেবিএটি
আঞ্চলিক নাম	:	সারা ভারতে আঞ্চলিক নাম 'পোদিনা' ভিত্তিক

বর্ণনা

মেন্থা শ্রেণীর সব গাছই সৌরভযুক্ত। বহু গাছ অনাবাদি আবার কিছু চাষও করা হয়। এই গাছের প্রধান এবং মুখ্য উপকরণ 'মেন্থল' এবং পিপারমিন্ট অয়েল এবং সেই জন্যই এর দাম।

মেন্থা আর্ভেনসিস (ইংরেজি: ফিল্ড মিন্ট, ভারতীয়: পোদিনা)। উর্দ্ধমুখী শাখাময় গাছ, 60 সে.মি. পর্যন্ত উঁচু হয়। পাতা 5 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা, বৃন্ত অত্যন্ত ছোট, কিনারা দাঁতাল। পাতার কক্ষে ছোট ছোট গুচ্ছে ফুল ছোট্ট এবং অল্প নীলাভ।

এই গাছ কাশ্মীরে 1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায় এবং চাষও করা হয়।

এই গাছের পাতার কাই বাতের ব্যথায় এবং অজীর্ণতায় বিশেষ উপকারী। এই বর্গের এক জাপানী শ্রেণী হল 'মেন্থা আর্বেসিস' যা আজকাল জম্মু এবং কাশ্মীরে চাষ করা হচ্ছে। এই গাছের তেল 'মেন্থা পিপারিটা' থেকে পাওয়া আসল পিপারমিন্ট অয়েলের বদলে ব্যবহার করা চলে।

মেন্থা লংগফোলিয়া (ইংরেজি: হর্স মিন্ট, হিন্দী: জংলী পোদিনা, পাঞ্জাবী: কোসু) কাশ্মীর, পাঞ্জাবের উত্তরাঞ্চলে এবং উত্তরপ্রদেশে পাওয়া যায়। এই গাছ জীবাণুনাশক, শক্তিবর্দ্ধক এবং জ্বর ও অজীর্ণতায় উপকারী।

আসল পিপারমিন্ট

এই শ্রেণীর সর্বপ্রধান গাছ হল মেন্থা পিপারিটা (ইংরেজি: পিপারমিন্ট, পাঞ্জাবী: বিলাতি পোদিনা)। কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, মহীশুর, মাদ্রাজ ইত্যাদি বহু জায়গায় আজকাল এই গাছের চাষ হয়।

শুকিয়ে নেওয়া পাতা এবং ফুলন্ত শাখাই ওষুধের কাজে লাগে।

বায়ুরোগ, বমি, উদরাময় ইত্যাদি রোগে এই ওষুধ অত্যন্ত উপকারী। পাতা বেটে নিয়ে মাথা এবং অন্যান্য ব্যথায় লাগানো হয়।

এই ওষুধের প্রধান প্রয়োগ হল এর থেকে প্রাপ্ত 'পিপারমিন্ট অয়েল' (যাতে মেন্থল থাকে)। এই তেল জীবাণুনাশক এবং আন্ত্রিক গোলযোগ, মাথা ব্যথা, বাত, কাশি প্রভৃতি রোগের ওষুধে ব্যবহৃত হয়।

প্রতি বছর প্রায় এক কোটি টাকা মূল্যের পিপারমিন্ট তেল এবং মেন্থল ভারতে আমদানি করা হয়। সেই জন্যে এই শ্রেণীর চাষ ভারতে আরো অনেক বেশী করা একান্ত দরকার।

52. জটামানসি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	নার্ডোস্টাকিস জটামানসি		
বর্গ	:	ভ্যালেরিআনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	জটামানসি
		গুজরাতি	:	জটামানসি
		কাশ্মীরি	:	ভূটিজাট্ৰ
		সংস্কৃত, তামিল, তেলুগু	:	জটামানসি

ভারতীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম 'জটামানসি'।
নামের মূল কারণ হল গাছের কাণ্ডে জটার মতন রোম।

বর্ণনা

60 সে.মি. উঁচু বহুবর্ষী গাছ। গাছের গুঁড়ি কড়া, লম্বা এবং শুকনো পাতার শিরায় ভর্তি যা ঠিক জটার মতন মনে হয়। নিচের দিকের পাতা প্রায় 20 সে.মি. পর্য্যন্ত লম্বা, সরু হয়ে বৃত্তকার হয়ে যায়। ওপরের পাতা অনেক ছোট এবং ডিম্বাকৃতি। ফল ছোট এবং রোমে ঢাকা।

প্রাপ্তিস্থান

3000 থেকে 4500 মি. উচ্চতায় হিমালয়ের পূর্ব প্রান্ত থেকে ভুটান পর্য্যন্ত সর্বত্র পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের গুঁড়ি এবং শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। জটামানসি পুষ্টকারী, উত্তেজক এবং অ্যান্টিস্প্যাসমডিক বলে কিছু ধরণের ফিট, মাংসপেশীর আক্ষেপ এবং হৃদকম্পনে উপকারী। রেচক, মূত্রবৃদ্ধিতে সাহায্য করে, ঋতু বন্ধে কার্যাকরী এবং হজমের পক্ষে উপকারী। 'ভ্যালেরিআনা' নামক ওষুধের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়।

53. তুলসী

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ওসিমুম সাংকটুম		
বর্গ	:	লেবিএটি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	তুলসী
		গুজরাতি	:	তুলসী
		কন্নড়	:	বিষ্ণুতুলসী
		মালয়ালম	:	ত্রিত্তাভু
		মারাঠী	:	তুলসী
		সংস্কৃত	:	মঞ্জরী, কৃষ্ণতুলসী
		তামিল, তেলুগু	:	তুলসী

বর্ণনা

ভারতের প্রসিদ্ধ এবং পবিত্র গাছ। 70 সে.মি পর্যন্ত উঁচু এবং অত্যন্ত রোমশ শাখা প্রশাখাপূর্ণ সোজা গাছ। পাতা বিপরীতমুখী জোড়ায় জোড়ায় ফোটে। পাতা আন্দাজ 5 সে.মি. লম্বা, কিনারা দন্তুল, ওপর এবং নিচে দুদিকেই রোমশ ও কিছু গ্রন্থিময়। গোলাপী বা হালকা বেগুনী ফুল, ছোট, সুগন্ধিত, ছোট স্পাইকে, ছোট গুচ্ছে ধরে। ফল ছোট, বীজ হলুদ বর্ণ কিম্বা কিছু লালচে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে, প্রায়শঃ সব বাড়ীতে, বাগানে এবং মন্দিরে পাওয়া যায়। কখন কখন অনাবাদি প্রাচুর্য্যেও ছড়িয়ে পড়ে।

ঔষধী গুণ

তুলসী গাছের পাতা এবং বীজ ঔষধী। পাতার তেল জীবাণু এবং কীটপতঙ্গ নাশক। পাতার রস ব্রনকাইটিস, সর্দিকাশি এবং অজীর্ণতায় উপকারী। হাজা, দাদ এবং অন্যান্য, চর্মরোগে মলমের কাজ দেয় এবং কানের ব্যথায় পাতার রসের ফোঁটা কানে ঢালা হয়। সর্দি কাশিতে পাতার কাই ভারতীয় প্রায় প্রতি সংসারেরই প্রচলিত ওষুধ।

প্রস্রাবজনিত রোগে, তুলসীর বীজ উপকারী। শিকড়ের মণ্ড পান করলে ঘাম হয় বলে, ম্যালেরিয়া জ্বরে ফলপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

হিন্দু দেবদেবীর পূজায় তুলসী অপরিহার্য্য।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

ওসিমুম কানুম (ইংরেজি: হোরি ব্যাসিল; হিন্দী: কালি তুলসী, রাম তুলসী, ভর্ভরি) প্রায় সারা ভারতে, বিশেষ ভাবে বসতির কাছে ক্ষেতের ধারে এবং পোড়ো জমিতে প্রায়ই দেখা যায়। এই গাছের কালো বীজ টনিক এবং মূত্র বর্দ্ধক। পাতার তেল সাধারণ তুলসীর অনুরূপ।

আঃ ব্যাসিলিকম (ইংরেজি: সুইট ব্যাসিল; হিন্দী: বুবই তুলসী, সবজাহ; পাঞ্জাবী: মুজারিকি; তামিল: কর্পূরি তুলসী) উত্তরপশ্চিম ভারতে আপনিই জন্মায় এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে চাষ করা হয়। এই ওষুধ জ্বর, কাশি, পেটের অসুখ, কৃমি এবং গেঁটে বাতে ফলপ্রদ। পাতার রসে নাক পরিষ্কার হয় এবং চর্মরোগে মলমের মতন ব্যবহার হয়। বীজ কোষ্ঠশুদ্ধি করে এবং অর্শের পক্ষে উপকারী।

এই বর্গের পূর্ব আফ্রিকার এক শ্রেণী আ. কিলিমনডাসচারিকুম কর্পূরের সূত্র হিসেবে সম্প্রতি বেশ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং কাশ্মীর, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিম বঙ্গ, মহারাষ্ট্র, মহিশূর, মাদ্রাজ এবং কেরলে এই শ্রেণীর চাষ হচ্ছে। 1000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত যে কোন জায়গায় এই গাছের চাষ সম্ভব।

কর্পূর নানা ভাবে ওষুধে ব্যবহার করা হয়, বিশেষ করে, ব্যথা, মোচড় ইত্যাদির জন্য মলমে।

54. দুধিয়া কলমী

রেখা চিত্র-19

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ওপের্কুলিনা টুর্পেথুম		
বর্গ	:	কনভলভুলেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	নিশোথ, পিথোরি
		গুজরাতি	:	নাসাতার
		কন্নড়	:	বিলিআলুটিগডে
		মারাঠী	:	নিশোত্তারা
		পাঞ্জাবী	:	নিশোথ
		সংস্কৃত	:	কালপর্ণী, ত্রিপুতি
		তামিল	:	শীভাদাই
		তেলুগু	:	তেল্লাতেগাড়া

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

বড় আরোহী লতা যার শাখায় দুধের মতন রস থাকে। শিকড় লম্বা, সরস এবং শাখান্বিত। শাখা পক্ষযুক্ত। 4 থেকে 10 সে.মি. লম্বা পাতা দেড় থেকে সাত সে.মি. চওড়া, ডিম্বাকৃতি, কিছুটা হৃদপিণ্ডাকার। অল্প ফুলের গুচ্ছে ফোটা 4 থেকে 5 সে.মি. লম্বা ফুল দেখতে অনেকটা চোঙার মতন। বৃতি আন্দাজ 2 সে.মি. লম্বা কিন্তু গাছে যখন ফল ধরে তখন বড় হয়ে ফলকে জড়িয়ে ফেলে।

প্রাপ্তিস্থান

1000 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত প্রায় সারা ভারতেই পাওয়া যায়। ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্য বাগানেও পোঁতা হয়।

ঔষধী গুণ

শিকড় শুকিয়ে নিলে ওষুধ হয়। যে গাছে সাদা ফল ধরে সেই গাছের শিকড় নিতে হয় এবং শিকড়ের ছাল অক্ষত থাকা অপরিহার্য্য।

এই ওষুধে তুর্পেথীন আছে। ঔষধী গুণে এই গাছের তুর্পেথ একস্যোজোনিয়ম পূর্ণা থেকে পাওয়া যায় জোলাপের অনুরূপ এবং পরিবর্তে ব্যবহারের পক্ষে উপযুক্ত।



রেখা চিত্র 19: দুধিআ কলমী

শিকড়ের চূর্ণ রেচক। বাজারে যে তুর্পেথ পাওয়া যায় তাতে শিকড়ের সঙ্গে শাখা প্রশাখার অংশ মেশানো থাকে।

55. ইসবন্দ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পেগানুম হার্মালা		
বর্গ	:	রুটাসিআ		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	গন্ধ্যা, হার্মাল
		গুজরাতি	:	হার্মার
		পাঞ্জাবী, মালয়ালম	:	হার্মাল
		তামিল	:	সিমাইয়ারাভান্দি
		তেলুগু	:	সিমাগোরান্তি

স্থানীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

30 থেকে 90 সে.মি. পর্যন্ত উঁচু ঝোপ। 5 থেকে 7 সে.মি. লম্বা পাতা বহু বৃত্তাংশে ভাগ করা। 2 থেকে 3 সে.মি. ব্যাসের ফুল, সাদা, পত্রকক্ষে একক ভাবে ফোটে। 5 থেকে 8 মি.মি. ব্যাসের ফল, গোলাকৃতি এবং বহু লতিযুক্ত। বাদামী রঙের বীজ আড়াই থেকে চার মি.মি. লম্বা এবং নানান আকারের, তবে বীজের ওপর জালক আবরণ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের উত্তর, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত এবং ডেকানের শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া বীজ ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। বীজে বহু প্রকার ক্ষারীয় পদার্থ আছে যার জন্যে হাঁপানি, হিষ্টিরিয়া, বাত, জ্বর, জনডিস, পাথুরি এবং কলিক ব্যাথায় বিশেষ উপকারী। ঋতু প্রাসঙ্গিক যন্ত্রণায় এবং অন্যান্য অসুবিধায় ফলপ্রদ। বীজ কৃমিনাশক, বমনে সাহায্য করে এবং নারকটিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

বীজ থেকে প্রাপ্ত ক্ষারীয় পদার্থের মধ্যে আছে 'হর্মলিন', 'যাগীন' এবং 'হর্মিন'। এই তিনটেই মনোক্রিয়াশীল অর্থাৎ মস্তিষ্কের ক্রিয়া এবং নার্ভতন্ত্রের ওপর প্রতিক্রিয়ার ফলে কল্পনাপ্রসূত মনোবিকারে ঘটে। অতিরিক্ত মাত্রা অহিতকর ভাবে নার্ভতন্ত্রকে মন্থর এবং শিথিল করে দেয়।

এই ওষুধের জীবাণুনাশক গুণ পরীক্ষিত কিন্তু হাসপাতালে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে ম্যালেরিয়ার ওপর এর কোন প্রভাব নেই।

অন্যান্য প্রয়োগ

বীজ থেকে লাল রঙ পাওয়া যায়। শিকড় চূর্ণ করে সরষের তেলে মিশিয়ে মাথায় মাখলে উকুন মরে আর গাছের কিছু শাখা ঘরে রাখলে মশা আসে না।

56. চাগুলবোটি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পর্গুলারিআ দাএমিআ		
বর্গ	:	এসক্লেপিএডেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	উত্রাণ, উতার্ণি, সাদোভানি
		গুজরাতি	:	চামারদুধি, নাগলাদুধকি
		মারাঠী	:	উতারাণ
		পাঞ্জাবী	:	কড়িআল
		সংস্কৃত	:	যুগফল
		তামিল	:	উত্তামানি
		তেলুগু	:	দুস্তপাতিগে
		(মধ্যপ্রদেশ : ঘোল লকড়ি, কাদওয়া দোদ)		

বর্ণনা

জড়ানো লতা। রোমশ শাখায় দুধের মতন সাদা রস থাকে। 4 থেকে 6 সে.মি. লম্বা পাতা, ডিম্বাকৃতি বা মণ্ডলাকার এবং নিচের দিকে রোমশ। ফ্যাকাসে বা সাদা ফুল ছোট গুচ্ছে ফোটে। 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা এবং 1.3 সে.মি. চওড়া শুঁটি একসঙ্গে দুটো করে হয়। শুঁটির গাময় কাঁটা, নিচের দিকে মুড়ে থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

1000 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

পুরো গাছই ওষুধের কাজে লাগে।

পাতার রস সর্দিকাশিতে এবং বাচ্চাদের পেটের অসুখে উপকারী। বাতে এবং ঋতুবন্ধে যে বিশেষ রেচক দেওয়া হয়, চাগুলবটি তার এক বিশেষ উপকরণ। এই ওষুধ গর্ভাশয়ের পক্ষে টনিকের কাজ করে এবং শ্লেষ্মা ও বমি কমাতে সাহায্য করে। গর্ভাশয়ের ব্যাপারে ওষুধের গুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত এবং দেখা গেছে যে স্ত্রী প্রাসঙ্গিক রোগে, যেমন অতিরিক্ত রক্তস্রাবে উপকারী। পর্গুলারিআর ক্রিয়া অনেকটা পিটু ইট্রিনের অনুরূপ।

57. কটকি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পিক্রোরিঝাকুরোআ		
বর্গ	:	স্কফুলেরিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কুটকি, কুরু
		গুজরাতি	:	কাদু
		কাশ্মীরি	:	কারু
		মালয়ালম	:	কাটুখুবানি
		মারাঠী	:	কুটাকি
		পাঞ্জাবী	:	কালিকুটকি
		সংস্কৃত	:	কাটুকা
		তামিল	:	কাটুকু রোগানি
		তেলুগু	:	কাটুকু রোনি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'পিক্রোরিঝা'।

বর্ণনা

ছোট গাছ। 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা স্পেচুলা আকারের পাতা। শেষের দিকে চওড়া বেশী। গাছের প্রকাণ্ড 15 থেকে 25 সে.মি. লম্বা এবং কাঠের মতন শক্ত। পাতাবিহীন সোজা শাখায়, পাতলা বেলনাকৃতি স্পাইকে দু রকমের ফুল ফোটে, কোনটার পুঃ দণ্ড 8 মি.মি. লম্বা, কোনটার মাত্র দুই মি.মি.। ফল আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীর থেকে সিকিম পর্য্যন্ত 3000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকাণ্ড শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওষুধ পুষ্টিকারক, কটু এবং পর্য্যায়রোধী। সেবনে পিত্তবৃদ্ধি হয়। এতে জেনসিআনের গুণ আছে অর্থাৎ ক্ষিদে বাড়ায় এবং পাচনে সাহায্য করে। শোথরোগেও উপকারী। ওষুধের অ্যান্টিবায়োটিক গুণ পরীক্ষামূলক ভাবে সপ্রমাণিত।

হিমালয়ে 3 থেকে 4 হাজার মি. উচ্চতায় সহজেই চাষ করা যায়। আসল জেনসিআনের পরিবর্তে ব্যবহার করা যায় বলে এই গাছের প্রাধান্য অনেকখানি।

58. সরলগাছ (পাইন)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পীনুস রক্সবর্গি		
বর্গ	:	কোনিফেরা		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	চীড়
		অসমীয়া	:	তেল্লিয়া
		পাঞ্জাবী	:	চিল
		তামিল	:	সিমাইদেবাদারি

প্রসিদ্ধ উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক রক্সবার্গ, যাঁকে ভারতীয় উদ্ভিদ বিজ্ঞানের পিতা বলে আখ্যায়িত করা হয়, তাঁরই সম্মানে বৈজ্ঞানিক নামে 'রক্সবর্গি'।

বর্ণনা

পাইন নামেই প্রসিদ্ধ এই গাছ বেশ বড় হয়। ছুঁচের আকারে পাতা একসঙ্গে তিনটে করে হয়। পুরুষ 'কোণ' ছোট। নারী কোণ 10 থেকে 20 সে.মি. লম্বা এবং আকারে অনেকটা মোচার মতন।

প্রাপ্তিস্থান

নিম্ন হিমালয়ে এবং ভারতের অন্যান্য পাহাড়ে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। বাগানের শোভাবৃদ্ধির জন্যও পোঁতা হয়।

ঔষধী গুণ

চীড় এবং এই শ্রেণীর অন্য গাছ থেকে গঁদের মতন তার্পিন নামীয় রঞ্জন বের হয় যার থেকে তার্পিন তেল বের করে ওষুধের কাজে লাগানো হয়।

এই তেল চামড়ায় লাগালে অল্প জ্বালা করে। সেইটাই এর ঔষধী গুণের আসল সূত্র। অল্প মাত্রায় সেবন করলে কাশি কমে এবং ক্রনিক ব্রনকাইটিসেও উপকার হয়। বায়ুঘটিত কলিক কমায়। টাইফয়েডে সীমিত ভাবে ব্যবহার হয় এবং অল্প রক্ত পাতে যেমন মাড়ি থেকে বা নাক থেকে রক্ত পাত বন্ধ করায় সাহায্য করে। এনেমা দিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। এর অতি প্রচলিত প্রয়োগ হল বাতের ব্যথার জন্য লোশন তৈরীর উপকরণ হিসেবে। তেল শুঁকলেই শ্বাসনালীর যথেষ্ট উপকার হয়।

অন্যান্য প্রয়োগ

চীড়ের কাঠ বহু কাজে লাগে। যেমন পাহাড়ী বাড়ী তৈরি, চায়ের পেটি, ফার্নিচার, দেশলাইএর কাঠি এবং বাক্স, খেলার জিনিষ, বাজনা ইত্যাদি।

এর গঁদে চুড়ি তৈরী হয়। ছালে ট্যানিন আছে এবং রংও পাওয়া যায়।

59. জাট্য বা পিপুল

বৈজ্ঞানিক নাম	: পীপের লংগুম		
বর্গ	: পাইপরেসি		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	: পিপাল, পিপালি	
	অসমীয়া	: পিপ্লু	
	গুজরাতি	: পিপলি	
	সংস্কৃত	: পিপ্পালি, মগধি	
	তামিল, তেলুগু	: পিপিলি	

সাধারণ ইংরেজি নাম 'পেপর'। সেই ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'লং পেপর'। 'লং' কথাটা যোগ করা হয়েছে কারণ এই বর্গের আর এক শ্রেণী,পীপের নিগ্রুমের অনুপাতে এর 'স্পাইক' লম্বা।

কিছু প্রাচীন সাহিত্যে একে বলা হয়েছে 'মগধী'। তা থেকেই বোঝা যায় যে এটা মগধ অর্থাৎ উত্তর বিহারেরই স্থানীয় উদ্ভিদ।

বর্ণনা

ছোট্ট সুরভিত লতা যা জমিতে ছড়ায় এবং ওপরেও ওঠে। নিচের বৃহদাকার লতিযুক্ত পাতা 6 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, ডিম্বাকৃতির আধারে হৃদপিণ্ডাকার ওপরের পাতাও অনুরূপ তবে কিছুটা লম্বা ধরনের। ওপর দিকে পাতার রঙ ঝকঝকে সবুজ, নিচের দিকে ফ্যাকাসে। উপপত্র 1.3 সে.মি. লম্বা কিন্তু সহজেই ঝরে যায়। ফুল স্পাইকে ধরে। পুরুষ ফুলের স্পাইক কক্ষ সরু, নারী ফুলের পক্ষ বৃত্তাকার। আড়াই থেকে চার সে.মি. লম্বা, মাংসাল এবং ঝকঝকে ঘন সবুজ স্পাইকে ছোট, ডিম্বাকৃতি ফল ধরে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের উষ্ণাঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

স্পাইক সমেত শুকিয়ে নেওয়া ফলই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

পুষ্টিকর টনিক। উত্তেজক নস্যি এবং পক্ষাঘাত ও বাতের ব্যথার জন্য মালিস

তৈরীর কাজে লাগে। শুকনো কাঁচা ফলের কাই ক্রনিক ব্রনকাইটিসে ফলপ্রদ। পাকা ফল সুগন্ধিত, পাকস্থলীর পক্ষে উপকারী এবং বায়ুনাশক।

পাতার অ্যান্টিবায়োটিক গুণ পরীক্ষিত এবং সপ্রমাণিত।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

এই বর্গের আর একটি প্রধান শ্রেণী হল পীপের নিগ্রম (বাংলা ও হিন্দী: গোল মরিচ বা কালো মরিচ; সংস্কৃত: কফবিরোধী)। প্রায় সব ভারতীয় ভাষায় নামের মূলে ফলের আকার (গোল) অথবা রং (কালো)। সংস্কৃত নাম ওষুধের গুণবাচক।

লতা বেশ বড় এবং আরোহী। পাতা বড়, ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার। ফুল লম্বা স্পাইকে ফোটে। 6 থেকে 7 মি.মি. ব্যাসের ফল, ছোট এবং গোলাকার। ফলের রং হলদে, পাকলে লাল।

কাঁচা অবস্থায় শুকিয়ে নেওয়া ফলই কালো মরিচ। উত্তেজক, বায়ু নাশক এবং পাকস্থলীর পক্ষে উপকারী। অধিক সেবনে ঘাম হয় এবং দেহ উত্তপ্ত করে। প্রস্রাববৃদ্ধির গুণ আছে কিন্তু কখন কখন মূত্রনালীতে জ্বালাও সৃষ্টি করে। কিছু পরীক্ষায় এই বীজের অ্যান্টিবায়োটিক গুণও সপ্রমাণিত।

পীপের কুবেবা (কুবেব, শীতলচিনি, সুগন্ধমরিচ, কাবাবচিনি) দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার গাছ যার তেল মূত্রসম্পর্কিত রোগে উপকারী। ভারতের পূর্বদক্ষিণ অঞ্চলে এর চাষ সহজেই সম্ভব।

60. ইসবগুল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	প্লান্টাগো ওভাটা
বর্গ	:	প্লান্টাজিনেসি
আঞ্চলিক নাম	:	প্রায় সমস্ত ভারতীয় ভাষায় এই ওষুধের আঞ্চলিক নাম সংস্কৃত 'ইসবগোলা' বা 'ইসবগোলে'র প্রকারভেদ এবং তারই ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ঘন রোমে ঢাকা প্রায় শাখাহীন ছোট লতা। 8 থেকে 25 সে.মি. লম্বা এবং সরু পাতা। বেলনাকার স্পাইকে ছোট ফুল দেড় থেকে চার সে.মি. লম্বা। ফল 8 মি.মি. লম্বা যার ওপরের অংশটা মনে হয় যেন একটা ঢাকনা। বীজ নৌকাকৃতি।

প্রাপ্তিস্থান

উত্তরপশ্চিম ভারতের কিছু জায়গায় প্রাকৃতিক। অন্যত্র চাষ করতে হয়।

ঔষধী গুণ

ইসবগুলের বীজ ওষুধের কাজে লাগে। বীজে প্রভূত পরিমাণে এলবুমেন এবং মিউসিলেজ থাকার কারণেই ওষুধের গুণ।

বহুবিধ ক্রনিক রোগে যেমন, অ্যামিবিক অথবা ব্যাসিলরি আমাশয় এবং ক্রনিক অতিসারে ইসবগুল অত্যন্ত উপকারী শ্লৈষ্মিক ঝিল্লীকে ঠাণ্ডা রাখে এবং কোষ্ঠবদ্ধতা দূর করতে সাহায্য করে। সেবনের আগে বীজ জলে ভিজিয়ে নিলে নরম হয় এবং তাড়াতাড়ি কাজ করে। শুকনো বীজ আন্ত্রিক গোলযোগ করে এবং পাচনে বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

বীজের মিউসিলেজ মলকে নরম করে ফুলিয়ে দেয় এবং বহিস্করণে সাহায্য করে। বীজ চূর্ণ করার পর ঝেড়ে নিলে যে খোলস আলাদা হয়ে যায় তাকেই বলা হয় ইসবগুলের ভূষি।

ভূষির গুণ বীজেরই অনুরূপ অথচ লাভ এই যে অন্ত্রে আটকে থেকে কোন অসুবিধা ঘটায় না। জলে না ভিজিয়েই ভূষি খাওয়া যায়। বীজের চেয়ে সেটা বেশী সুবিধা এবং সহজ।

বীজের ভ্রূণতলে যে তেল পাওয়া যায় তাতে শতকরা 50 ভাগ লিনোলিক অ্যাসিড থাকার ফলে ধমনী কাঠিন্যে অত্যন্ত উপকারী। কুসুম তেলের তুলনায় এই তেল বেশী সক্রিয় এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে খরগোসের পিত্তস্তরকে কমিয়ে দিয়েছে।

61. ইন্ডিয়ান পোডোফিল্লুম

বৈজ্ঞানিক নাম	:	পোডোফিল্লুম হেক্সান্দ্রুম		
বর্গ	:	বের্বেরিডেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	বনবেগন, পাপ্রি
		গুজরাতি	:	ভেনিভেল
		কাশ্মীরি	:	বনওআগন
		মারাঠী	:	পদওআল
		পাঞ্জাবী	:	বনকাকড়ি, গুল কাকড়ি

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ছোট এবং সরস, সোজা গাছ যার শিকড় এবং প্রকাণ্ড মাটির ওপরই ছড়িয়ে থাকে। যে শাখায় ফুল ধরে সেটা উর্দ্ধমুখী এবং ওপরে দুটো পাতা থাকে। পাতার ব্যাস 15 থেকে 25 সে.মি. 3 থেকে 5 টি বৃত্তাংশে গভীর ভাবে ভাগ করা, কিনারা দাঁতালো এবং অল্প বেগুনী দাগ থাকে। আড়াই থেকে পাঁচ সে.মি. ব্যাসের পেয়ালা আকারের সাদা বা ঈষৎ গোলাপী ফুল, একক ভাবে ফোটে। আড়াই থেকে পাঁচ সে.মি. ব্যাসের ফল, ডিম্বাকৃতি এবং অল্প লালচে।

প্রাপ্তিস্থান

হিমালয়ের আভ্যন্তরীণ অঞ্চলে 3000 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়। কাশ্মীরে 1800 পর্যান্ত নেমে আসে।

ঔষধী গুণ

গাছের কাণ্ড শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। প্রকাণ্ডে এক রকম রজন থাকে, পোডোফিল্লিন, যা রেচক। কার্যকরী হতে সময় নেয় কিন্তু শক্তি অনেক। অধিক পরিমাণে তীব্র জ্বালা সৃষ্টি করে, পেটে মোচড় দেয়। সাধারণতঃ বেলাডোন্নার সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করা হয়। বহু চর্মরোগে এবং টিউমারের ক্রমবৃদ্ধিতে উপকারী। ক্যানসার টিস্যুর ওপর কোন প্রভাব আছে কিনা তা বর্তমানে পরীক্ষাধীন।

এই বর্গের এক মার্কিণী দেশজ শ্রেণী হল পোডোফিল্লুম পেল্টাটুম যার কিছু কিছু চাষ ভারতে হয়। কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশ এবং সিকিমে, হিমালয়ের পার্বতা অঞ্চলে 1500 থেকে 3000 মি. উচ্চতায় এই শ্রেণীর চাষ সম্ভব।

62. লতা কস্তুরি

রঙিন চিত্র-5

বৈজ্ঞানিক নাম	: সোরালেআ কোরিলিফোলিআ		
বর্গ	: পেপিলিওনেসি		
আঞ্চলিক নাম	: হিন্দী	: বাবচি	
	গুজরাতি	: বাভাচি	
	মারাঠী, পাঞ্জাবী	: বাবচি	
	সংস্কৃত	: সুগন্ধকন্টক	
	তামিল	: কার্পোকারিষি	
	তেলুগু	: কালা গিজা	
	উর্দু	: বাকুচি	

বৈজ্ঞানিক নাম সোরালেআ এবং দেশজ নাম বাবচির ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

ঘন রোমশ এবং গ্রন্থিময় শাখার সোজা গাছ। পাতা গোলাকার, ওপরে এবং নিচে কালো গ্রন্থি থাকে। নীলাভ গোলাপী ছোট ফুল পত্রকক্ষে একগুচ্ছে 10 থেকে 40 টি পর্যন্ত ফোটে। ফল কালো, গোলাকার অথবা আয়ত এবং ঘন গর্তে ভরা। বীজ একটা, মসৃণ।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে পোড়ো জায়গার আগাছা। কোন কোন জায়গায় চাষ করা হয়।

ঔষধী গুণ

বীজই ওষুধের কাজে লাগে।

বীজের তেল চর্ম রোগের কিছু জীবাণুর ওপর অত্যন্ত কার্যাকরী। সেই কারণে কুষ্ঠ এবং শ্বেতীরোগের জন্য মলমের কাজে এবং খাওয়ার ওষুধের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মূত্রবিরেচক। কৃমিনাশেব গুণও বীজে আছে। জীবাণু এবং কৃমিনাশক গুণ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত। বীজের নির্যাস যৌনব্যাধি সম্পর্কিত না হলে তবেই শ্বেতীরোগে ফলপ্রদ হয়। কুষ্ঠ রোগে ব্যবহৃত হয় বলে এর আর এক নাম 'কুষ্ঠনাশিনী'। দাঁতের গোড়া পচে গেলে এই গাছের শিকড়ে উপকার পাওয়া যায়।

63. ইণ্ডিয়ান কিনো

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টেরোকার্পুস মার্সুপিউস		
বর্গ	:	পেপিলিওনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	পিআসাল, বিজাসাল
		গুজরাতি	:	বিবলা
		কন্নড়	:	হোন্নে
		মালয়ালম	:	কিনো
		মারাঠী	:	হোনি
		সংস্কৃত	:	মহাকূটজ

গাছের ছালে যে গঁদ থাকে তারই নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'কিনো'।

বর্ণনা

গাছ বেশ বড় এবং শোভনীয়। গাছের পাতা সংযুক্ত, 5 থেকে 7 টি উপপত্র থাকে। উপপত্র 8 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, আয়ত বা দীর্ঘ বৃত্তিত। বড় এবং ঘন গুচ্ছে সুগন্ধিত হলদে ফুল আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা। গোলাকার সপক্ষ ফল 2 থেকে 5 সে.মি. লম্বা। ভেতরে একটাই বীজ।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের মধ্য এবং উপদ্বীপ অঞ্চলে বিশেষ করে মিশ্রিত পাতাঝরা অরণ্যে খুবই সাধারণ। গুজরাট, মধ্য এবং হিমালয়ের নিম্নস্তরে প্রায় 1100 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত দেখতে পাওয়া যায়। গাছে যখন ফুল ধরে তখন অপূর্ব সুন্দর লাগে।

ঔষধী গুণ

গাছের পাতা, ফুল এবং গঁদ ঔষুধের কাজে লাগে।

ছাল কাটলেই যে গঁদ বের হয় তাকেই বলা হয় 'কিনো'। কিনো কোষ্ঠরোধক এবং অতিসারে উপকারী। এর ক্রিয়া খয়েরের তুলনায় কোমল। দাঁতের ব্যথাতেও কার্য্যকারী। জ্বর এবং মূত্রদোষে ব্যবহার হয়। পাতা থেঁতো করে ফোড়া ঘা এবং অন্যান্য চর্ম রোগে মলমের মতন ব্যবহার হয়।

ডায়াবিটিস (বহুমূত্র) রোগে এই ওষুধ ফলপ্রদ। এই গাছের কাঠ সারারাত জলে

ভিজিয়ে রাখার পর সেই জল পান করলে ডায়বিটিসে উপকার হয়। এই দাবীর অবশ্য বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে শতকরা মাত্র সাতজন উপকৃত হয়েছেন।

অন্যান্য প্রয়োগ

গাছের কাঠ বাড়ী তৈরির কাজে এবং উচ্চমানের ফার্নিচারের পক্ষে উপযুক্ত।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী টেরোকাপুস সান্তালিনস (হিন্দী: লালচন্দন; সংস্কৃত: রক্তচন্দন) ঔষধী হিসেবে উপকারী। এই গাছের অন্তঃকাঠ (হার্ট উড) মাথা ব্যথা এবং অঙ্গ প্রদাহে প্রলেপের কাজে ব্যবহার হয়। দক্ষিণ ভারতে এই গাছ কাঠ হিসেবেও জনপ্রিয়।

64. চন্দ্রা বা সর্পগন্ধা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	রাউভলফিয়া সার্পেণ্টিনা		
বর্গ	:	এপিসিনেসিএ		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ছোটা চাঁদ
		মালয়ালম	:	চুভান্নাএলপুরি
		মারাঠী	:	হর্কায়া
		সংস্কৃত	:	সর্পগন্ধা, চন্দ্রিকা
		তামিল	:	চাভন্ডা আভালপরি
		তেলুগু	:	পাতালগন্ধি
		উর্দু	:	ধনবরুআ

(সারণপুর : মূংগা)

বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম রাউভলফিয়া। রাউভলফিয়া ছিলেন ১৮ শতাব্দীতে এক জার্মান উদ্ভিদ বৈজ্ঞানিক এবং চিকিৎসক।

বর্ণনা

উর্দ্ধমুখী, 30 থেকে 75 সে.মি. উঁচু পরিচ্ছন্ন ঝোপ। এক গ্রন্থিতে একাধিক, 8 থেকে 20 সে.মি লম্বা পাতা চক্রকার হয় এবং শীর্ষ দেশে সরু হয়ে ছোট্ট বৃন্তের মতন হয়ে যায়। দেড় সে.মি. লম্বা ফুল, পাপড়ি সাদা কিম্বা গোলাপী, পুষ্পবৃন্ত গভীর লাল। ছোট ছোট গুচ্ছে ফোটে। ফল ছোট এবং গোলাকার, পাকলে ঘন বেগুনী বা কালচে।

প্রাপ্তিস্থান

1000 মি. উচ্চতা পর্য্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বাঞ্চলেই পাওয়া যায়। পশ্চিম এবং পূর্ব ঘাটের নিম্ন পাহাড়ী এলাকায় আর হিমালয়ের কিছু অংশে বেশী জন্মায়। বাংলা, বিহার, উত্তর প্রদেশ এবং মহারাষ্ট্রের কিছু অঞ্চলেও দেখা যায় এবং আজকাল চাষও বহু জায়গায় নিয়মিত করা হয়।

ঔষধী গুণ

তিন চার বছর বয়সের গাছ, শরৎ কালে সংগ্রহ করার পর, অক্ষত ছাল সমেত শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। সাধারণ বিশ্বাস যে এই ঔষধী গাছের

ব্যবহার ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রে প্রায় চার হাজার বছর ধরে প্রচলিত। চড়ক সংহিতাতেও এর উল্লেখ আছে।

শিকড়ে বহুপ্রকার ক্ষারীয় পদার্থ আছে। এর প্রধান ব্যবহার রক্ত চাপ কমাবার জন্য, স্থৈর্যদান এবং সম্মোহক হিসেবে। উচ্চ রক্তচাপে এবং উন্মাদ রোগে এই ঔষুধের ব্যবহার বহুল প্রচলিত। স্থৈর্যদানে সময় নেয় বলে জটিলাবস্থায় ব্যবহার কম হয় তবে দীর্ঘস্থায়ী মানসিক রোগে এবং অগভীর উদ্বিগ্নতায় যথেষ্ট উপকারী। সর্পগন্ধা সম্মোহিত করে শান্তি দেয়। ব্রনকাইটিস, হাঁপানি এবং গ্যাসট্রিক আলসারের রুগীদের এই ওষুধ দেওয়া হানিকর।

সর্পগন্ধার শিকড় জ্বর এবং পেটের কিছু অসুখের জন্য উপকারী।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণীর কিছু গাছ যেমন রাঃ টেট্রোফিল্লা ওষুধের কাজে লাগে।

এই বর্গের গাছ নিয়ে অনেক গবেষণা হচ্ছে এবং এসবে ভারত শুধু অগ্রণীই নয়, গৌরবান্বিত। তবে কিছু দেশের প্রচেষ্টা কিছু সমন্বয়ী ওষুধ রাসায়নিক প্রণালীতে সৃষ্টি করা। সমতল ভূমিতে, চিরসবুজ অরণ্যে এবং হিমালয়ের কিছু অংশে এর চাষ সহজ এবং সম্ভব।

শিকড় চেরাই করে চাষ করাই এর সহজ পদ্ধতি। বীজও বপন করা যায় এবং ডাল কেটেও লাগানো যায়। এক একর জমি থেকে 6 থেকে 7 কুইন্টাল ওষুধ পাওয়া যায়। দেরাদুনের ফরেষ্ট রিসার্চ ইনস্টিট্যুট দু-বছরের পুরোন জমি থেকে অনেক বেশী পরিমাণ পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

65. কোকিমা বা রেবন্দচিনি

বৈজ্ঞানিক নাম	:	রেউম এমোডি		
বর্গ	:	পোলিগোনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	রেবন্দচিনি
		গুজরাতি	:	গামনিরেভনচিনি
		সংস্কৃত	:	রেবৎ চিনি
		তেলুগু, তামিল	:	নাট্টুইরেভলচিনি

বর্ণনা

লম্বা গাছ। শিকড় এবং গুঁড়ি বেশ শক্ত এবং মোটা। নিচের দিকের পাতা বেশ বড়। 30 থেকে 45 সে.মি. লম্বা এবং মোটা বৃন্তে, গোলাকার পাতার ব্যাস প্রায় 60 সে.মি.। রক্ত বেগুনী ছোট ফুল বড় গুচ্ছে ফোটে। 1.3 সে.মি. লম্বা ফল, রং বেগুনী।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং নেপালে 3,000 থেকে 4,000 মি. উচ্চতায় হিমালয়ে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকাণ্ড শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়। আর এক শ্রেণী হল রেউম ওয়েবিআনুম। ফুল ফোটার ঠিক আগে 6 থেকে 7 বছরের পুরোনো গাছের প্রকাণ্ড নেওয়া এবং ছাল অক্ষত রাখা একান্ত প্রয়োজন।

রেবন্দচিনি রেচক। ওষুধে ট্যানিন থাকার ফলে কোষ্ঠশুদ্ধির পর কোষ্ঠরোধক-প্রভাবে কোষ্ঠবদ্ধতাও সম্ভব। অল্প ব্যাধিতে ফলপ্রদ। ট্যানিন আছে বলে কোন কোন অতিসারে (যেমন অন্ত্রে কোন উত্তেজক কিছু থাকার ফলে যে অতিসার) এই ওষুধ উপকারী।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

ব্রিটেনের ঔষধ কোষে রেউম পামাটুসের প্রকাণ্ড থেকে পাওয়া ওষুধ স্বীকৃত। কিন্তু ভারতীয় শ্রেণী থেকে পাওয়া ওষুধও সন্তোষজনক।

66. এরি বা ভেরেন্ডা

(ক্যাষ্টর অয়েল বীজ)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	রিসিনুস কম্মুনিস		
বর্গ	:	ইউফোবিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	আরন্ডি
		অসমীয়া	:	ভেরেন্ডা
		গুজরাতি	:	দিভেলি
		মালয়ালম	:	আভানাক্কা
		মারাঠী	:	আরন্ডি
		ওড়িয়া	:	জড়া
		সংস্কৃত	:	এরান্ডা
		তামিল	:	আমানাক্কাম
		তেলুগু	:	এরান্ডামু

কখন কখন এই শ্রেণীর বিভিন্ন গাছকে স্থানীয় ভাষায় আলাদা নাম দেওয়া হয়; যেমন বীচি সাদা হলে ভট রেন্ডি, ফ্যাকাশে হলে যোগীয়া রেন্ডি।

প্রাচীন সাহিত্যে এই গাছের উল্লেখ আছে 'চিত্রবীজ', 'পঞ্চাংগুল' এবং 'বাতারি' নামে। তিনটিই গাছের আকার অথবা ঔষধী গুণের পরিচায়ক। বীজ কিছু চিত্রিত তাই 'চিত্রবীজ'। গাছের পাতা হস্তাকার এবং পাঁচটা শিরা আছে তাই 'পঞ্চাংগুল' এবং বাতের অরি (শত্র) তাই 'বাতারি'।

ইংরেজী নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'ক্যাষ্টর অয়েল'।

বর্ণনা

ঝোপাকৃতি হলেও কখন কখন বড় গাছে পরিণত হয়। পাতা গোলাকৃতি কিন্তু সাত (কখন কখন নয়) ভাগে ভাগ করা এবং কিনারা দাঁতাল। বড় বড় ফুল শাখার শীর্ষে ঘন গুচ্ছে ফোটে। কাঁটাযুক্ত ঝৈল্লিক আবরণে ঢাকা ফল 6 ভাগে ভাগ করা। কঠিন খোলাযুক্ত বীজ আয়ত। এই বর্গের আর এক শ্রেণীর গাছ বহুবর্ষী। তার শাখা শক্ত এবং লাল রংয়ের বীজ বেশ বড়। তার তেল জ্বালানী এবং মেশিনে দেওয়ার পক্ষেই উপযুক্ত। অন্য শ্রেণী যা বাৎসরিক ভাবে চাষ করা হয় তার বীজ ধূসর এবং চিত্রিত।

তারই তেল ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। আরও এক শ্রেণী আছে যার পাতা বেগুনী এবং তামাটের সংমিশ্রণ। সে গাছ শুধুই বাগানের শোভা।

প্রাপ্তিস্থান

প্রায়শঃ ক্ষেতের ধারে এবং বাগানে চাষ করা হয়। প্রাকৃতিক ভাবে পাওয়া যায় বসতির ধারে, মাঠে, বাগানে এবং পোড়ো জমিতে।

ঔষধী গুণ

গাছের বীজ ওষুধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

বীজ অত্যন্ত বিষাক্ত। দুটো তিনটে বীজই মৃত্যু ঘটাতে পারে। বীজ থেকে পাওয়া তেল, ক্যাষ্টর অয়েল, রেচকের কাজে লাগে। ফলের রস অথবা দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করাই সাধারণ পদ্ধতি। চোখের ওষুধ তৈলাক্ত করার জন্য এবং মলমে প্রশম হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

সন্তান প্রসবে সাহায্য কিছু করে কিনা সন্দেহজনক। উপরন্তু, গর্ভবতী নারীর পক্ষে এবং মাসিক স্রাবের সময় রেচক হিসেবেও এই তেল ব্যবহার করা অনুচিত।

গর্ভনিরোধী জেলী এবং ক্রিম তৈরির কাজে এই তেল লাগে। (বাস্তারের আদিবাসীরা গাঁটের ব্যথায় এই গাছের পাতা ঘসে। কচি পাতা থেঁতো করে রেচকের জন্যও তারা ব্যবহার করে)।

এই তেল দিয়ে তৈরি 'জেল' চর্মরোগে ফলদায়ক এবং একজিমা বা ঐ ধরণের অন্য চর্মরোগের প্রতিষেধক।

67. চন্দন (সুখদ)

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সান্তালুম অবলুম		
বর্গ	:	সান্তালাসিআ		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	চন্দন, সান্দাল
		গুজরাতি	:	সুখদ
		কন্নড়	:	অগরু গন্ধা
		মারাঠী	:	চন্দন
		সংস্কৃত	:	মলযূজ, ভোগীবল্লভ
		তেলুগু, তামিল	:	চন্দন, সান্দাল

গাছের ভারতীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

মধ্য আয়তনের চিরসবুজ গাছ যার শাখা প্রশাখা নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। গাছের ছাল কালচে, অসমতল, সোজাসুজি চিড় খাওয়া। পাকা কাঠ সুরভিত। বিপরীতমুখী পাতা 4 থেকে 7 সে.মি. লম্বা, ওপর দিকে ঝকঝকে। অল্প বেগুনী ফুল ছোট ছোট গুচ্ছে ফোটে। 6 মি.মি. ব্যাসের ফল, সরস, রং কালচে বেগুনী।

প্রাপ্তিস্থান

ডেকান উপদ্বীপের দক্ষিণ অঞ্চলে প্রাকৃতিক প্রাচুর্যে জন্মায়।

ঔষধী গুণ

চন্দনের অন্তঃকাঠ (হার্টউড) থেকে পাওয়া তেল ওষুধের কাজে লাগে।

চন্দনের তেল ডাইস রিআ (মূত্রবৃদ্ধি এবং প্রস্রাবের সুবিধা), সিসটাইটিস, গনোরিয়া এবং কাশি ইত্যাদি রোগে উপকারী। পিত্তকোষের ক্ষয় রোগেও চন্দনের তেল ব্যবহার হয়।

চন্দনের কাঠ জলে ঘসলে যে লেই হয় তা বেশী জ্বরে কপালে, চর্মরোগে এবং অঙ্গ স্ফীতিতে প্রলেপের কাজে লাগে। বীজ থেকে পাওয়া তেল চর্মরোগে ফলপ্রদ।

অন্যান্য প্রয়োগ

চন্দন কাঠের সৌরভ বহুকাল থাকে এবং এ থেকে বহু ছোট ছোট জিনিষ তৈরি হয়। কাঠের গুঁড়ো দিয়ে ধূপকাঠি এবং ধূনো হয়। প্রসাধন সামগ্রীতে এর তেল লাগে এবং কীটপতঙ্গের প্রতিরোধকও এর তেল দিয়ে তৈরি হয়।

68. অশোক

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সারাকা অশোকা		
বর্গ	:	সিসলপিনিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	অশোক
		গুজরাতি	:	অশোপালাভা
		মারাঠী, ওড়িয়া, মালয়ালম	:	অশোকা
		তামিল	:	অশোগম

স্থানীয় ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'অশোকা'। সাধারণ এই ভারতীয় নামের সূত্র হল রামায়ণের 'অশোক বাটিকা'— যেখানে সীতা বন্দী ছিলেন।

বর্ণনা

চিরসবুজ ছোট গাছ। পাতা সংযুক্ত 7 থেকে 25 সে.মি. লম্বা এবং চর্মশ উপপত্র থাকে। পাতা অত্যন্ত বেশী এবং ঘন বলে উপরিভাগ সবুজ চাঁদোয়ার মতন মনে হয়। ফুল উজ্জ্বল কমলা রংয়ের সঙ্গে রঙিন সহপত্র থাকে এবং ঘন গুচ্ছে ফোটে। শুঁটি 15 থেকে 25 সে.মি. লম্বা, চ্যাপ্টা এবং বহু বীজে ভরা।

প্রাপ্তিস্থান

মধ্য এবং পূর্ব হিমালয়ে আর ভারতের পূর্ব এবং দক্ষিণ অঞ্চলে পাওয়া যায়। ফুলের সৌন্দর্য্যের জন্য বাগানে প্রায়ই লাগানো হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের শুকিয়ে নেওয়া ছাল ওষুধের কাজে লাগে। ওষুধে সংকোচক গুণ আছে বলে অত্যধিক মাসিকস্রাবে প্রতিরোধক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। গর্ভাশয়ের অতিরিক্ত রক্তস্রাবে আর্গটের পরিবর্তে এই ওষুধ প্রয়োগ করা যায়।

গাছের ফুল থেঁতো করে জলে ভিজিয়ে নিলে রক্ত আমাশয়ে উপকারী এবং বীজ মূত্রসম্পর্কিত রোগে ফলপ্রদ।

69. কূড়

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সাউস্ রেআলাপ্পা		
বর্গ	:	কম্পোজিটি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কূট
		গুজরাতি	:	কূথ
		মালয়ালম	:	সেপূদিদ
		সংস্কৃত	:	আগাড়া, কুষ্ঠ
		তেলুগু, তামিল	:	কোষ্ঠম

হিন্দী এবং বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

2 মি. পর্য্যন্ত উঁচু বহুবর্ষী গাছ। পাতা বেশ বড়। নিচের পাতা সপক্ষ বৃন্তে 102 মি. লম্বা। ওপরের পাতা ছোট, কখনও কখনও বৃন্ত কিছুই থাকে না। এই পাতার মূলে দুটো লতি থাকে যা বোঁটাকে জড়িয়ে থাকে। 2 সে.মি. লম্বা ঘন নীলাভ বেগুনী ফুল গোল পুষ্পপুঞ্জে ফোটে। কয়েকটি পুষ্পপুঞ্জ এক গোছা হয়ে পত্রকক্ষে অথবা শাখার শীর্ষে ধরে। ফলের ওপর প্রায় 1.7 সে.মি. লম্বা পালকানুরূপ রোম থাকে বলে ধরার সময় পুষ্পপুঞ্জকে তুলোর সমষ্টি বলে মনে হয়।

প্রাপ্তিস্থান

কাশ্মীর এবং পার্শ্ববর্ত্তী এলাকায় 2500 থেকে 4000 মি. উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়। ওষুধ বীজাণু বারক এবং সংক্রামক শক্তিনাশক। ব্রনকাইটিস, হাঁপানি, বায়ু রোগ এবং কিছু হৃদপিণ্ড সম্পর্কিত রোগে উপকারী। মূত্রবর্দ্ধকের কাজও করে। শরীরের অবসন্ন মাংসপেশীকে শিথিল করে বলে হাঁপানি এবং কাশিতে উপকারী তবে ফল কিছু ক্ষণস্থায়ী। চর্মরোগ এবং বাতেও এই ওষুধ কার্য্যকরী।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে শিকড়ের যে সব উপকরণ ইথার এবং পেট্রোলে মিশে

যায় সেগুলো বার করে দেওয়ার পর যা থাকে ব্রনকাইটিসের ওপর তার প্রভাব এবং উপকার অনেক বেশী।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের অন্য শ্রেণীর কিছু গাছ হিমালয়ে পাওয়া যায় কিন্তু তাদের ঔষধী গুণ কিছু সীমিত। হিমাচল প্রদেশ থেকে সিকিম পর্য্যন্ত হিমালয়ের উচ্চতর অঞ্চল এই গাছের চাষের উপযোগী।

70. বেরেলা বা বালা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিডা কর্ডিফোলিয়া		
বর্গ	:	মালভেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	খারেণ্টি, কুংগি
		গুজরাতি	:	বালাদানা
		মালয়ালম	:	কট্টুরম
		মারাঠী	:	চিকানা
		ওড়িয়া	:	বাড়িআনলা
		সংস্কৃত	:	জয়ন্তি
		তামিল	:	আরিভল মান্নাইপুন্ডু
		তেলুগু	:	চিরুবেন্ডা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম। পাতার আকার হৃদপিন্ডের মতন বলে বৈজ্ঞানিক নামে কর্ডিফোলিয়া কথাটার প্রয়োগ।

বর্ণনা

বহু শাখা প্রশাখায় ভরা ছড়ানো ঝোপ। পুরো গাছ তারাকার রোমে ভরা। পাতা 2 থেকে 5 সে.মি. ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার, মোটা এবং কিনারা দাঁতাল। বৃন্ত পাতার চেয়ে ছোট। ছোট হলুদ রংয়ের ফুল একক বা কয়েকটা একসঙ্গে ফোটে। 6 থেকে 8 মি.মি. ব্যাসের ফল 7 থেকে 10 ভাগে ভাগ করা। প্রত্যেক ভাগ বিশেষ ভাবে জালকিত এবং প্রত্যেকটির শীর্ষে দুটো করে শূক থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

সারা ভারতে পোড়োজমির সাধারণ আগাছা।

ঔষধী গুণ

পুরো গাছই ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

সাধারণ টনিক এবং যৌনশক্তিবৃদ্ধির কাজে ব্যবহৃত হয়। এই ব্যাপারে গাছের বীজ বেশী কার্য্যকরী। আদা দিয়ে শিকড়ের মণ্ড কিছু জ্বরে উপকারী। শিকড়ের ছাল চূর্ণ করে এবং দুধ ও চিনি মিশিয়ে কিছু স্ত্রীরোগে (যেমন লিউকোরিয়া) এবং স্নায়বিক

দূর্বলতায় দেওয়া হয়। শিকড়ের রস ক্ষত সারাতে সাহায্য করে। শিকড়ের ছাল সেসামম তেল এবং দুধের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে কিছু প্রকার মুখের পক্ষাঘাতে উপকার হয়।

গাছের বীজ গনোরিয়া এবং কলিক ব্যথায় ফলপ্রদ।

এই বর্গের অন্য শ্রেণী

সিডা অকুটা (বাংলা এবং হিন্দী: বনমেথী; সংস্কৃত: বালা)। এই গাছ জ্বর, পেটের কিছু অসুখ ও স্নায়ু এবং প্রস্রাব সম্পর্কিত রোগে উপকারী। পাতারও ঔষধী গুণ আছে। সিডা রম্ভিফোলিয়া (হিন্দী: শ্বেতবেরেলা; সংস্কৃত: অতিবালা)। বাতের ব্যথা এবং শ্বাসনালীর ক্ষয় রোগে উপকারী।

সিডা স্পিনোজা (হিন্দী: গুলসকরি; সংস্কৃত: নাগবালা)। শিকড় এবং শিকড়ের ছাল মূত্রাশয়ের জ্বালা কমাতে সাহায্য করে, গনোরিয়া এবং জ্বরে উপকারী। টনিক হিসেবেও ব্যবহৃতও হয়। পাতারও অনুরূপ গুণ আছে।

71. কণ্টকারী

রঙিন চিত্র-৪

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সোলানুমসুরাটেনসে		
বর্গ	:	সোলানেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কাটেরি, রিঙ্গনি
		অসমীয়া	:	কাটসারেআ
		সংস্কৃত, কন্নড়	:	কণ্টকারী
		গুজরাতি	:	ভায়ারিঙ্গানি
		ওড়িয়া	:	বৃহতিবেঙ্গানি
		পাঞ্জাবী	:	কণ্ডিয়ারি, মোক্রায়ন
		তামিল	:	কান্ডানগাট্টারি
		তেলুগু	:	চল্লনমু লাগা, নলমুডাকা

ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম কণ্টকারী।

বর্ণনা

শাখা প্রশাখা বহুল অত্যন্ত কণ্টকাকীর্ণ লতা যা মাটিতে ছড়ায় এবং ওপরেও উঠে যায়। নতুন শাখা তারাকার সূক্ষ্ম রোমে ভরা থাকে। সারা গাছে আন্দাজ দেড় সে.মি. লম্বা ঝকঝকে হলদে রংয়ের কাঁটা থাকে। 10 সে.মি. পর্য্যন্ত লম্বা পাতা শিরায় এবং কাঁটায় ভর্তি। প্রায় 2 সে.মি. লম্বা বেগুনী রংয়ের ফুল, ছোট গুচ্ছে পাতার উল্টো দিকে ফোটে। দেড় থেকে দু সে.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি, হলদে রংয়ের ফল, সরস। ফলের গায়ে সবুজ রংয়ের শিরা থাকে।

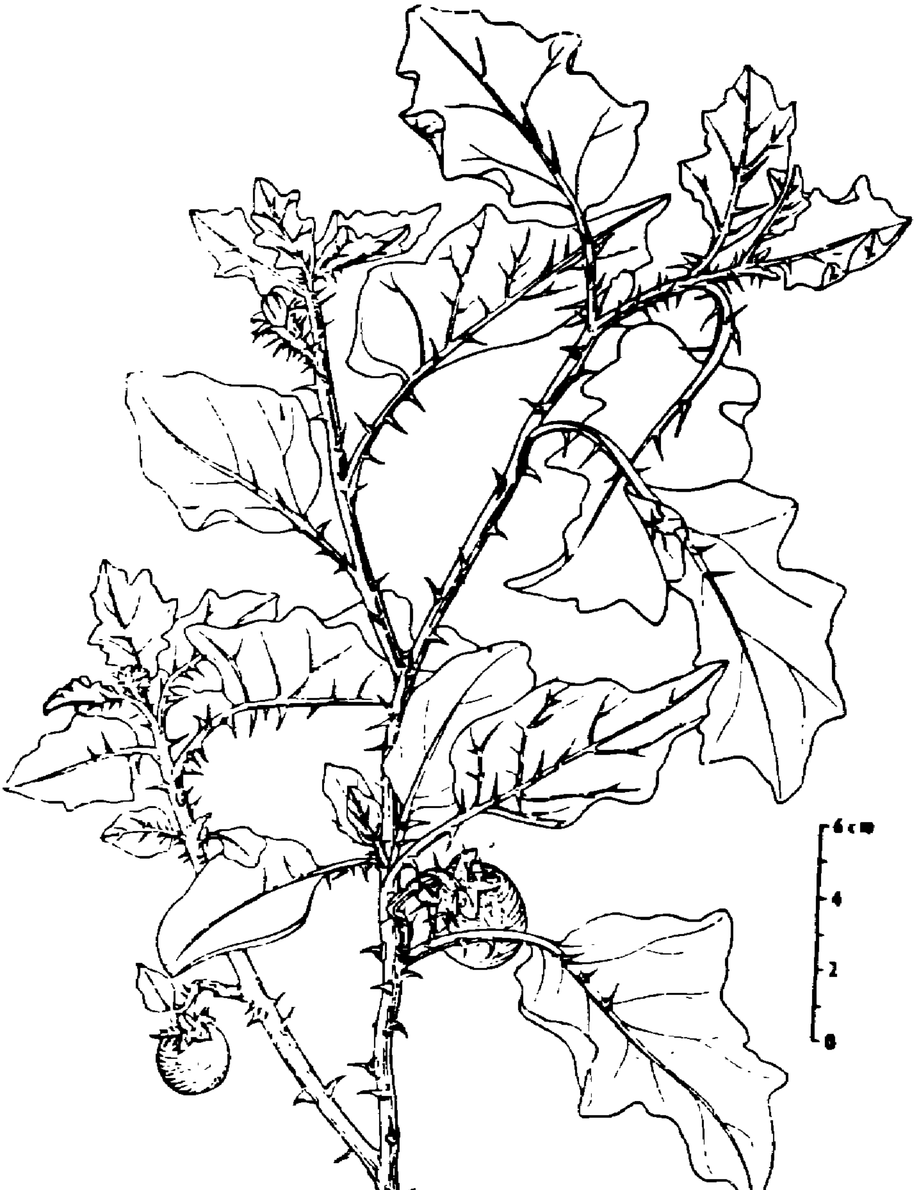
প্রাপ্তিস্থান

প্রায় সারা ভারতেই, পথের ধারে, খোলা মাঠে এবং পোড়ো জায়গায় দেখতে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

কাশি, হাঁপানি, বুকে ব্যথা এবং কয়েক রকম জ্বরে এই ওষুধ ব্যবহৃত হয়। মূত্রবর্দ্ধক এবং মূত্রাশয়ে পাথর হলে উপকার পাওয়া যায়।



রেখা চিত্র 20: সোলানুম

ফল এবং শূকের জীবাণুনাশক গুণ পরীক্ষায় সপ্রমাণিত।

এই গাছের ফল বহু রোগে উপকারী, যেমন গলা খারাপ, ব্রনকাইটিস, মাংসপেশীর ব্যথা, বিভিন্ন প্রকারের জ্বর ইত্যাদি।

পশু আদির ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে এই গাছের পাতা এবং ডালের জন্ম নিরোধী কোন গুণ নেই। গাছের বিভিন্নাংশ সর্পাঘাতে উপকারী বলে যে সাধারণ বিশ্বাস ছিল, পরীক্ষায় দেখা গেছে যে সেটা অমূলক। (বাস্তারের অধিবাসীরা কানে ব্যথা হলে এই গাছের ফল থেঁতো করে তার রস কানে ঢালে।)

অন্যান্য প্রয়োগ

কচিপাতা এবং ফল রান্না করে খাওয়া যায়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

সোলানুমনিগ্রুম (বাংলা: গুড়কামাই, কাকমাছি; হিন্দী: ঘামাই, মাকোই; কন্নড়: কাচিগিড়া; পাঞ্জাবী: পিলাক) বহু ভারতীয় ওষুধের প্রয়োজনীয় উপকরণ। আমাশয়ে, অন্যান্য পেটের অসুখে এবং জ্বরের যে সব ওষুধ তাদের উপকরণ হিসেবে এই ওষুধ অত্যন্ত কার্য্যকরী। মূত্রবর্দ্ধকের শক্তিও আছে। ঘা এবং অন্যান্য চর্মরোগে এই গাছের রস ফলদায়ক। ফল আরও কার্য্যকরী। টনিক, রেচক, ক্ষিদে বাড়ায়। হাঁপানি, চর্মরোগে, প্রস্রাবপ্রাসঙ্গিক রোগ এবং অতিরিক্ত পিপাসায় উপকারী। কাঁচা ফল থেঁতো করে দাদে লাগালে উপকার পাওয়া যায়। ঔষধী গুণসম্পন্ন অন্যান্য শ্রেণীর মধ্যে হল সোলানুমডুলসামারা (সংস্কৃত: কাকমাছি) সোলানুম ফেরকস্ (বাংলা ও হিন্দী: রামবেগুন; সংস্কৃত: চন্দ্রপুস্প), সোলানুম ইনকানুম (চিত্র 20, হিন্দী: গাগলিভাটা) এবং সোলানুম ইন্ডিকুম (বাংলা: তিতাভেকুরি; সংস্কৃত: বৃহতিকা)।

সম্প্রতি সোলানুম ভিয়ারুম সোলাসুডিনের সূত্র হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে।

চাষ করা শ্রেণী

এই বর্গের অত্যন্ত সুপরিচিত আরও দুটো শ্রেণীর মধ্যে একটা হল বেগুন (সোলানুম মেলোনগেনা) যার কিছু ঔষধী গুণ আছে। কাঁচা বেগুন হৃৎপিণ্ডের পক্ষে টনিক, ক্ষিদে বাড়ায় এবং রক্তশোধন করে। এই গাছের পাতার লেই সিফিলিস ঘায়ে লাগানো হয়। শিকড়ের মন্ডও দেওয়া চলে। দ্বিতীয়টা হল আলু, (সোলানুম ট্যুবারোসম)। আলুর সিদ্ধ করা জল ফুসকুড়ি, পোড়া ক্ষত ইত্যাদির পক্ষে উপকারী। চর্ম রোগের কিছু মলমে এবং বড়িতে আলুর মন্ড ব্যবহার করা হয়।

নতুন প্রচেষ্টা

এই বর্গের এক বিদেশী শ্রেণী- সোলানুম অভিকুলার, কাশ্মীরে চাষের চেষ্টা হচ্ছে। এর গাছ থেকে যৌন হর্মন 'সোলাসোডিন' পাওয়া যায়।

72. কড়ায়া

বৈজ্ঞানিক নাম	:	স্টেকুলিআ উরেণস		
বর্গ	:	স্টেকুলিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	কুল, গুল, কড়াই
		গুজরাতি	:	কান্ডোল, কড়ায়া
		কন্নড়	:	ভুটালি
		মালয়ালম	:	তোন্তি
		পাঞ্জাবী, মারাঠী	:	কুলু
		ওড়িয়া	:	গৃন্দোলা
		তামিল	:	ভেল্লাইপুট্টালি
		তেলুগু	:	পোনাকু

(সাঁওতাল পরগণা : তেলেচ)

ভারতীয় স্থানীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম কড়ায়া।

বর্ণনা

মধ্যাকারের পাতাঝরা গাছ। ঝকঝকে মসৃণ সাদা অথবা ফিকে সবুজ ঘেষা সাদা ছালের জন্য অরণ্যে সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শাখার শীর্ষে পাতার রাশি। পাতা আকারে বড় 20 থেকে 40 সে.মি. ব্যাসের আয়তনে, পাঁচ ভাগে ভাগ করা এবং তলার দিকে অত্যন্ত রোমশ। ঘন রোমশ গুচ্ছে হলদে বা বাদামী রঙের ছোট ছোট ফুল ধরে। ফলে চার পাঁচটা মোটা, বড়, লাল রঙের গর্ভ পত্র থাকে। ফলও ঘন, কঠিন রোমশাবৃত।

প্রাপ্তিস্থান

ক্রান্তীয় হিমালয়ে এবং ভারতের পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলে সাধারণতঃ শুষ্ক অথবা অর্দ্ধশুষ্ক বনাঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

কড়ায়া বা কাদিরা গঁদ যা গাছের ডাল থেকে পাওয়া যায় তাই ওষুধ হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

গঁদে রেচক গুণ আছে। চর্মরোগে কড়ায়া গঁদ ত্রাগাকাঁথ গঁদের চেয়ে কোমল অথচ

বেশী উপকারী। কণ্ঠরোগে, নকল দাঁতের মশলায়, লজেনসে এবং পেস্টে ত্রাগাকাঁথ গঁদের পরিবর্তে কড়ায়া গঁদ ব্যবহার করা হয়।

(বাস্তারের অধিবাসীরা গাছের ছাল থেঁতো করে আসন্ন প্রসবা নারীদের খেতে দেন। তাঁদের বিশ্বাস এতে প্রসব সহজ হয়।)

অন্যান্য প্রয়োগ

সংসারের অনেক জিনিষ এই গাছের কাঠ দিয়ে তৈরি হয়, যেমন দরজা, জানলা, নৌকা, প্যাকিং কেস ইত্যাদি।

ছালের আঁশ খুব শক্ত বলে তাই দিয়ে দড়ি তৈরী হয়, মোটা কাপড়ও বোনা হয়। বীজ খাওয়া যায় এবং গঁদ দিয়ে ঝোলও রান্না করা হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আরও দুটো শ্রেণী হল:

স্টের্কুলিআ ভিলোসা (হিন্দী: উদল; ওড়িয়া: কোদালো)। এই গাছ সারা ভারতে পাওয়া যায় এবং এর গঁদ ত্রাগাকাঁথ গঁদের পরিবর্তে ব্যবহার করা চলে।

স্টের্কুলিআ ফোএটিডা (জংলী বাদাম)। এই গাছ দক্ষিণ ভারতে পাওয়া যায় এবং এই গাছের বীজের তেল রেচক হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

73. চিরতা

বৈজ্ঞানিক নাম	:	স্বের্তিআ চিরাইতা		
বর্গ	:	জেসিএনেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	চিরায়াতা
		কন্নড়	:	নেলাবেভু
		মারাঠী	:	চিরাগিটা
		সংস্কৃত	:	কিরাতা তিক্ত
		তেলুগু, তামিল	:	নীলা ভেম্বু

ভারতের আঞ্চলিক নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

প্রায় দেড় মি. উঁচু বাৎসরিক গাছ। 10 সে.মি. লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র পাতা, বৃন্তহীন, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী হয়ে ফোটে। ফুল হালকা সবুজের সঙ্গে গোলাপী মেশানো। প্রত্যেক পাপড়ি লতিতে এক জোড়া সবুজ গ্রন্থি থাকে। ফল 6 মি.মি. কিম্বা তারও বেশী লম্বা এবং ডিম্বাকৃতি।

ঔষধী গুণ

ফুলন্ত অবস্থায় পুরো গাছ তুলে শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

অত্যধিক তিক্ততা, জ্বর ও কৃমিনাশক শক্তি এবং পাচকতার গুণে চিরতা সারা ভারতে সুপ্রসিদ্ধ। ঔষধী গুণে, চিরতা জেন্টিআনা কুরুর অনুরূপ। জ্বর, অতিসার এবং দুর্বলতায় চিরতা খুব উপকারী। ম্যালেরিয়াতেও দেওয়া হয় কিন্তু চিরতার জ্বর কমানোর শক্তি পরীক্ষায় সপ্রমাণিত নয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের প্রায় সাত আট শ্রেণীর গাছ ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায় যা চিরতার মতনই ব্যবহার করা হয়।

কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ এবং আসাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের উচ্চাংশ চিরতা চাষের পক্ষে উপযুক্ত।

74. লোধ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিমপ্লোকোস রাসেমোসা		
বর্গ	:	সিমপ্লোকাসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	লোধ
		গুজরাতি	:	লোদ্রা
		মারাঠী, সংস্কৃত	:	লোধ্র
		তেলুগু	:	লোধুগু

(সিংভূম : লূদাম দারু)

সংস্কৃত নাম লোধ্র থেকে বোঝা যায় যে নেত্রপাত বন্ধ করে।

বর্ণনা

প্রায় 6 মি. উঁচু ছোট গাছ। 8 থেকে 20 সে.মি. লম্বা পাতা, তীক্ষ্ণাগ্র, ঘন সবুজ, চর্মশ এবং কিনারা সম্পূর্ণ অথবা দাঁতাল। পাতার বৃন্ত ছোট, 8 থেকে 20 মি.মি. লম্বা। 1.2 সে.মি. ব্যাসের সাদা অথবা স্নিগ্ধ হলদে রংয়ের ফুল পত্রকক্ষে ছোট গুচ্ছে ফোটে। ফল 1 থেকে 1.3 সে.মি. লম্বা, রং ঘন বেগুনী, কালোর কাছাকাছি।

প্রাপ্তিস্থান

পূর্ব এবং মধ্য ভারতের সমতল ভূমি এবং নিম্ন পার্বত্য অঞ্চলে পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

তাজা ছাল বাতাসে শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহৃত হয়।

অজীর্ণতায়, চোখের অসুখে এবং ফোড়ায় এই ওষুধ খুব উপকারী। দাঁতের মাড়ি থেকে রক্ত পাতে ছালের চোলাই দিয়ে কুলকুচা ফলপ্রদ। ছালের চোলাই দিয়ে তৈরি মলমের প্রলেপ দিলে ফোড়া তাড়াতাড়ি পেকে ওঠে। বন্ধনী গুণ আছে বলে মাসিক ঋতুতে অতিরিক্ত রক্তস্রাব বন্ধ করায় সাহায্য করে। ঐ একই কারণে পাতলা পায়খানাতেও উপকারী। প্রস্রাবে চর্বি আধিক্যে এবং এলিফেন্টিআসিস রোগেও এই ওষুধ ব্যবহার হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী সিমপ্লোকোস পানিকু লাটা (স্থানীয় ভাষায় লোধ নামেই পরিচিত) পাঞ্জাব থেকে আসাম পর্য্যন্ত হিমালয়ের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়। এই গাছের ছাল লোধেরই সমতুল্য এবং টনিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

75. কালো জাম

রেখা চিত্র-21

বৈজ্ঞানিক নাম	:	সিজিজিউম কুমিনি		
বর্গ	:	মিটেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	জামুন
		অসমীয়া	:	জামু
		গুজরাতি	:	জাম্বু
		মালয়ালম	:	য়াভেল
		মারাঠী	:	জাম্বুল
		ওড়িয়া	:	জামকুক
		সংস্কৃত	:	জাম্বুল
		তামিল	:	নাগই, সামবল

গাছের সাধারণ ভারতীয় নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

বড়, চির সবুজ গাছ। 8 থেকে 20 সে.মি. লম্বা, চর্মশ, মসৃণ, ঝকঝকে পাতা বিপরীতমুখী ধরে। ছোট, অনুজ্জ্বল সাদা ফুল বড় গুচ্ছে ফোটে। দেড় থেকে চার সে.মি. লম্বা ফল, ডিম্বাকার। কাঁচা অবস্থায় বেগুনী, পাকলে প্রায় কালো। বীচি সাধারণতঃ একটাই। জাম খাওয়ার পর জিব এবং ঠোটে বেগুনী রং বহুক্ষণ লেগে থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ভিজেমাটি অরণ্যে, জলাশয়ের ধারে এবং নদীনালার কিনারাতেই বেশী দেখা যায়। খুব শুকনো জায়গায় প্রাকৃতিক ভাবে জন্মায় না, তবে পোঁতা গাছ যত্নের ফলে রাজস্থানের মরুভূমিতেও দেখা যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের ছাল, ফল এবং বীজ ওষুধের কাজে লাগে।

ছালের বন্ধনী শক্তি প্রবল এবং গলা খারাপ, ব্রনকাইটিস, হাঁপানি, ফোড়া আর আমাশয়ে উপকারী। রক্ত শোধনের জন্য এবং গার্গেলের কাজে ব্যবহৃত হয়। ছালের তাজা রস ছাগলের দুধের সঙ্গে মিশিয়ে পান করলে অতিসারে উপকার হয়।



রেখা চিত্র 21: কালোজাম

বহুমূত্ররোগে (ডায়াবিটিস) বীজ খুব উপকারী। ফলের রসেও ঐ গুণ আছে। তবে বীজ থেকে তৈরি ওষুধ বেশী কার্য্যকরী। দেখা গেছে যে খাওয়ার চাইতে ইনজেকশনে উপকারী বেশী হয়। বহুমূত্র রোগে বিজাসালের (ভারতীয় কিনো) তুলনায় এই ওষুধ অপেক্ষাকৃত ভাল।

অন্যান্য প্রয়োগ

ফল অত্যন্ত জনপ্রিয়। কাঁচাই খাওয়া যায়। গাছের কাঠও নানান কাজে লাগে।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের অন্য একটি প্রধান শ্রেণী সিজিজিউম অ্যারোমাটিকম (হিন্দী: লং; বাংলা: লবঙ্গ) ঔষধী গুণে অতি ভাল। শুকিয়ে নেওয়া ফুলের কুঁড়িই হল লবঙ্গ। অত্যন্ত সুগন্ধিত, উত্তেজক এবং বায়ু নাশক। অজীর্ণতায়, বায়ু আধিক্যে, বমনেচ্ছা দমনে এবং গা বমিতে অত্যন্ত উপকারী। লবঙ্গের তেল জীবাণু নাশক এবং নিয়মিতভাবে থেকে থেকে আসা যন্ত্রনায় ফলপ্রদ।

76. তেঁতুল

রেখা চিত্র-22

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ট্যামারিন্ডুস ইন্ডিকা		
বর্গ	:	সিসলপিপিএসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	ইমলি
		মারাঠী, গুজরাতি	:	আমব্লি
		কন্নড়	:	চিঞ্চ
		মালয়ালম	:	আমলাম
		ওড়িয়া	:	তেন্তুলি
		সংস্কৃত	:	আমলিকা
		তামিল	:	পুলি
		তেলুগু	:	আমলিকা

গাছের ইংরেজি নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

বেশ বড় গাছ। পাতা সংযুক্ত, 10 থেকে 20 জোড়া উপপত্র থাকে, প্রায় এক সে.মি. লাল দাগ কাটা স্নিগ্ধ হলদে রংয়ের ফুল, আয়তনে ছোট, সোজা গুচ্ছে পাতার মধ্যে ফোটে। 8 থেকে 20 সে.মি. লম্বা বাদামী রংয়ের ফল, 2 থেকে 3 সে.মি. চওড়া, মাংসাল, নিচের দিকে ঝুলে থাকে।

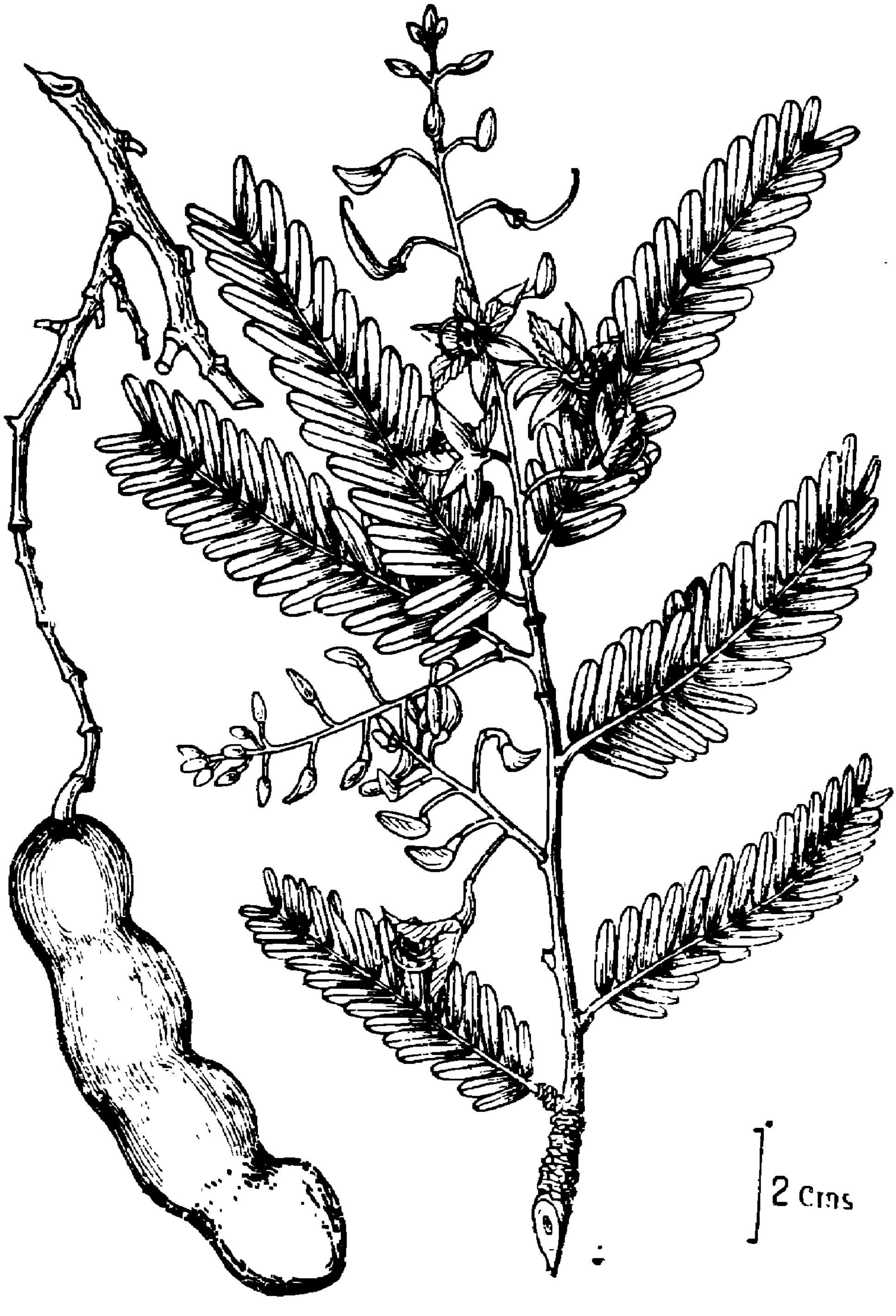
প্রাপ্তিস্থান

ভারতের মধ্য এবং দক্ষিণাঞ্চলে তেঁতুল গাছ খুবই সাধারণ। অন্যান্য জায়গায় বাগানে এবং পথের ধারে পোঁতা হয়।

ঔষধী গুণ

ফলের শাঁস ওষুধের কাজে লাগে।

শাঁস রেচক। তেঁতুল গোলা জল শরীর তাজা করে এবং জ্বরে উপকারী। রেচকের প্রয়োজনে এমনিই অথবা অন্য ভেদী উপকরণের সঙ্গে মিশিয়ে পান করা যায়। মেশালে অন্য রেচকের গুণ কিছু নষ্ট করে দেয়।



রেখা চিত্র 22: তেঁতুল

অন্যান্য প্রয়োগ

এই গাছের কাঠে কীট লাগে না বলে বহু কৃষি যন্ত্র, সাংসারিক জিনিষ, ফার্নিচার ইত্যাদি তৈরি হয়। এই কাঠের কয়লা ভাল বারুদ তৈরির কাজে লাগে। পাতা থেকে হলদে রং পাওয়া যায়। তেঁতুলের শাঁসে যে অ্যাসিড আছে তাতে রুপা এবং পেতলের জিনিষ পরিষ্কার হয়। জ্যাম এবং জেলীতে তেঁতুলের বীচি ব্যবহার হয়। তেঁতুলের বীচির পাউডার দিয়ে কাঠ জোড়ার আঠা হয় এবং মিলে কাপড়ের মাড় তৈরি হয়।

77. বাহেরা

রেখা চিত্র-23

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টার্মিনালিআ বেল্লিরিকা		
বর্গ	:	কমব্রেটেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	বাহেরা
		অসমীয়া	:	বোভিআঁ, হলুচ
		পাঞ্জাবী, মারাঠী, গুজরাতি	:	বাহেরা
		সংস্কৃত	:	তেলা ফল
		তামিল	:	আক্কাম, তামরি
		তেলুগু	:	তাড়ি, তন্দ্রা

গাছের ভারতীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

প্রায়শঃ বহু আলম্বপূর্ণ বেশ বড় গাছ। সাধারণতঃ শাখার শীর্ষে 10 থেকে 25 সে.মি. লম্বা পাতার রাশি। স্পাইকে, দুর্গন্ধময় ছোট হালকা সবুজ রংয়ের ফুল। 2 থেকে 3 সে.মি. লম্বা, ঘন রোমাবৃত এবং ডিম্বাকৃতি বাদামী রংয়ের ফল।

প্রাপ্তিস্থান

পশ্চিম ভারতের উষ্ণাঞ্চল ছাড়া 1000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

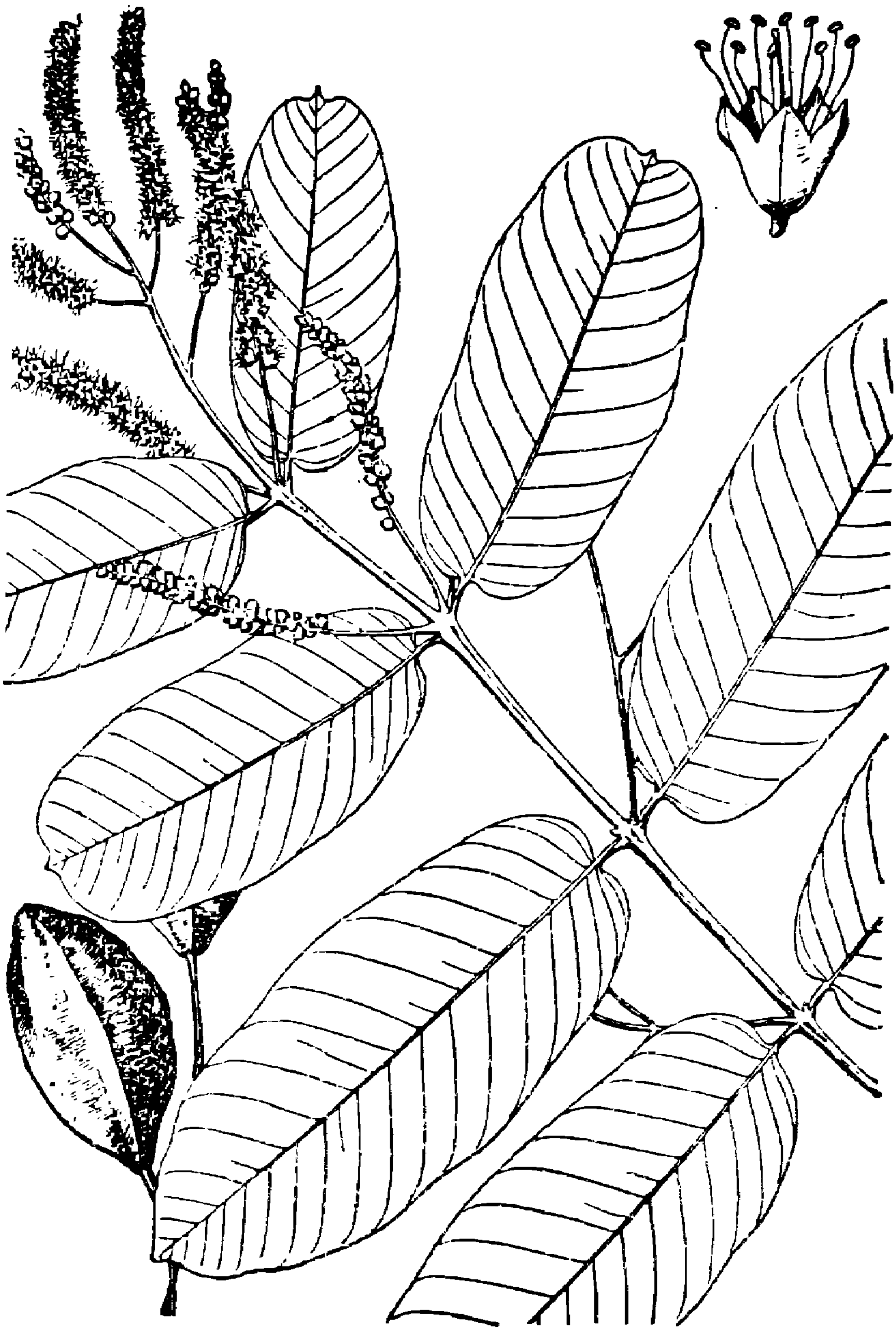
ফল শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

পেটের গোলযোগ যেমন অজীর্ণতা, অতিসার ইত্যাদিতে বাহেরা উপকারী। ব্রেন টনিক হিসেবে দেওয়া হয় এবং চোখের জন্য ঠাণ্ডা লোসন তৈরির কাজেও ব্যবহৃত হয়। শোথ, কুষ্ঠ এবং অর্শ রোগেও উপকারী। আধপাকা ফল রেচক কিন্তু পাকা এবং শুকিয়ে নেওয়া ফলের প্রভাব ঠিক উল্টো।

প্রসিদ্ধ ভারতীয় ওষুধ ত্রিফলায় বাহেরা তিনটির একটি। অন্য দুটি হল আমলকি (বা আওলা) এবং হাররা।

অন্যান্য প্রয়োগ

বাহেরা গাছের কাঠ জলে নষ্ট হয় না বলে নৌকা তৈরির কাজে লাগে। কৃষি যন্ত্রও তৈরি



রেখা চিত্র 23: অর্জুন

হয়। ট্যানিন আছে বলে চামড়া ট্যানিং এবং চামড়া আর কাপড় রং করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

টার্মিনালিআ বর্গের আরও বহু শ্রেণী আছে যাদের ঔষধী গুণ আছে।

টার্মিনালিআ চেবুলা (চেবুলিক মাইরোবালান। হিন্দী: হর হরদ, হাররা, হরিতকি; তামিল: হরক্কাজ; বাংলা: হরতুকি)। এর ঔষধী গুণ বেল্লিরিকারই অনুরূপ। কিছু প্রাচীন সাহিত্যে একে বলা হয়েছে 'অব্যথা' অর্থাৎ যা ব্যথা দূর করে।

এই শ্রেণীর গাছ বড় বা মাঝারি। পাতা 10 থেকে 20 সে.মি. ডিম্বাকৃতি, তীক্ষ্ণাগ্র কিন্তু শাখার শীর্ষে নয়, সমস্ত শাখা জুড়ে, জোড়ায় জোড়ায় বিপরীত মুখী হয়ে ফোটে। পাতার নিচে দিকে দুটো গ্রন্থি থাকে। নিষ্প্রভ সাদা ফুল, শাখার শীর্ষে স্পাইকের ওপর ধরে। 2 থেকে 4 সে.মি লম্বা ফলে অত্যন্ত স্পষ্ট পাঁচটা শৈলশিরা থাকে।

শুকিয়ে নেওয়া ফলই ওষুধ যা চেবুলিক মাইরোবালান বা হররা নামে প্রচলিত। পুরোনো ঘা, ক্ষত বা স্কালডে প্রলেপের মতন ব্যবহার করা হয়। মুখের শ্লেষ্মা ঝিল্লি ফুললে এই ওষুধের গার্গেলে উপকার হয়। মাইরোবালান রেচক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, হৃৎপিণ্ডের টনিক এবং রক্ত চাপের যথেষ্ট উপকারী বলে জানা গেছে।

দাঁতের মাড়ি শক্ত করার জন্যে হররার ফল কার্য্যকরী, ত্রিফলার একটি উপকরণ এবং এই ফলের মিষ্টি আর আচার ভারতীয় সংসারে অত্যন্ত জনপ্রিয়। হজমে সাহায্য করে এবং মৃদু ভাবে রেচক।

টার্মিনালিআ অর্জুন (হিন্দী: অর্জুন, কাহু, কোভা; সংস্কৃত: ইন্দ্রদ্রুম) জলাশয়ের ধারে এবং জলা জায়গায়, ভারতের প্রায় সর্বত্রই দেখা যায়। এই গাছের ছাল বন্ধনী শক্তিসম্পন্ন এবং জ্বর, হাড়ভাঙা ও আভ্যন্তরীণ আঘাতে ফলপ্রদ। হৃদপিণ্ডের টনিক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে এই গাছকে বলা হয়েছে নদীসরজা অর্থাৎ যা নদীতে জন্মায়।

78. গুলঞ্চ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টিনোস্পোরা কর্ডিফোলিয়া		
বর্গ	:	মেনিস্পের্মেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	গিলোআ, গিলো
		গুজরাতি	:	গুলভেল
		কন্নড়	:	আনেবুলে
		মালয়ালম	:	অমৃতু
		মারাঠী	:	গুলভেল
		তামিল, সংস্কৃত	:	তমৃতভল্লি
		তেলুগু	:	গুড়ুচি

(মাদ্রাজ : থিপ্পা থেগা)

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'টিনোস্পোরা'।

বর্ণনা

শাঁসালো শাখার বেশ বড় লতা। শাখা থেকে, বট গাছের মতন বহু শিকড় নিচের দিকে ঝুলে থাকে। শাখা প্রশাখা সাদা সাদা গ্রন্থিতে ভর্তি। 5 থেকে 10 সে.মি. ডিম্বাকৃতি বা গোলাকার পাতায় 7 থেকে 9 টা শিরা থাকে এবং বৃন্তে খুব ছোট। ফুল ছোট। পুরুষ এবং নারী ফুল আলাদা। পুরুষ ফুল উপপত্রের কক্ষে গুচ্ছে ফোটে। নারী ফুল একক ভ..ব আলাদা ফোটে। ফল মটর দানার মতন। রং লাল।

প্রা। স্থান

নাতি তোষ্ণ এলাকায় ভারতে প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

অক্ষত ছা। সমেত গাছের ডাল গ্রীষ্মকালে সংগ্রহ করে শুকিয়ে নিলেই ওষুধ। এই ওষুধ টনিক এবং কলিক জ্বরে উপকারী। যৌনশক্তিবর্দ্ধক বা কামোদ্দীপক। শিকড় এবং ডা... ন্ড শক্তিবর্দ্ধক আর অতিসার এবং আমাশয়ে ফলপ্রদ।

79. সাবুনি

রেখা চিত্র-24

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ট্রিআনথেমা পোর্টুলাকাস্ট্রম		
বর্গ	:	ফাইকোইডি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	লালসাবুনি
		গুজরাতি	:	শতোদা
		কন্নড়	:	মুচ্ছুযোনি
		পাঞ্জাবী	:	বিষখাপ্রা
		সংস্কৃত	:	পুনর্নবী
		তামিল	:	সারুন্নাই
		তেলুগু	:	গালিজেরু

বর্ণনা

জমিতে ছড়িয়ে যাওয়া, সরস লতা। শাখা প্রশাখা বিস্তারিত হয়ে বহুদূর পর্য্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। পাতা শীর্ষদেশে বেশী চওড়া। ফুল অত্যন্ত ছোট এবং পাতার বৃন্তে হারিয়েই থাকে। ফলও ছোট এবং ফুলেরই মতন আড়ালে থাকে। বীজ কালো রংয়ের বৃক্কাকার এবং অতি ক্ষুদ্র রোঁয়ার ভর্ত্তি।

প্রাপ্তিস্থান

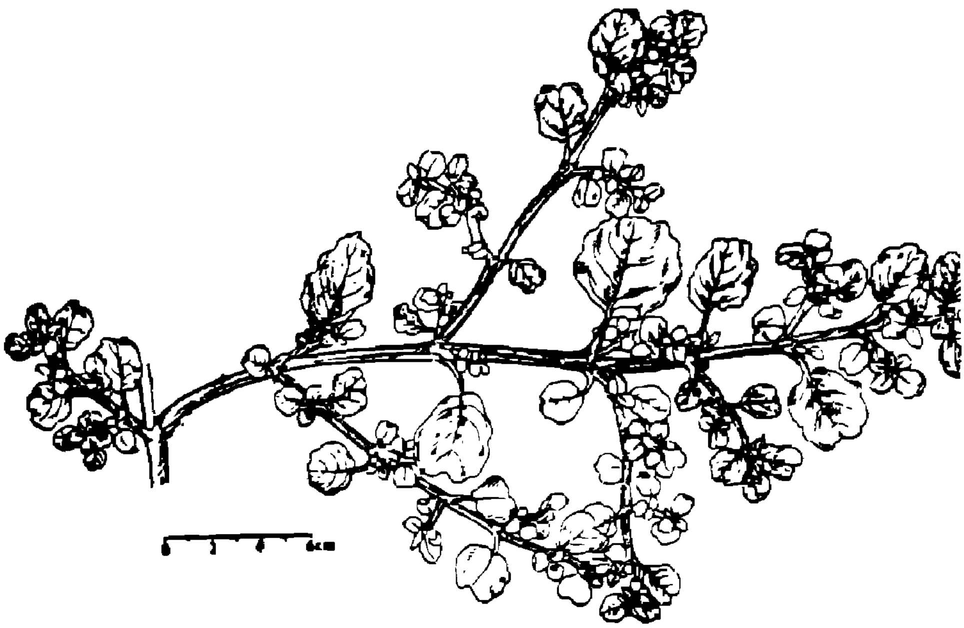
সারা ভারতে সর্বত্র পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের পাতা ওষুধের কাজ করে।

পাতায় 'পুনার্ন ভিন' নামীয় ক্ষারীয় পদার্থ (অ্যালকালয়েড) থাকে। ওটা মূত্রবর্দ্ধক বলে শোথরোগে খুব উপকারী। বৃক্ক এবং যকৃতের পীড়ায় অঙ্গ স্ফীতি হলে এই ওষুধ ফলপ্রদ, বিশেষ ভাবে রোগের প্রথমাবস্থায়। পরে উপকার হলেও কখন কখন সেটা স্থায়ী হয় না।

পুরো গাছ গর্ভপাতে প্রযোজ্য কিনা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে গর্ভাশ[illegible] কুঞ্চিত করার কিছু গুণ গাছের অবশ্যই আছে।



রেখা চিত্র 24: সাবুনি

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

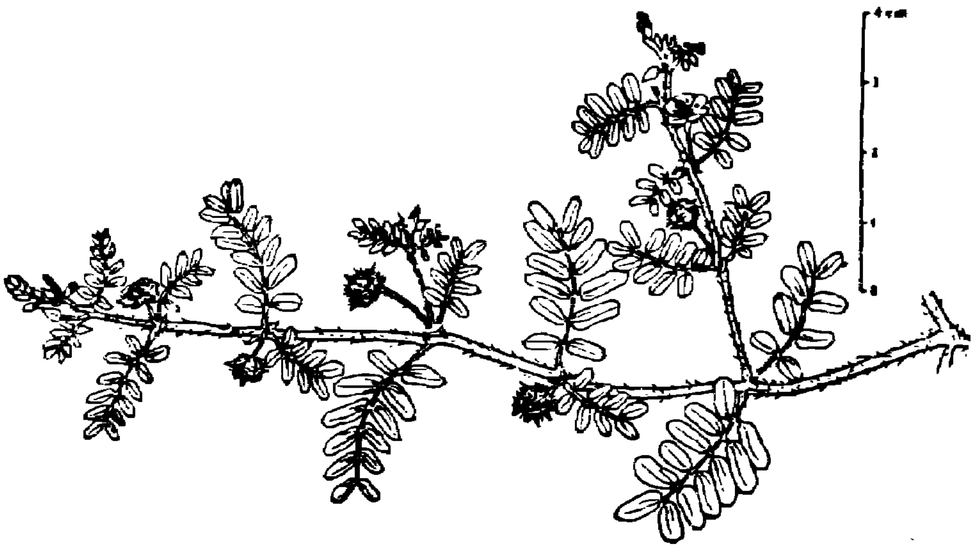
এই বর্গের আর এক শ্রেণী ট্রিআনথেমা ডেকান্ড্রাও ঔষধী গুণসম্পন্ন। শিকড় রেচক এবং মাসিক ঋতু দমনে আর অণ্ডকোষ স্ফীতিতে উপকারী। গর্ভপাতের শক্তি পরীক্ষা হয়েছে কিন্তু সঠিক এখনও কিছু হয়নি।

80. গোখরু

রেখা চিত্র-25

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ট্রিবুলুম টেরোস্ট্রিস		
বর্গ	:	জাইগোফিলেসিএ		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	গোখরু
		গুজরাতি, মারাঠী, পাঞ্জাবী	:	গোখরু
		কন্নড়	:	নেগালু
		মালয়ালম	:	নেরিনগিল
		সংস্কৃত	:	লঘুগোক্ষুরা
		তামিল	:	নেরুঞ্জে
		তেলুগু	:	পল্লেরু

ভারতীয় স্থানীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।



রেখা চিত্র 25: গোখরু

বর্ণনা

সূক্ষ্ম রোমাকীর্ণ মাটিতে ছড়িয়ে পড়া লতা। 5 থেকে 8 সে.মি. লম্বা পাতা, সংযুক্ত। প্রত্যেক পাতায় 8 থেকে 12 মি.মি. লম্বা, 4 থেকে 7 জোড়া উপপত্র থাকে। পাতা বিপরীতমুখী ফোটে। পত্রকক্ষে অথবা বিপরীত দিকে, এক থেকে দেড় সে.মি. ব্যাসের হালকা হলুদ রংয়ের ফুল একক ভাবে ফোটে। ফল অত্যন্ত বিচিত্র এবং বহু শিরায় ভর্তি। ফল প্রায়ই, কাপড়ে, পশু আদির গায়ে এবং গাড়ীর চাকায় আটকে যায়। সাইকেল চালকেরা গোখরু ফলকে ভয় পান কারণ প্রায়ই এই ফলের জন্য চাকা পাংচার হয়ে যায়। ফলের পঞ্চাংশে বহু বীজ থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

3000 মি. উচ্চতা পর্যন্ত ভারতের প্রায় সর্বত্রই পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের ফলই ওষুধের কাজে ব্যবহার হয়।

যৌন দুর্বলতায় এবং মূত্রপ্রাসঙ্গিক রোগে উপকারী। শরীর ঠাণ্ডা করে। ফলের শাঁস গেঁটে বাত এবং মূত্রগ্রন্থি সম্পর্কিত রোগে ফলপ্রদ। মূত্রবর্দ্ধক। পরীক্ষায় মূত্রবর্দ্ধক গুণ সপ্রমাণিত।

81. অন্তমূল

বৈজ্ঞানিক নাম	:	টাইলোফোরা ইন্ডিকা (টো: আস্থামাটিকা	
বর্গ	:	একস্‌লিপিএডেসি	
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	: অন্তমূল
		মালয়ালম	: ভাল্লিপালা
		মারাঠী	: পিটাকারি
		ওড়িয়া	: মেন্ডি
		তামিল	: কাগিতাম

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম 'টাইলোফোরা'। অন্তমূল স্থানীয় নাম। 'আস্থমাটিকা' থেকে বোঝা যায় হাঁপানি রোগে এই গাছের প্রয়োগ।

বর্ণনা

বহু শাঁসালো শিকড় সমন্বিত আরোহী লতা। 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র, ডিম্বাকৃতি পাতা জোড়ায় জোড়ায় বিপরীতমুখী ফোটে। ম্লান হলদে রংয়ের বড় ফুল, ভেতর দিকে বেগুনী, ছোট গুচ্ছে ফোটে। 5 থেকে 10 সে.মি. লম্বা, তীক্ষ্ণাগ্র ফল এক সঙ্গে দুটো করে ধরে। ফলের ওপর বহু শৈলশিরা থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

পূর্ব, মধ্য এবং দক্ষিণ ভারতের সমতল ক্ষেত্রে এবং পাহাড়ে 1000 মি. পর্যন্ত উচ্চতায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

শুকিয়ে নেওয়া শিকড়ই ওষুধ।

ইপিকাকের প্রতিকল্প হিসেবে অন্তমূল সন্তোষজনক এবং আমাশয়ে উপকারী। শিকড়ের কাই হাঁপানি এবং ব্রনকাইটিসে দেওয়া হয়। বমনে সাহায্য করে বলেই হাঁপানিতে ফলপ্রদ।

82. বন পেঁয়াজ বা জংলী পেঁয়াজ

বৈজ্ঞানিক নাম	:	উর্জিনিআ ইন্ডিকা	
বর্গ	:	লিলিএসি	
আঞ্চলিক নাম	:	জংলী পিঁয়াজ, বন পিঁয়াজ কোলিকান্দা	
		গুজরাতি	: জংলী কান্দো
		মারাঠী	: রণকান্দা
		সংস্কৃত	: কোলাকান্দা
		তামিল	: নারিভেংগায়াম
		তেলুগু	: নাক্কাভাল্লি গাড্ডা

এই বর্গের ইউরোপীয় শ্রেণীকে বলা হয় স্কুইল। ভারতীয় শ্রেণী প্রতিকল্প হিসেবে সন্তোষজনক বলে এই শ্রেণীকে ইন্ডিয়ান স্কুইল বলা হয়।

বর্ণনা

ছোট কন্দজ গাছ। কন্দ 5 থেকে 10 সে.মি. ব্যাসের ডিম্বাকার বা গোলাকার এবং নিষ্প্রভ সাদা রংয়ের হয়। কন্দের কাছের পাতা লম্বা, সরু এবং তীক্ষ্ণাগ্র। ফুলের ডাঁটি সোজা প্রায় 15 সে.মি. উঁচু। লম্বা সরু গুচ্ছে হালকা বাদামী ফুল। দেড় থেকে দু সে.মি. লম্বা ফল দুদিকেই সরু। বীজ কালো।

প্রাপ্তিস্থান

এই গাছের প্রাপ্তিস্থান উত্তর পশ্চিমে হিমালয়ে 2000 মি. উচ্চতায় দক্ষিণে কেরল থেকে পূর্বদিকে বিহার পর্য্যন্ত বিস্তারিত।

ঔষধী গুণ

কন্দের শুকনো ছাল ছাড়িয়ে নেওয়ার পর কন্দ ফালি করে কেটে শুকিয়ে নিলেই ওষুধ। তারই নাম ইন্ডিয়ান স্কুইল।

এই ওষুধের গুণ ডিজিটালিসের অনুরূপ তবে কার্যাকরী হতে সময় নেয় এবং ওষুধের পরিমাণ কিছু বেশী লাগে। যে রোগে ডিজিটালিসের প্রয়োজন অথচ এলার্জি বা অন্য কোন বিশেষ কারণে ব্যবহার করা সম্ভব নয়, সেইসব ক্ষেত্রে বন পিঁয়াজ ব্যবহার

করা লাভজনক। হৃদপিন্ডের রোগে, কাশিতে এবং ব্রনকাইটিসে এই ওষুধ উপকারী। মূত্রবর্দ্ধক গুণও আছে।

ভারতীয় স্কুইল ইউরোপীয় স্কুইলেরই সমকক্ষ। পরীক্ষামূলক ভাবে দেখা গেছে যে ভারতীয় স্কুইল ক্রনিক ব্রনকাইটিস এবং শ্বাসনালীর শ্লেষ্মাঘটিত রোগে কার্য্যকরী। ভারতের যে কোন সমতল ভূমিতে বন পিঁয়াজের চাষ সম্ভব।

83. ভ্যালেরিআন

বৈজ্ঞানিক নাম	:	ভ্যালেরিআনা অফিসিনালিস		
বর্গ	:	ভ্যালেরিআনসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	বিল্লিলোটন, বদরংবোয়া, জলাকন
		মারাঠী	:	কালাভালা

বৈজ্ঞানিক নামের ভিত্তিতে ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

বহুবর্ষী ছোট গাছ, এক মি. পর্য্যন্ত উঁচু হয়। এর শিকড় প্রকাণ্ডের চাইতে মোটা, যার ফলে বহু অঙ্কুর বেরিয়ে মাটির নিচে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। খাঁজ সমন্বিত ডাল নিচের দিকে রোমশ, ওপর দিকে মসৃণ। নিচের পাতা লম্বা বৃন্তে ফোটে, ওপরে ছোট। সাদা বা নিষ্প্রভ সাদা ছোট ফুল ছোট ছোট গুচ্ছে শাখার শিখরে ফোটে। ফল রোমহীন, ছোট মসৃণ।

প্রাপ্তিস্থান

2500 মি. উচ্চতায় কাশ্মীরের বিশেষ এলাকায় পাওয়া যায়।

ঔষধী গুণ

গাছের প্রকান্ড এবং শিকড়ই ওষুধ।

শিকড় শরৎকালে তুলে আস্তে আস্তে শুকিয়ে নিলে ওষুধ ভাল হয়। ভ্যালেরিআন নার্ভতন্ত্রকে শিথিল করে বলে হিস্টিরিয়া সংক্রান্ত এবং অন্যান্য স্নায়বিক রোগে ব্যবহার হয়। শিকড় এবং প্রকাণ্ডের তাজা রস অধিক কার্য্যকরী।

বেশী শুকোলে ওষুধের গুণ কমে যায়।

অনিদ্রায় তাজা রস আচ্ছন্নতা আনে এবং হৃদরোগে কিছু ওষুধে ব্যবহার করা হয়।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

এই বর্গের আর এক শ্রেণী, ভ্যালেরিআন জটামানসি, (হিন্দী: মুস্কবালা; সংস্কৃত: তাগারা) কাশ্মীর থেকে আসাম পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়, ঔষধী গুণে ভ্যালেরিআনের সমকক্ষ এবং একই রোগে ব্যবহারও করা চলে। উত্তর ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে এর চাষ সম্ভব।

84. অশ্বগন্ধা

রেখা চিত্র-26

বৈজ্ঞানিক নাম	:	উইথানিআ সোমনিফেরা		
বর্গ	:	সোলানেসি		
আঞ্চলিক নাম	:	হিন্দী	:	অশ্বগন্ধা
		গুজরাতি	:	আসন, ঘোড়া আসর, সাম্বিআনা পোপড়া
		কন্নড়	:	হিরোমাদ্দিনোগিড়া
		মালয়ালম	:	অমুক্কিরাম
		অন্যান্য সব অঞ্চলে	:	অশ্বগন্ধা

স্থানীয় নামের ভিত্তিতেই ব্যবসায়িক নাম।

বর্ণনা

দেড় মি. পর্যন্ত উঁচু মাঝারি বা ছোটখাটো ঝোপ। শাখা প্রশাখা ছোট তারাকার রোমে ভর্তি। পাতা 10 সে.মি. পর্যন্ত লম্বা, ডিম্বাকৃতি এবং শাখার মতই রোমশ। ফুল হালকা সবুজ, ছোট, আন্দাজ এক সে.মি. লম্বা, পত্রকক্ষে ছোট গুচ্ছে অল্প সংখ্যায় ফোটে। ফল 6 মি.মি. ব্যাসের গোলাকৃতি, মসৃণ এবং লাল। ঝিল্লীর বৃতির ভেতর থাকে।

প্রাপ্তিস্থান

ভারতের শুষ্ক অঞ্চলে পাওয়া যায়। চাষও করা হয়।

ঔষধী গুণ

গাছের শিকড় শুকিয়ে নিয়ে ওষুধের কাজে ব্যবহার করা হয়।

ক্ষয় রোগ, বাত, যৌন এবং সাধারণ দুর্বলতায় অশ্বগন্ধা উপকারী। মূত্রবর্দ্ধক, স্নায়ুকে শান্ত করে এবং শারীরিক ক্রিয়ায় অবরোধ দূর করে।

শিকড় চূর্ণ করে ফোড়া, ক্ষত এবং অঙ্গস্ফীতির ওপর প্রলেপ দেওয়া হয়। শিকড়ের জীবাণুনাশক এবং অ্যান্টিব্যাওটিক গুণ সম্প্রতি পরীক্ষামূলক ভাবে প্রমাণিত।

এই বর্গের অন্যান্য শ্রেণী

উইথানিআ কোএগুলেনস (হিন্দী: আক্রি; পাঞ্জাবী: খামজীরা) উত্তরপশ্চিম ভারতে পাওয়া যায়। এই গাছের ফল অজীর্ণতায় এবং যকৃৎ সংক্রান্ত রোগে উপকারী।



রেখা চিত্র 26: অশ্বগন্ধা

গ্রন্থপঞ্জী

ঘোষ, ই. ও বিশ্বাস, কে,1950-1952. ভারতীয় বনৌষধি, কলকাতা, দুই খণ্ড।

Agharkar, S. P. 1953. *Gazetteer of Bombay State. General-A, Botany, Part I -Medicinal Plants,* Bombay.

B. P. C. 1963. *The British Pharmaceutical Codex,* London.

Bhandari, Chandraraj. 1951-1957. *Vanaushadhi Chandrodaya,* Varanasi, 10 Parts (in Hindi)

Bhatnagar, S. S., H. Santapau, J. D. H. Desa, A. C. Maniar, N. C. Ghadeally, M. J. Solomon, S. Yellore and T. N. S. Rao 1961. Biological Activity of Indian Medicinal Plants, Indian J. med. Res, 49 (5:799-813).

Bhatnagar, S. S., H. Santapau, F. Fernandes, V. N. Kamat, N. J. Dastoor and T. N. S. Rao 1961. Physiological Activity of Indian Medicinal Plants. J. Sci. and Industr. Res. Suppl. 20A:1-24.

Biswas, K. 1956. *Common Medicinal Plants of Darjeeling and the Sikkim Himalayas,* Calcutta.

Chopra, R. N. 1958. *Chopra's Indigenous Drugs of India.* Revised by R. N. Chopra, I. C. Chopra, K. L. Handa and L. D. Kapur, Calcutta.

Chopra, R. N., R. L. Badhwar and S. Ghosh 1949. *Poisonous Plants of India,* New Delhi.

Chopra, R. N. and I. C. Chopra 1955. *A Review of Work on Indian Medicinal Plants,* New Delhi

Chopra, R. N., I. C. Chopra and B. S. Varma 1969. *Supplement to Glossary of Indian Medicinal Plants,* New Delhi.

Chopra, R. N., S. L. Nayar and I. C. Chopra 1956. *Glossary of Indian Medicinal Plants,* New Delhi.

Dastur, J. F. 1951. *Medicinal Plants of India and Pakistan,* Bombay.

Dutt, U. C. 1877. *The Materia Medica of the Hindus,* Calcutta.

Gupta, R. 1972. *'Vital drugs and essential oil bearing plants as future cash crops in India'* Indian Farming, P. 33.

Jain, S. K. 1963. Studies in Indian Ethnobotany —Plants used in Medicine by the Tribals of Madhya Pradesh. *Bull Region Res. Lab.* Jammu 1(2):126-128.

Jain, S. K. 1965. On the Prospects of Some New or Less-Known Medicinal Plant Resources. *Indian Med. J.* 53(12):270- 272.

Jain, S. K. 1965. Medicinal Plant Lore of the Tribals of Bastar, *Economic Bot.* 19(3): 236-250.

Jain, S. K. 1967. *Vanaspati Kosh —A Hindi-Latin Dictionary of Economic Plants of India,* Delhi.

Jain, S K. 1981(Ed.) *Glimpses of Indian Ethnobotany,* New Delhi.

Jain, S. K. & C. R. Tarafder 1963. Studies in Indian Ethnobotany — Native Plant Remedies for Snake-bite among the Adivasis of Central India. *Indian Med. J.* 57(12):307-309.

Jain, S. K., D. K. Banerjee & D. C. Pal 1973. Medicine Plants Among Certain Adibasis in India. Bull. Bot. Surv, India 15:85-91.

Jain, S. K. & C. R. Tarafder 1967. Medicinal Plant Lore of the Santals —a revival of Rev. P.O. Bodding's Work. *Economic Bot.* (in Press).

Kirtikar, K. R. & B. D. Basu 1935. *Indian Medicinal Plants* (2nd Ed. revised by E. Blatter, J. F. Caius and K. S. Mhaskar, Allahabad, 4 Vols.)

Maheshwari, P. & Umrao Singh 1965. *Dictionary of Economic Plants in India,* Delhi.

Majumdar, G. P. 1927. *Vanaspati Plants and Plant Life as in Indian Treatises and Traditions,* Calcutta.

Mhaskar, K. S. & J. F. Caivs 1931. Indian Plant Remedies used in Snake-bite. *Indian Med. Res. Mem.* 19.

Mukerji, B. 1953. *The Indian Pharmaceutical Codex,* New Delhi.

Nadkarni, A. K. 1954. *Dr. K. M. Nadkarni's Indian Materia Medica,* Bombay. Revised Ed.

Santapau, H. 1953. *The Flora of Khandala on the Western Ghats of India. Rec. Bot. Surv. India* 16(1):1-335.

Shah, N. C. 1981. Need of Systematic Cultivation of Medicinal Herbs used in Indigenous Systems and traditional Medicine. Indian Drugs 18(6):210-217.

Sunderraj, D. & G. Balasubramanyam 1959. *Guide to Economic Plants of South India,* Madras.

Thakar, Jaikrishna Indraji 1926. *Plants of Cutch and their Utility,* Bombay (in Gujrati).

Trivedi, Pandit Krishna Prasad 1961-67. *Dhanvantari, Vanaushadhi Visheshank,* Aligarh, Parts 1-4 (in Hindi).

U. S. D. 1955. *The United States Dispensatory,* Philadelphia.

Upholf, J. C. Th. 1959. *Dictionary of Economic Plants,* New York.

Virmani, O. P., P. Singh & A. Husain, 1980. *Current Status of Medicinal Plant Industry in India.* Indian Drugs 17(10) 318-340.

Watt, G. 1889-1893. *A Dictionary of Economic Products of India,* 6 Vols., Calcutta.

Wren, R. C. 1950. *Potter's Cyclopaedia of Botanical Drugs and Preparations.* Revised by R. W. Wren, London.

Anonymous 1948-66. *Wealth of India, Raw Materials,* 7 Vols, New Delhi.

Several Journals on General Science, Economic Botany, Pharmacology, Pharmacy and Medicine, particularly the following:

Indian Journals of Phamacy; Indian Journal of Medical Research and Journal of Scientific and Industrial Research.

❑❑

Printed at Shagun Offset, New Delhi-110066.